দুর্গেশ নন্দিনী

বা

বাংলার দুর্গ

(ঐতিহাসিক পঞ্চমাঙ্ক নাটক)

শিবদুর্গা অপেরাপার্টী (কাঞ্চনতলা)

যশের সহিত অভিনীত।

নাট্যকার

শ্রীবিশ্বেশ্বর ধর

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড

কলিকাতা (৬)

হিন্দুস্থান লাইব্রেরী।

১লা বৈশাখ। ১৩৫৮ করিমগঞ্জ, কাছাড়।

আমাদের প্রকাশিত নাটকাবলী

দুর্গেশ নন্দিনী

বা

বাংলার দুর্গ

প্রস্তাবনা

গ্রন্থকারের কক্ষ

সহচারিণীগণ নৃত্য গীত করিতেছিল।

সহচরিণীগণ। গীত।

তন্দ্রা বিজড়িত অলস নয়নে
মোরা ছবি সম ভাসি নিবিড় স্বপনে।
শুনায়ে মধুর বাণী
নুপুরের রিণি ঝিণি
স্বপনের মালা খানি পরাবো যতনে।

স্বপ্নের প্রবেশ।

স্বপ্ন। সহচারিণীগণ! ওই কক্ষে বাংলার বরেণ্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্র অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছেন। মানুষের নিদ্রার সুযোগে তাঁর আত্মা বায়ু মধ্যে বিচরণ করে। আমি আজ বঙ্কিম আত্মাকে আকর্ষণ করবো।

সহচারিণীগণ। কেন ?

স্বপ্ন। আমি ওই আত্মাকে আজ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাব। এস। এস বঙ্কিম আত্মা—(হস্তপ্রসারণ)।

বঙ্কিম আত্মার প্রবেশ।

বঙ্কিম আত্মা। কে—কে তোমরা ?

স্বপ্ন। এরা স্বপ্ন সহচারিণী।

বঙ্কিম আত্মা। আর তুমি।

স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন।

বঙ্কিম আত্মা। কি চাও তোমরা ?

স্বপ্ন। আজ তোমাকে এক বিরাট দৃশ্য দেখাতে চাই। ওই দেখ।

বঙ্কিম আত্মা। একি! একি দেখাচ্ছ তুমি দেবতা! ও যে এক বিরাট ধ্বংসস্তুপ।

স্বপ্ন। আর ও দেখ—কি দেখ্‌ছো ?

বঙ্কিম আত্মা। ওকি! ওরা সব কারা? ধ্বংসস্তুপের চারিদিকে অশরীরি ক্ষুধার্ত্ত আত্মার দল—ওরা কারা ?

স্বপ্ন। ওই তেজঃদৃপ্ত মূর্ত্তি বাংলার বিজয়ী বীর বীরেন্দ্রসিংহ—আর ওই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি রাজগুরু অভিরাম স্বামী! আবার ওই দেখ ওই দুটী করুণা বিগলিত রমণী মূর্ত্তির একটী বিমলা অপরটী তিলোত্তমা।

বঙ্কিম আত্মা। আর ওই একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা অধোমুখী হতাশায় ব্যথা ম্লান মূর্ত্তিধারিণী ওই রমণী কে দেবতা ?

স্বপ্ন। ওই রমণী নবাবনন্দিনী আয়েষা—আর ওই যুদ্ধরত বীর পুরুষ—অম্বর অধীশ্বর মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ!

বঙ্কিম আত্মা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ওদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে—তা জানি কিন্তু আজ ওরা আমার কাছে কি চায় ?

স্বপ্ন। ওরা চায় ওদের উদ্‌ঘাটন—ওদের মুক্তি। ইতিহাসকে ভিত্তি করে ওদের জীবনে একদিন যে উপন্যাস গড়ে উঠেছিল আজ বিশ্ববাসী সে ঘটনা না জানলে ওদের মুক্তি নেই।

বঙ্কিম আত্মা। সে ঘটনা কেমন করে জগৎ জানবে ?

স্বপ্ন। তোমার অমর লেখনী মুখে গড়ে উঠবে ওদের, জীবন উপন্যাসের

চমকপ্রদ ঘটনা আর সেই ঘটনা অবলম্বনে ভবিষ্যতে গ'ড়ে উঠবে কত শত রঙ্গমঞ্চের নাটক।

বঙ্কিম আত্মা। কিন্তু দেবতা কে আমায় দেবে সেই প্রেরণা ?

স্বপ্ন। আমি দেবো।

বঙ্কিম আত্মা। তুমি তো নিদ্রার ক্ষণিক স্বপ্ন—জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হয় তো আমি সব বিস্মৃত হব দেবতা।

স্বপ্ন। তার জন্য সহচরী কল্পনা হবে তোমার সঙ্গিনী। কল্পনার নয়নে ফুটে উঠ্‌বে তোমার লেখনী প্রসূত বিরাট উপন্যাস—আর এই কল্পনাই হবে ওই উপন্যাসের ভবিষ্যত নাট্যকারের সহচরী! এস কল্পনা। আজ হতে তুমি হও বঙ্কিমের সহচরী।

(সহচরীকে বঙ্কিমের হস্তে অর্পণ।

বঙ্কিম আত্মা। কিন্তু ওই ধ্বংসস্তুপ কোথায় দেবতা ?

স্বপ্ন। এই বাংলার বুকে। বাঙ্গালীর শত শত কীর্ত্তি বিজড়িত বিষ্ণুপুরের পথে গড় মান্দারণ গ্রামে ওই ধ্বংসস্তুপ। আজ কালের করাল কবলে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ বিরাট ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়েছে। ওই দুর্গের নামও গড় মান্দারণ।

[একজন সহচরী ব্যতীত সহচারিণীগণ সহ স্বপ্নের প্রস্থান।

বঙ্কিম আত্মা। একি! কোথায় স্বপ্নের দেবতা! দূরে—বহুদূরে চলে গেল। কি করবো—কেমন করে আজ স্বপ্নের ভাষায় রূপ দেবো।

সহচরী। ভয় কি আমি আছি।

বঙ্কিম আত্মা। সত্যই তো তুমি আছ কল্পনা। তবে দেখাও কল্পনা কি ভাবে কেমন করে ওই গড় মান্দারণের একটা বিরাট উপন্যাস গ'ড়ে উঠেছিল ?

সহচরী। তবে এস মান্দারণের পথে। [উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরতি প্রদীপ, শঙ্খ পুষ্প পাত্র প্রভৃতি লইয়া
দেবদাসীগণের প্রবেশ ও নৃত্য গীত ।

দেবদাসীগণ । গীত ।

এসেছি এসেছি এসেছি প্রিয় হে
দেবদাসী তব পূজারিণী ।
এনেছি এনেছি এনেছি লহ হে
ভকতি রচিত মালা খানি ।
এনেছি আরতি দীপ জ্বালিয়া
প্রনতির অঞ্জলি ভরিয়া
রেখেছি হিয়া তলে আঁকিয়া
ধ্যান সমাহিত ছবি খানি ।
সেই ধ্যান ভাঙ্গি জাগো মহাকাল
লহ করে তুলি ত্রিশূল ভয়াল
সে অরাতি বিনাশে ধর খর কাল
যার তরে কাঁদে বঙ্গ জননী ।

[বিমলা ও তিলোত্তমার প্রবেশ।

উভয়ে । বন্দে শৈলেশ্বরানন্দম্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্
কৈলাসে কৈলাসেশ্বরঃ মহেশ্বরঃ নমামিত্বং
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়ঃ হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ।

[উভয়ের প্রণাম

বিমলা। শূলপাণি! মৃত্যুভয় রুদ্ররূপী নীলকণ্ঠ আশুতোষ! তুমি যাদের দেবতা—ত্যাগ বৈরাগ্য তেজ যাদের ধর্ম্মের বারতা, শস্য শ্যামলা বাংলা মায়ের সেই চির আদরের চিরজয়ী সন্তান, আজ দানবের মদমত্ত শক্তির চাপে বিধর্ষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত—আর তুমি এখনও নিদ্রিত অবিচলিত, ধ্যান সমাহিত? ওঠ! জাগ—মহাকাল! তোমার উদ্যত শূল আমূল বিদ্ধ ক'রে দাও শত্রুর পাষাণ হৃদয়ে।

তিলোত্তমা। এ তোর কোন পূজা দাই?

বিমলা। বার পূজা!

তিলোত্তমা। এ প্রার্থনা মন্ত্রের অর্থ?

বিমলা। জানিস তিলোত্তমা, আজ মোগল-পাঠানের তুমুল দ্বন্দে প্রপীড়িতা এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশ? তাই আমি দেশের হিন্দু মুসলমানের জন্য মহাশক্তিধর আশুতোষের কাছে প্রার্থনা করছি তাঁর এক কণা শক্তির প্রেরণা দিতে বাংলার হিন্দু মুসলমানের প্রাণে!

তিলোত্তমা। এ পূজা কি তোর শেষ হবে না? সন্ধ্যা যে বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে, তার ওপর আকাশের লক্ষণও ভাল মনে হচ্ছে না—হয়তো এখনি ঝড় বৃষ্টি আসবে।

বিমলা। বাংলার নগণ্য জনপদ মান্দারণের ভাগ্যাকাশে আজ যে ঝড়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে তার তুলনায় এ ঝড় কিছু নয় তিলোত্তমা। ঝড় যদি আসে আসুক—তার সঙ্গে আসুক প্রবল বর্ষাধারার বন্যা!

দেবদাসীগণ। এস রাজকন্যা পালিয়ে এস! ওরে চল চল।

[দেবদাসীগণের প্রস্থান।

তিলোত্তমা। আর দেরী করিসনি—তা হলে হয়তো প্রবলবেগে ঝড় বৃষ্টি আসবে! বিলম্বে বাবার ঘুম ভেঙ্গে যাবে, বাবা জানতে পারবেন

(নেপথ্যে ঝড়ের শব্দ)

ওই ! ওই শোন দাই—কি ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছে ! চল—চল পালাই চল।

বিমলা ! তবে তুই অপেক্ষা কর আমি বাহকদের শিবিকা প্রস্তুত করতে বলে আসি। (নেপথ্যে বজ্রপাতের শব্দ)

তিলোত্তমা। ওই শোন—কড় কড় শব্দে বাজ ডাক্‌ছে—দেখতে দেখতে প্রবল বৃষ্টি এসে গেল—উঃ—আজ কি উদ্দাম ওই ঝড়ের গতি !

বিমলা। তবে কি আজ সত্য সত্যই মান্দারণের দুর্ভাগ্যের বার্ত্তা নিয়ে এলো ওই প্রবল ঝড়—

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষকের প্রবেশ।

মন্দির রক্ষক। গীত।

ঐ ঝড় এল গগনে।
আঁখির পলকে
বিজলী চমকে
বজ্র হাঁকিছে সঘনে।
অম্বরে আজি জাগেরে প্রলয়,
চিত্তে জাগায়ে মৃত্যুর ভয়।
সৃষ্টি স্থিতি সবে বুঝি লয়
ললাট লিপি কে জানে ?
আসে দুর-যোগে গভীর রাত্রি
সাবধানে পথে চল' পথ যাত্রি
যে পথ তোমায় দেখাবে ধরিত্রী
চল আজি সে পথ পানে।

তিলোত্তমা। যা দাই, তুই শীগ্‌গির তাদের ডেকে আন।

মন্দির রক্ষক। কাদের ডেকে আনবে মা ? তারা সব গ্রামান্তরে আশ্রয়ের জন্য ছুটে গেছে।

তিলোত্তমা। তা হোক, তাদের ডেকে আনতে হবে—আমরা যাব।

মন্দির রক্ষক। যাবার কোন উপায় নেই মা। আজ প্রকৃতি ধ্বংসের তাণ্ডবে নেচে উঠেছে বাঙ্‌লার বুকে একটা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনায়।

বিমলা। যাবার কোন উপায় নেই সাধক?

মঃ রক্ষক। না—মা।

তিলোত্তমা। তবে কি হবে দাই?

মন্দির রক্ষক। ভয় কি মা। আজ রাত্রে এখানেই অবস্থান কর।

বিমলা। আজ সারারাত্র এখানেই থাকবো?

মন্দির রক্ষক। কি কর্ব্বে মা।

তিলোত্তমা। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক একাকিনী।

মন্দির রক্ষক। কোন চিন্তা নেই মা। অতি বলবানেরও সাধ্য নেই অর্গলবদ্ধ মন্দিরের কবাট ভগ্ন করে, তা ছাড়া আমার কুটীর নিকটে, প্রয়োজন হলে আমি আপনাদের সাহায্য কোরবো। আসুন দ্বার রুদ্ধ করে দিন।

(মন্দির রক্ষক ও তৎপশ্চাৎ বিমলার প্রস্থান।

তিলোত্তমা। কি হবে? বাবা শুন্‌লে খুব রাগ কর্বেন্ কিন্তু।

বিমলার প্রবেশ।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাতের শব্দ)

তিলোত্তমা। কে যেন ডাকছে দাই?

বিমলা। চুপ। কথা কস্‌নে।

(নেপথ্যে জগৎসিংহ) "মন্দির মধ্যে কে আছ? দ্বার মুক্ত কর"।

বিমলা। তিলোত্তমা, এতো সেই মন্দির রক্ষকের কণ্ঠস্বর নয়।

তিলোত্তমা। তবে! তবে কার এ কণ্ঠস্বর?

বিমলা। অনুমানে মনে হয়, দস্যু অথবা পাঠান।

তিলোত্তমা সর্ব্বনাশ। কি হবে?

বিমলা। চুপ।

[নেপথ্যে পুনরায় জগৎসিংহ কহিলেন, কে আছ সাড়া দাও?]

বিমলা। আয়—আমরা নাটমন্দিরের গুপ্ত কক্ষে অবস্থান করি—দস্যু তস্করের সাধ্য ও নেই আমাদের অবস্থিতি জ্ঞাত হয়।

[তিলোত্তমা ও বিমলার প্রস্থান।

নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে জগৎসিংহ প্রবেশ করিল।

জগৎসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। লৌহ কবাট বলদর্পিত কর প্রহার সহ্য করতে পারলো না। অর্গল ভগ্ন, পথ প্রস্তুত। কিন্তু একি! মন্দির মধ্যে অনন্ত অন্ধকার কেন? বোধহয় মুক্ত পথে বায়ু প্রবেশে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়েছে। জানিনা মন্দির মধ্যে কোন দেব-দেবীর অদৃশ্য মূর্ত্তি। পথ ভ্রান্ত, ঝটিকা বিক্ষুব্ধ, আশ্রয়াকাঙ্খী পথিকের আশ্রয়দাতা বা আশ্রয়-দাত্রী যে দেব-দেবীই তুমি হও, পথিকের স-ভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর। ওকি! কার অলঙ্কারের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনলেম না? [তরবারী কোষ মুক্ত করিয়া] যেই হও তুমি মন্দিরবাসী এই আমি সশস্ত্রে দ্বার দেশে বিশ্রাম করছি। আমার বিশ্রামে বিঘ্ন দান করলে, যদি তুমি পুরুষ হও, তা হলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য! আর যদি তুমি রমণী হও, তবে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও; রাজপুতের হস্তে অসিচর্ম্ম থাকতে তোমাদের পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হবে না! [নেপথে বিমলা, "কে আপনি"]

জগৎসিংহ। কণ্ঠস্বরে অনুমান হয়, এ প্রশ্ন কোন রমণীর। আমার পরিচয়ে কি প্রয়োজন বালা?

[নেপথ্যে বিমলা—আমরা ভীতা, সন্ত্রস্তা অবলা রমণী]

জগৎসিংহ। তাই যদি হয়, তবে ভয় নেই রমণী। যদি প্রদীপ

থাকে প্রজ্জ্বলিত করে অনায়াসে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে পারেন, রাজপুত, রমণীর মর্য্যাদা জানে।

বিমলা প্রদীপ হস্তে ও তৎপশ্চাতে তিলোত্তমা অবগুণ্ঠন দিয়া প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। আপনার দৃপ্ত বচন ভঙ্গিমায় আমরা সাহস ফিরে পেয়েছি পথিক। এইবার বলুন আপনার কি পরিচয় ?

জগৎসিংহ। আমার এইমাত্র পরিচয় যে আমি রাজপুত, অবলাজাতির সম্মান রক্ষায় শক্তি আমার নিয়োজিত। কিন্তু এই সুদূর প্রান্তরস্থিত দেব মন্দিরে আপনারা কি অভিপ্রায়ে অবস্থান করছেন ?

বিমলা। শৈলেশ্বরের পূজার জন্য আমরা এসেছিলাম, বাহক ও সঙ্গিনীগণ ঝটিকা ভয়ে পলায়িত।

জগৎসিংহ। উত্তম ! আপনারা বিশ্রাম করুন, প্রত্যুষেই আপনাদের স্বস্থানে পৌঁছে দেব।

বিমলা। শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

জগৎসিংহ। মনে হয় আপনারা ভাগ্যবানের পুরস্ত্রী, পরিচয় জিজ্ঞাসায় সঙ্কোচ অনুভব করি।

বিমলা। রমণীর নামের পার্শ্বে তো উপাধির আড়ম্বর নেই বীর. কেমন করে তাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। গোপনে বাস করা যাদের ধর্ম্ম, তারা কি বলে আত্ম-প্রকাশ করবে ?

জগৎসিংহ। দেখ্ছি আপনি বুদ্ধিমতী, কিন্তু আত্মপ্রকাশ করার কি অন্য উপায় নেই ?

বিমলা। যে দিন হতে বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনতে নিষেধ করেছেন সে দিন হতে তাদের আত্মপরিচয়ের পথও তিনি বন্ধ করেছেন !

সহসা অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তিলোত্তমা জগৎসিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন ও জগৎসিংহও তদ্রুপ করিলেন।

বিমলা। [জনান্তিকে] কিলো! শিব সাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি নাকি?

তিলোত্তমা। [জনান্তিকে] তুই মর্।

জগৎসিংহ। [স্বগতঃ] একি আশ্চর্য্যরূপ! এমন তো দেখিনি!

বিমলা। পথিক আমাদের বিদায় দিন-আমরা গৃহে যাই [স্বগতঃ] অজ্ঞাত কুলশীল পথিকের ভুবন মোহন রূপে আত্মহারা হওয়ার পুর্ব্বেই তিলোত্তমাকে আমার রক্ষা করা চাই।

জগৎসিংহ। চিন্তার প্রয়োজন নেই রমণী, আপনাদের যাওয়াই যখন স্থির, চলুন আপনাদের পৌছে দিই।

বিমলা। আপনার দয়া অসামান্য! কিন্তু স্ত্রীলোকের সুনাম এমনি অপদার্থ বস্তু যে বাতাসেরও ভর সয় না। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা কিন্তু যখন আমার প্রভু-এই রমণীর পিতা প্রশ্ন করবেন, এত রাত্রে কার সঙ্গে আমরা এসেছি, তখন ইনি কি উত্তর করবেন?

জগৎসিংহ। উত্তর করবেন, "আমাদের সঙ্গে ছিলেন অম্বরপতি মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ"।

বিমলা ও তিলোত্তমা। কুমার জগৎসিংহ!

বিমলা। কুমার! অজ্ঞানে সহস্র অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

জগৎসিংহ। গুরু অপরাধের মার্জ্জনা শুধু একটি মাত্র সর্ত্তে।

বিমলা। কি সে সর্ত্ত, যুবরাজ।

জগৎসিংহ। তোমাদের পরিচয় দান। নতুবা অপরাধের সমুচিত দণ্ড পাবে।

বিমলা। কি সে দণ্ড ?

জগৎসিংহ। তোমাদের সঙ্গে তোমাদের গৃহ পর্য্যন্ত অনুসরণ করবো।

বিমলা। [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ ! [নেপথ্যে ধরমসিংহ-যুবরাজ !]

জগৎসিংহ [উচ্চকণ্ঠে] দিল্লীশ্বরের জয় হোক !

ধরমসিংহের প্রবেশ।

ধরমসিংহ। যুবরাজ ! যুবরাজ ! আপনি এখানে, আর আমরা আপনার অনুসন্ধানে বিষ্ণুপুর হতে মান্দারণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছি ! আসুন যুবরাজ—সত্বর উপস্থিতির জন্য দারুকেশ্বর নদীতীরবর্ত্তী শিবির হতে সংবাদ এসেছে।

জগৎসিংহ। উত্তম ! মন্দিরদ্বারে আমার অশ্ব অপেক্ষা করছে অশ্ব পৃষ্ঠে অতি শীঘ্রই আমি সেখানে যাত্রা করবো। কিন্তু তার পূর্ব্বে তুমি দুইজন সৈনিককে প্রেরণ কর নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাহক ও শিবিকা সংগ্রহের জন্য। এই রমণীদ্বয় বিপদগ্রস্ত এদের সাহায্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন !

ধরমসিংহ। তাই হবে যুবরাজ।

[প্রস্থান।

বিমলা। আপনিও যান বীর, বৃথা কাল ব্যয়ে হয়তো কোনও বিপদ হতে পারে।

জগৎসিংহ। জগৎসিংহ কোনও বিপদের আশঙ্কায় কর্ত্তব্য ভোলে না নারী।

মন্দির রক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

মন্দির রক্ষক। আসুন মা আপনাদের দেহ রক্ষী ও শিবিকা বাহক দল ফিরে এসেছে।

জগৎসিংহ। তবে আমি আর অপেক্ষা করবো না সুন্দরী। আমার

সাক্ষাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। হ্যাঁ, আমার স্মরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ এই নাও আমার উষ্ণিষের এই মুক্তাহার। [বিমলাকে হার প্রদান] আর তোমাদের পরিচয় পেলাম না, এ কথা আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্ন রূপে ফুটে থাকবে আজীবন। [প্রস্থানোদ্যত]

বিমলা। যেও না যুবরাজ দাঁড়াও! আমার অপরাধ আমি পরিচয় দিই নাই। কিন্তু যদি জানতে যুবরাজ, এই পরিচয় না দেওয়ার মধ্যে আছে কি গূঢ় ইঙ্গিত, তা হলে অভিমানে চলে যেতে না! তবে আমার একটা প্রার্থনা, আমার পরিচয় জ্ঞাপন করতে, কখন—কোথায়—আপনার দর্শন পাব যুবরাজ ?

জগৎসিংহ। পক্ষান্তরে নিশীথে, এই মন্দিরে নতুবা সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব!

[প্রস্থান।

বিমলা। সাধক আপনার চরণে দাসীর একটা প্রার্থনা, রাজপুত্রের সঙ্গে এই সাক্ষাতের কথা যেন জনপ্রাণীর কর্ণগোচর না হয় এই টুকু মাত্র দাসীর অনুরোধ।

মন্দির রক্ষক। নিশ্চিন্ত থাক মা। অঙ্গীকার করছি, এ রসনায় একথা প্রকাশ সম্ভব হবে না—ব্রাহ্মণের শপথ মিথ্যা হবে না মা। এস! তোমাদের শিবিকা প্রস্তুত।

[প্রস্থান।

বিমলা। আয় তিলোত্তমা—ঘরে ফিরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধরম সিংহের গৃহ প্রাঙ্গণ।

একাকী বসন্তসিংহ গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

বসন্তসিংহ। গীত।

সে যে পাষাণ হতেও পাষাণ ময়।
পাষাণেরও বুকে
অবিরল সুখে ঝরণার ধারা বয়॥
কঠিনা ধরণী বহে নদী জল
সুকঠিন ফলে বারি সুবিমল,
সবাকার বুক স্নেহ সু-কোমল
শুধু তারি বুক নয়।
পরশ পাথরে রহে প্রেম কণা
তারি ছোঁয়া লেগে লোহা হয় সোনা
সে প্রেম পরশও হিয়া যাচে না
শুধু দূরে সরে রয়।

নন্দ প্রবেশ করিলেন।

নন্দ। পাষাণ! কঠোর—নয় খোকন?

বসন্ত। হ্যাঁ নন্দ-দা, নন্দ-দা বাবা কবে আসবে? কতদিন বাবাকে আমার দেখিনি! [ক্রন্দন]

নন্দ। কাঁদিসনি খোকন কাঁদিসনি। এইবার সে এসে পড়বে ভাই।

বসন্ত। কেমন করে জানলে?

নন্দ। একি আবার জানতে হয় খোকন? এত দিনের তোর কাঁন্নার সাড়া তার বুকে পৌঁছায়নি ভেবেছিস ?

বসন্ত। আমি ত অনেক দিন থেকে কাঁদছি নন্দ-দা, কই বাবা তো তবুও আসে না ?

নন্দ। ভক্তের একদিনের কান্নায় কি ঠাকুরের মন গলে ভাই ? কত যুগ যুগ ধরে তাকে কাঁদতে হয়, ডাকতে হয়, তবেই তো ঠাকুর দেখা দেন।

বসন্ত। আর কত দিন কাঁদবো নন্দ দা? যখন আমি সেই পাঁচ বছরের ছেলে, তখন বাবা তোমার কাছে আমায় রেখে গেছেন। সেই দিন থেকে এই পাঁচবছর ধরে আমি কাঁদছি। আর কত কাঁদবো নন্দ-দা।

নন্দ। এইবার তোর কাঁন্নার শেষ হবে ভাই।

বসন্ত। কেমন করে নন্দ-দা ?

নন্দ। সে যদি না আসে, আমরাই যাবো তার কাছে। সেখানে গিয়ে বলবো নাও বাবু তোমার ছেলেকে। এমন কাঁদুনে আর আমি সামলাতে পারবো না।

বসন্ত। বাঃ নন্দ-দা! আমি বুঝি একাই কাঁদি তুমি কাঁদ না।

নন্দ। দূর পাগল! আমাকে আবার কাঁদতে দেখলি কখন ? ওরে খোকন, আমার এ পোড়া চোখে কি জল আছে, যে কাঁদবো? আমার এই বুকখানা ভয়ানক শক্ত বে—

বসন্ত। যাঃ—মিছে কথা তুমি রোজ কাঁদ।

নন্দ। বেশ বাপু বেশ। তুই যদি কাঁদতেই দেখে থাকিস—তাহলে তাই-ই সত্যি। এখন চট পট তোর বই খাতা গুলো বেঁধে নে দেখি, আর আমি আমার লাঠিটা আনি।

বসন্ত। সে কি নন্দ-দা এখনই যাবে ?

নন্দ। হ্যাঁ, বাপু হ্যাঁ আজি এখনিই। আচ্ছা, তুই দাঁড়া আমিই তোর বই খাতা গুলো আর আমার লাঠি গাছটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

বসন্ত। নন্দ-দা বলে, সে কাঁদে না কিন্তু আমি জানি সেও কাঁদে। সেও যে আমার মত বাবাকে খুব ভালবাসে।

ধীরে ধীরে তাজখাঁ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাল আলখাল্লায় ঢাকা তাঁহার চোখে হিংস্র দৃষ্টি, মুখে বিশ্রী খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাঝখানের গোঁফটা কামান, ভ্রূটা লোমহীন কপালে একটি গভীর ক্ষত।

বসন্ত। [সভয়ে] কে! কে-তুমি?

তাজখাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। শয়তান!

বসন্ত। তুমি কি চাও!

তাজখাঁ। তোকে।

বসন্ত। আমাকে! কেন?

তাজখাঁ। তোকে নিতে এসেছি।

বসন্ত। কোথায়!

তাজখাঁ। জাহান্নমে!

বসন্ত। মনে হচ্ছে তুমি দুষ্ট লোক; দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। নন্দ-দা নন্দ-দা।

সহসা তাজা খাঁ বসন্তের গলা টিপিয়া ধরিল ও বসন্ত মূর্চ্ছিত হইল। (নেপথ্য হইতে নন্দ কহিল,) যাই খোকন। সেই অবসরে তাজখাঁ বসন্তকে লইয়া চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান

করিলেন সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে নন্দ প্রবেশ করিলেন।

নন্দ। কি হয়েছে খোকন। একি খোকন কোথায় গেল এই তো সে নন্দ-দা বলে চীৎকার কল্লে, তবে কোথায় গেল? খোকন খোকন। তা হলে খোকন বাড়ীর বাইরে কোথায় গেছে? না—না তাও হয় না আমি যে তাকে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বল্লুম! তবে কি! নিশ্চয়ই তাই—তা নইলে সে নন্দদা বলে চেঁচিয়ে উঠল কেন? কি হবে? ওরে খোকন। খোকন ভাই। কোথায় গেলি সাড়া দে! খোকন! খোকন রে!

(বলিতে বলিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বীরেন্দ্রসিংহের দেওয়ান খানার মছনদ্।

গড়মান্দারণ দুর্গাভ্যন্তর।

একাকী চিন্তামগ্ন বীরেন্দ্রসিংহ প্রবেশ করিলেন।

বীরেন্দ্র। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! মোগল পাঠানের রণডঙ্কা গভীর ঝঙ্কারে বেজে উঠেছে। মোগলাধীন বাংলার রাজন্যবর্গ এই অবসরে অধীনতা শৃঙ্খল চূর্ণ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প! সুপ্ত কেশরী বীরেন্দ্রসিংহ এখনও গভীর সুষুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন থাকবে? না না তার সেই নিদ্রার ঘোর আজ ভেঙ্গে যাক! স্বাধীনতা হীনতার নাগ পাশ হ'তে মুক্ত হোক,এই সোনার বাংলা, সফল হোক আমার সাধের স্বপ্ন!

বিমলা প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। তবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শাণিত খড়্গ তুলে ধর রাজা, বন্ধ করে দাও মোগলের নূতন পদ্ধতির রাজকর! অস্ত্র ধর-বাঙ্গালীর পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধারে—

বীরেন্দ্র। ধর্‌বো, ধর্‌বো বিমলা! শাণিত কৃপাণ বাংলার শত্রুর বিরুদ্ধে। মোগলের রাজকর আদায়ের নিত্য নূতন কৌশল—আর পাঠানের আক্রমণের কবলে প্রপীড়িতা শ্যামা বঙ্গ জননীর নয়নাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, ও অশ্রুধারা আমি মুছিয়ে দেব। বাঙ্গালীর শাসিত হবে এই বাংলা দেশ। মোগল নয়, পাঠান নয়, মগ ফিরিঙ্গী নয়—কেউ নয়—এই সুজলা সুফলা বাংলা মায়ের সন্তান শুধু বাংলারই হিন্দু মুসলমান।

বিমলা। তবে জেগে ওঠো মায়ের সন্তান, মাতৃমন্ত্রে উজ্জিবীত হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড় অনন্ত কর্ম্ম সমুদ্রে—ভাসমান জয়সিংহাসন তুলে আনতে, আর আমি যাই, গড় মান্দারণের প্রাসাদ শীর্ষে সগর্ব্বে বিজয় নিশানটা উড়িয়ে দিতে।

[প্রস্থান

বীরেন্দ্র। তাই যাও বিমলা। বিদ্রোহের ধ্বজা ঐ বিজয় নিশান, দুর্গ শীর্ষে প্রোথিত করে দাও। বাংলার বিজয়ী বীর বীরেন্দ্র সিংহের গড় মান্দারণ বুকে, আজ বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন হোক। মোগলের পদলেহী, দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন আমার পক্ষে অসম্ভব! আমি দেখতে পাচ্ছি ও পথে মধুর আনন্দময় আশা কাননের স্বর্ণ সিংহাসন নেই, আছে শুধু রসাতলের বিষাদ কালিমাময় ঘন অন্ধকার। আর আমার রচিত স্বপ্নের পথে আমি দেখতে পাচ্ছি সুরমা নন্দন কাননের সুসজ্জিত স্বর্ণ সিংহাসন, শুনতে পাচ্ছি

প্রাণ উন্মাদকারী অপূর্ব্ব আশা গীতির ঝঙ্কার। তবে আমার রচিত পথেই হোক আমার অভিযান।

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষক প্রবেশ করিলেন।

মন্দির রক্ষক। গীত।

ওই পথে হও আগুয়াণ।
স্বপনে রচিত যে পথের পরে আশার রাগিনী
তুলেছে তান।
ও পথের কাঁটা দলিয়া চরণে
চল হে পথিক আশার কাননে
যেথা ফুটে ফুল তোমারই কারণে
কর সেথা অভিযান॥

[প্রস্থান।

বীরেন্দ্র। সত্যই বলে গেল সাধক, ওই কণ্টকময় পথের প্রান্তে সুরম্য আশা কাননের আশা মুকুল আমার জন্যই ফুটে আছে,—মোগল-পাঠান কারো জন্য নয়। সৈন্যগণ, রণ সাজে সজ্জিত হও। বাজাও রণ দামামা। অটল হিমাদ্রীর শক্তি নিয়ে দাঁড়াও বাংলার কোটী কোটী আনন্দ দুলাল। আজ তোমাদের বিশাল শক্তি সংঘাত থেমে যাক শত্রুর প্রভঞ্জন-গতিতে।

অভিরাম স্বামী প্রবেশ করিলেন।

অভিরাম। সে গতি-দুর্নিবার গতি, বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্র। প্রণাম চরণে। আসন পরিগ্রহ করুন গুরুদেব।

অভিরাম স্বামী উপবেশন করিলেন।

অভিরাম। শুনেছ বীরেন্দ্র! মোগল পাঠানে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত।

বীরেন্দ্র। জানি গুরুদেব। আরো জানি বিশেষ গুরুতর ঘটনাও উপস্থিত।

অভিরাম। কিন্তু এই দ্বন্দের ফলে যে ঝড় উঠ্‌বে তার একটা দাপটে হয়তো এই গড় মান্দারণও ভূমিস্মাৎ হয়ে যাবে বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্র। কেন গুরুদেব!

অভিরাম। আমি জানি এই মান্দারণের উপর পাঠানের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে। বীরেন্দ্র, তুমি কি কর্ত্তব্য স্থির করেছ?

বীরেন্দ্র। শত্রু উপস্থিত হলে বাহুবলে পরাস্ত করবো গুরুদেব।

অভিরাম। বীরযোগ্য প্রত্যুত্তর। কিন্তু শুধু বীরত্বে জয়লাভ করা সুনিশ্চিত নয় বৎস। তুমি নিজে বীর শ্রেষ্ঠ হলেও, মাত্র এক সহস্র সৈন্য তোমার সহায়। কোন্ যোদ্ধা ঐ মুষ্টিমেয় সৈন্য সংখ্যা নিয়ে কোটি কোটি সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে বীরেন্দ্র?

বীরেন্দ্র। তবে কি জয়লাভের আশা নেই?

অভিরাম। আছে! যথানীতি-সন্ধি বিগ্রহে জয়লাভ সুনিশ্চিত।

বীরেন্দ্র। সন্ধি! সন্ধি কার সঙ্গে করবো গুরুদেব? মোগল পাঠান উভয়েই আমার শত্রু! বাংলার বুকে একজন রাহু—আর একজন ধূমকেতু! আমি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করবো।

অভিরাম। পারবে না ভ্রান্ত! তোমার এই দুর্গের একদিক দিয়ে যদি আসে মোগল, আর এক দিক দিয়ে যদি আসে পাঠান, তাহলে তোমার এই দুর্গ প্রাসাদ, উভয়ের শক্তির চাপে নিস্পেষিত হয়ে যাবে। এক পক্ষের সাহায্য ব্যতিত অন্যপক্ষের হাতে নিস্তার নেই বীরেন্দ্র!

বীরেন্দ্র। অন্যায় আদেশ করবেন না গুরুদেব —আমি পারবো না।

অভিরাম। স্থির চিত্তে বিবেচনা কর বীরেন্দ্র, শত্রুসংহার আর কণ্টক উদ্ধার—শত্রু আর কণ্টকেই সম্ভব, অন্যে নয়!

বীরেন্দ্র। উত্তম! কোন পক্ষ অবলম্বনে অনুমতি দেন?

অভিরাম। যতঃ ধর্ম্ম স্ততঃ জয়ঃ। রাজবিদ্রোহিতা ও মহাপাপ অধর্ম্ম আচরণ—সেইজন্য রাজপক্ষ অবলম্বনই তোমার কর্ত্তব্য।

বীরেন্দ্র। কে রাজা? রাজত্ব নিয়েই তো মোগল-পাঠানের বিবাদ! এখনও স্থির হয় নি, কে এই হিন্দুস্থানের রাজা—ভাগ্য বিধাতা!

অভিরাম। যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা—ভাগ্য বিধাতা।

বীরেন্দ্র! মোগল সম্রাট আকবর শাহ?

অভিরাম। অবশ্য!

বীরেন্দ্র। গুরুদেব!

অভিরাম। ক্রোধ সম্বরণ কর বৎস! আমি তোমাকে দিল্লীশ্বরের অনুগত হ'তে বলেছি, মানসিংহের আনুগত্য স্বীকার করতে বলিনি।

বীরেন্দ্র। মানসিংহ! মানসিংহ! এই দেখুন! এই দেখুন গুরুদেব, এই আমার দক্ষিণ হস্ত! আপনার চরণ আশীর্ব্বাদে, এই হস্ত মানসিংহের রক্তে প্লাবিত করবো!

অভিরাম। স্থির হও! ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ো না! মানসিংহের পূর্ব্বকৃত অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিও কিন্তু আকবর শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন ক'র না!

বীরেন্দ্র। আকবর শাহের পক্ষ অবলম্বনে আমাকে মানসিংহের অধীনে যুদ্ধ করতে হবে—প্রকারান্তরে সেই—ই মানসিংহের আনুগত্য। এ দেহে বর্ত্তমানে এ কার্য্য অসম্ভব গুরুদেব।

অভিরাম। তবে কি পাঠান কতলুখাঁর সহায়তা করতে চাও?

বীরেন্দ্র। পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ গুরুদেব?

অভিরাম। হ্যাঁ বৎস!

বীরেন্দ্র। উত্তম। তবে পাঠানের পক্ষই আমার শ্রেয়ঃ!

অভিরাম। পাঠানের সহায়তায় গড় মান্দারণের ভাবী দুর্ভাগ্য সুনিশ্চিত বৎস! যাবে, বীরেন্দ্র, সব যাবে! তোমার অতুল সম্পদ যাবে, দুর্গের আধিপত্য যাবে, আর তার সঙ্গে যাবে তোমার আদরিণী কন্যার স্নেহের গৌরবটুকু!

বীরেন্দ্র। তিলোত্তমার?

অভিরাম। হ্যাঁ তিলোত্তমার! আমি জ্যোতিষ গণনায় দেখলুম বীরেন্দ্র, মোগল সেনাপতি হতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল!

বীরেন্দ্র। অমঙ্গল?

অভিরাম। হ্যাঁ বৎস! মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে, সেই অমঙ্গলের ইঙ্গিত আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে! সে জন্যই আমি চেয়ে ছিলাম মোগলের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে তোমাকে গ্রথিত করতে। কিন্তু কি করবো-ললাটলিপি—স্বয়ং বিধাতারও সাধ্য নেই সে লিপি পরিবর্ত্তন করেন, তাই আজ তুমি মোগলের বিরুদ্ধাচরণে এতখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জনৈক প্রহরী প্রবেশ করিল।

প্রহরী। মহারাজ, দ্বারে দণ্ডায়মান দূত, প্রবেশের অনুমতি চায়।

বীরেন্দ্র। কার দূত?

অভিরাম। কতলুখাঁর! আমার নিষেধ ক্রমেই প্রহরী তাকে আসতে অনুমতি দেয়নি! এখন আমার বক্তব্য সমাপ্ত, তুমি দূতের প্রবেশ অনুমতি দাও।

বীরেন্দ্র। যাও প্রহরী—দূতকে নিয়ে এসো!

[প্রহরীর প্রস্থান।

কিন্তু পাঠানের দূত আজ আমার এই দুর্গে কোন উদ্দেশ্যে?

প্রহরীসহ পাঠান দূত প্রবেশ করিল।

কি চাও দূত?

পাঠান দূত। একখানি পত্র!

(পত্রখানি বীরেন্দ্রকে দিল ও বীরেন্দ্র পাঠ করিল)

বীরেন্দ্র। অপেক্ষা কর দূত—এ পত্রের যোগ্য প্রত্যুত্তর পাবে।

পাঠান দূত। এখনও অপেক্ষা? হিন্দুজাতির সীমাহীন অভদ্র আচরণে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি!

বীরেন্দ্র। সাবধান দূত!

পাঠান দূত। পাঠান কারও রক্তচক্ষে ভীত হয় না রাজা। সত্য ব'লতে পাঠান কুণ্ঠিত হয় না।

বীরেন্দ্র। কি দেখেছ হিন্দুর অভদ্র আচরণ?

পাঠান দূত। কম পক্ষে দুই দণ্ড দ্বারদেশে অপেক্ষা করেছি এখনও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ঐ সামান্য পত্রের উত্তর নিয়ে যেতে? এখনও কি ঐ পত্রের অর্থ বোঝনি রাজা?

বীরেন্দ্র। বুঝেছি। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আর পঞ্চ সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা আমাকে পাঠান শিবিরে প্রেরণ করতে হবে, অন্যথায় কতলুখাঁর সহস্র সৈন্য গড় মান্দারণের বিরুদ্ধে প্রেরিত হবে—এই মাত্র!

পাঠান দূত। বল বাঙ্গালী কি চাও?

বীরেন্দ্র। যাও দূত—তোমার প্রভুকে বোলো—গড মান্দারণের বিরুদ্ধে বিংশতি সহস্র সৈন্যই প্রেরণ করতে।

পাঠান দূত। কি করতে চাইছ বাঙ্গালি? তুমি কি জান না যে পাঠান নবাব কতলুখাঁ দুষমনের মউৎ,—যাকে তোমরা বলো যম!

বীরেন্দ্র। তবে সেই যমও জানুক যে আমিও বাঙ্গালী—যাও দূত!

পাঠান দূত। তবে প্রস্তুত থাক রাজা—আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায়!

[প্রহরীসহ পাঠান দূত প্রস্থান করিল।

অভিরাম। আশীর্ব্বাদ করি যেন এই ভাবে ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য, তোমার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করতে পারো।

[প্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্র। দম্ভ! দম্ভ! পাঠানের আকাশস্পর্শী দম্ভের সুমেরু চূর্ণ বিচূর্ণ করবো। মোগল পাঠান যদি আসে অপ্রতিহত প্রভঞ্জনের দুর্নিবার গতি নিয়ে, আমার শক্তিতে চিরনিরুদ্ধ হবে সেই গতি—

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

মন্দির রক্ষক।　　　　গীত

সে গতি ভয়ঙ্কর।

দুর্দ্দম অতি মত্ত সে গতি কম্পিত ক্ষিতি থর থর।

তাণ্ডবে আজি ঝটিকা মাতিবে,

হয়তো প্রলয়ে বিশ্ব নাশিবে,

হয়তো ঝটিকা দাপটে ভাঙ্গিবে,

রচিত এ খেলা ঘর।

ঈশানের কোণে বাজায়ে বিষাণ

ঝড় সম আসে মোগল-পাঠান

উভয়ে দ্বন্দ্বে কর আহ্বান

তুমি সে শক্তি ধর।

[প্রস্থান।

বীরেন্দ্র। আমি একা নই সাধক—শক্তি ধরবে বাঙলার কোটী-কোটী বাঙালী। আজ তাদের সম্মিলিত শক্তিতে বিদেশী বিধর্ম্মীর ধ্বংস অনিবার্য্য, কি জঘন্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন এই পাঠান নবাব কতলুখাঁ। কি হীনতায়—কি নীচতায়—পরিপূর্ণ তার এই পত্রের ভাষা। যেন আমি তার ক্রীতদাস ?

আমার প্রতি আদেশ প্রচারের দুর্বার স্পর্দ্ধা রাখে ওই কতলু খাঁ? আমি তার স্পর্দ্ধার শির মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তার গর্ব্বের প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে পথের ধুলায় মিশিয়ে দেবো।

[প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

হানা বাড়ী।

মূর্চ্ছিত বসন্তসিংহকে স্কন্ধে লইয়া তাজখাঁ প্রবেশ করিল।

তাজখাঁ। হাঃ হাঃ হাঃ। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! চরম প্রতিশোধ! বুকের মধ্যে দিনরাত তুষের আগুন জলছে। এতদিনে সে আগুন নিভে যাবে। আর ধরমসিংহ! তোমার বুকে জলবে দিনরাত রাবণের চিতা!

[বসন্ত সিংহকে শোয়াইয়া দিল।] আজ আমি ধরম সিংহের বুকের কলিজাটা উপড়ে এনেছি। চোখের তারা দুটো ছিঁড়ে এনেছি। স্মৃতি চিহ্নটা সরিয়ে ফেলেছি।

বসন্ত। [মূর্চ্ছান্তে] নন্দ-দা—নন্দ-দা!

তাজখাঁ। চুপ কর! আর নন্দ-দা—নন্দ-দা করে কাঁদতে হবে না!

বসন্ত। [উঠিয়া] একি! আমার নন্দ-দা কোথায় গেল! আমি এ কোথায়?

তাজখাঁ। জাহান্নামের দরজায়!

বসন্ত। ওকি! তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন! ও চিনেছি! তুমি সেই দুষ্ট লোক! কেন তুমি আমাকে এখানে এনেছ!

তাজখাঁ। তোকে জ্যান্ত কবর দিতে! এ দুনিয়ার আলো দেখা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিতে—

বসন্ত। কেন? আমি তোমার কি করেছি?

তাজখাঁ। কি করেছিস? কিছু না। কিন্তু তোর মুখে যে ফুটে রয়েছে শান্তি রাণীর মুখের ছবি। ধরম-সিংহ যে তোকে দেখে শান্তির অদর্শন জ্বালা ভুলে থাকবে—সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

বসন্ত। আমার—মাকে তুমি দেখেছ?

তাজখাঁ। দেখিনি? তার এতটুকু বেলা থেকে তাকে আমি দেখে এসেছি। এই হাতে তার হাত ধরে কত খেলা করেছি, এই হাতে তাকে কত ভাল ভাল সুস্বাদু ফল পেড়ে দিয়েছি—আবার এই হাতে তাকে খুন করেছি।

বসন্ত। তুমি! তুমি আমার মাকে খুন করেছ?

তাজখাঁ। হাঁ হাঁ—তার বুকে ছুরি বসিয়েছি! কেন জানিস? সে থাকতো আমাদেরই বাড়ীর পাশে। হিন্দুর মেয়ে সে—যখন মুসলমানের ঘরে সে কিছুতেই এলো না—তখন একদিন রাতের বেলা দরজা ভেঙ্গে আমি তার ঘরে ঢুকে পড়লুম। কিন্তু! কিন্তু আমার সাথে বাদ সেধেছে ঐ ধরমসিংহ!

বসন্ত। বাবা!

তাজখাঁ। হ্যাঁ তোর বাবা। সে শান্তির মামীর কে একজন আত্মীয়, আমি জানতেম না যে সেও সেই রাতে শান্তিদের বাড়ীতে ছিল! যে মুহূর্ত্তে আমি শান্তিকে নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে ছিনিয়ে নিলে আমার কাছ থেকে শান্তিকে। অনেকক্ষণ বুঝলুম! কিন্তু আমার মুখের গ্রাস ধরমসিংহ কেড়ে নিলে! আমায় প্রাণে না মেরে আমার বুকে সে জোরে একটা লাথি মারলে। উঃ সে লাথির ব্যথা এখনও

মিলিয়ে যায়নি, সে অপমানের জ্বালা এখনও ভুলিনি! ভুলবো—তোকে খুন করে।

বসন্ত। আমাকে খুন কর ক্ষতি নেই—কিন্তু আমার মাকে খুন ক'রে তোমার কি লাভ হয়েছে দস্যু?

ভাস্কর। অনেক দিন থেকে ওৎ পেতে শিকার ধরতে পারিনি। অবশেষে সেদিন সে সুযোগও জুটে গেল! অন্ধকারে ঘাটের-পথে আমি শান্তির পথ আগলে দাঁড়ালুম!—কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হলো না! আমার বুকের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটে উঠলো! আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠলো! খুন চাপলো! খুন—খুন করলাম—শান্তিকে খুন করলুম! কিন্তু তবুও ধরমসিংহ আজও পাগল হয়নি, তার কারণ তোর এই ফুটফুটে সুন্দর মুখ।

বসন্ত। যদি সুন্দর তবে আমাকে মেরে ফেলবে কেন? সুন্দর যা—তাকি কেউ নষ্ট করে?

ভাস্কর। করে! যে সুন্দর আমার জন্যে নয়, যে আলো আমার জন্যে নয়, যে গান আমার জন্যে নয়—সে সুন্দরকে আমি কুৎসিত করবো, সে আলো আমি নিভিয়ে দেব, সে গান আমি থামিয়ে দেব! তুই ধরমসিংহের বুকে জ্বলে থাকবি শান্তি রাণীর স্মৃতি নিয়ে, প্রদীপ শিখার মত—সে আমি সইব না—আমি এখনি সে দীপ নিভিয়ে দেব।

[বসন্তকে ছুরিকাঘাতে উদ্যত।

বসন্ত। গীত।

যদি দীপ নিভে যায়,
জ্বেলেছে যে তায়, কাঁদিবে সে হায় আঁধারের বেদনায়
যাহারি মনের কুঞ্জ-ভবনে,
ফুল সম আমি ফুটেছি গোপনে

তারি সে কুসুমে কেন অকারনে
দলিবে তোমার পায়।
তাহারি মনের মুক্ত-আকাশে
চাঁদ সম মম মুখ খানি ভাসে,
সহসা কেন বা রাহু-সম এসে,
ধরেছো সে চাঁদে হায়।

তাজখাঁ। হাঁ হাঁ আমি রাহুর মতন তোকে গ্রাস করবো আগুনের মত তোকে পুড়িয়ে মারবো। বাঘের মত তোর রক্ত খাবো,!

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। আর আমি—তার বিরুদ্ধে দাড়াবো।

তাজখাঁ। সেনাপতি!

ওসমান। হ্যা তাজখাঁ—আমি। তুমি কি করতে চাইছো তাজ?

তাজখাঁ। এই কাফেরটাকে খুন ক'রতে চাই?

ওসমান। দুগ্ধ পোষ্য শিশু হত্যায়, কাফের হত্যার পুণ্য হয়না তাজ!

তাজখাঁ। প্রতিহিংসা পূর্ণ হয় তো?

ওসমান। প্রতিহিংসা! ঐ শিশু তোমার কি ক্ষতি করেছে তাজ

তাজখাঁ। ওর জন্মদাতা আমার বুকে তুষের আগুন জ্বেলেছে!

ওসমান। তাই পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি! সাগর সন্তরণের সাধ পল্বলেই সমাপ্তি! ছিঃ! ছিঃ! তাজ তুমি না একজন পঞ্চদশ সহস্র পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক? তুমি না একজন বলশালী বীর? তুমি না একজন পাঠান সাম্রাজ্যের স্তম্ভ? তোমার এই আচরণ?

তাজখাঁ। সেনাপতি, আমার এই বুকে দিন রাত প্রতিহিংসার আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে! ধরম-সিংহের রক্তে গড়া ওই ছেলেটার রক্ত না হলে সে আগুন নিভবে না। ধরমসিংহ আমার মুখের গ্রাস—আমার

সর্ব্বস্ব—আমার সুখ সম্ভোগ—সব কেড়ে নিয়েছে। আমি কোন কথা শুনবো না। ওকে খুন করে আমার বুকের জ্বালা নিবৃত্তি ক'রবো।

ওসমান। আমি তা হতে দেব না।

তাজখাঁ। সেনাপতি!

ওসমান। আমি বাধা দেব। প্রয়োজন হলে শিশুর রক্ষায় অস্ত্র ধরবো!

তাজখাঁ। পারবে না সেনাপতি। আমি আগুন জ্বেলেছি। সব পুড়িয়ে ছারখার করবো। ওকে তুমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না —এই দেখ।

(বসন্তকে ছুরিকাঘাত করিতে গেলেন।

ওসমান। সাবধান তাজখাঁ, আর এক পাও অগ্রসর হলে এই তরবারির আঘাতে তোমার শির ধুলায় লুটাবে!

[অস্ত্র নিষ্কাষণ করিলেন

তাজখাঁ। কি! তুমি আমাকে প্রতিশোধ নিতে দেবে না? তবে সাধ্য থাকে, বাঘের মুখ থেকে তার শিকার ছিনিয়ে নাও সেনাপতি!

[অস্ত্র নিষ্কাষণ করিলেন।

ওসমান। তবে দেখ ওসমানের শক্তি!

উভয়ের যুদ্ধ ও তাজখাঁর পতন, সেনাপতি ওসমান তাজখাঁর বক্ষে তরবারি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল ও তাজখাঁ আর্ত্তনাদ করিল।

ওসমান। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তাজখাঁ। ক্ষুদ্র শিশুর রক্ষায় খোদার মঙ্গল হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত। সেনাপতি ওসমানের বুকে বসে আছেন সেই করুণাময় খোদা। আয় ওরে আয় শিশু! তুই আমার বুকে আয়।

[বসন্তকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তাজখাঁ। হ'লো না! হ'লো না। আমার প্রতিহিংসার জ্বালা

মিটলো না। ওঃ! একি! রক্ত। ঝলকে ঝলকে বুক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে! উঃ? কেমন করে আমি যাব! ওঃ খোদা! খোদা!

নেপথ্যে হইতে নন্দ খোকন খোকন বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।

নন্দ। একি! এই ফাঁকা বাড়ীতে কাউকেও তো দেখাছ না! তবে আমি কি মিথ্যের পেছনে ছুটে এলুম? খোকন, খোকন!

তাজখাঁ। ওঃ!

নন্দ। কে-কে তুমি! তুমি কি আমার খোকনকে দেখেছ? তুমি কি আমার দাদুকে দেখেছ?

তাজখাঁ। তোমার দাদু? তোমার খোকন? আমি—আঃ!

নন্দ। এ্যা!—একি! তোমার বুক থেকে যে দর্ দর্ করে রক্ত পড়ছে—তোমার এ দশা কে করলে?

তাজখাঁ। খোদা!

নন্দ। দাঁড়াও তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে! এস আমরা কোন লোকালয়ে যাই!

তাজখাঁ। কিন্তু তোমার খোকন!

নন্দ। নেই! সে আমাকে কাঁদিয়ে রেখে চলে গেছে! কোথায় কি জানি সে লুকিয়ে আছে! কেউ আমার খোকনকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

তাজখাঁ। চুরি! ওঃ-আর পারি না—রক্ত—অনেক রক্ত।

নন্দ। চল আগে তোমাকে বাঁচাতে হবে। নাও ওঠ!

তাজখাঁ। কি বললে-চুরি? তোমার খোকনকে?

নন্দ। হ্যাঁ চুরি! যখন সে এসে বলবে কোথায় তার খোকন, কোথায় তার ছেলে বসন্ত, তখন আমি কি জবাব দেব ধরম সিংহকে।

তাজখাঁ। ধরমসিংহ! খোকন! বসন্ত! ওঃ! আমি! আমি—তাকে—

নন্দ। বল—বল তুই তাকে—

তাজখাঁ। চুরি করেছি!

নন্দ। কোথায় রেখেছিস্ বল, নইলে গলা টিপে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।

তাজখাঁ। আমি তো মরতেই বসেছি। তোমার খোকনকে ওঃ—

নন্দ। খোকনকে! বল্ বল্—

তাজখাঁ। সে নিয়ে গেছে—আঃ—আর পারি না—একটু জল—সে খোকনকে দুর্গে! ওঃ [মূর্চ্ছিত]

নন্দ। দুর্গে? কোন দুর্গে! কাদের দুর্গে! বল্ শীগ্ গির বল। একি! সাড়া দিচ্ছে না যে। তবে কি? হ্যাঁ—মরে গেছে। তবে কেমন করে জানবো খোকন আমার কোথায়—কাদের দুর্গে। যেখানেই থাকুক, যে দুর্গেই খোকনকে নিয়ে যাক্, তাতে ক্ষতি নেই। আমি দুনিয়ার সমস্ত দুর্গ—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবো. আমার খোকনকে আমি খুঁজে আনবো। [প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া।] কিন্তু এ লোকটা যে মরে গেছে। আর এই লোকটাই আমায় সন্ধান দিয়েছে খোকন আমার কোনও একটা দুর্গে আছে। তবে শত্রু হোক, আর বন্ধু হোক—এর বুকে মাটী দিতে হবে। এর শেষ কাজটা আমাকেই করতে হবে।

করিমবক্স প্রবেশ করিল।

করিমবক্স। খবরদার। মুসলমানের দেহ ছুঁয়ো না।

নন্দ। কেন? এ যে আমাকে আমার খোকনের সন্ধান দিয়েছে।

করিম। দিক্! তুমি যাও—এখান থেকে!

নন্দ। বেশ যাচ্ছি! কিন্তু তুমি ত দেখ্ ছি একজন মুসলমান তবে তুমিই এর শেষ কাজটা কর!

করিম। আমার বন্ধুর কাজ আমি ক'রবো সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। কিন্তু তুমি এখানে এসেছ কেন?

নন্দ। এসেছি একটা চোরের পেছু পেছু আমার খোকনকে খুঁজতে! তুমি যদি এর বন্ধু তবে বল কোথায় আমার খোকন আর কোথায় সে চোর?

করিম। আমি জানি না এসব, তুমি যাও!

নন্দ। ঠিক বলছো, তুমি জান না?

করিম। না-না!

নন্দ। তবে যাই—দেখি, কোন দুর্গের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে আমার হারানিধি, আমার খোকন!

[প্রস্থান করিল।

করিম। কি তাজ্জব! আড়াল থেকে সব দেখেছি। সেনাপতি সরাসরি তলোয়ার খানা তাজখাঁর উপর চালিয়ে ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে উধাও হ'লো! এস বাবা তাজ! তোমার কবরে আজ আমি ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবো!

(তাজখাঁর নিকট বসিল বুকে হাত দিয়া দেখিল ও লাফাইয়া উঠিল)

আরে! এই যে কলজেটা এখনও ধুক্ ধুক্ করছে! তবে ত মরনি সোনার চাঁদ শুধু জ্ঞান টুকু হারিয়েছ! আমার কাছে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার দাওয়াইও আছে!

(ঔষধ বাহির করিয়া তাজখাঁর নাসা পথে ধরিল)

কিন্তু রক্তটাও যে বন্ধ করতে হবে।

তাজখাঁ। বাবা! [মূর্চ্ছা ভঙ্গে] দুর্গে! ওসমান—

করিম। আগে বাঁচুক প্রাণ! একটু কষ্ট করে চলে এস আমার হাত ধরে! উঠানে পড়ে থাকলে একেবারে অপঘাতে মৃত্যু হবে। নাও উঠে পড়।

ভাজখাঁ। কে করিমবক্স! আমি আর বাঁচবো না করিম! ওসমান আমাকে—ওঃ—

করিম। সব জানি চাচা সব জানি। এখন ঘরের মধ্যে ত চল! নাও আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াও দেখি।

ভাজখাঁ। চল [অতিকষ্টে উঠিয়া করিমের কাঁধে ভর দিলেন]

করিম। এইবার হাঁটি হাঁটি পা—পা করে চলে এস চাচা—

[উভয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের গৃহ।

গজপতি এক হস্তে অন্ন পূর্ণ থালা ও আর হস্তে জল
পূর্ণ গ্লাস এবং বগলে আসন লইয়া প্রবেশ করিল।

গজপতি। ঝকমারি! ঝকমারি। প্রকাণ্ড রকম ঝকমারি। রান্নাঘরে যে প্রকাণ্ড রকম অন্ধকার তাতে কার সাধ্যি সেখানে বসে ভাত মুখে দেয়। হয় তো অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড রকম আরসুলা চামচিকি কিম্বা ইঁদুরই ভাতের সঙ্গে উঠে আসবে। প্রকাণ্ড রকম পরিশ্রম করে রন্ধন ক'রবো আর দু'বেলা ভাতের থালা হাতে ক'রে দাবায় এসে পিণ্ড ভক্ষণ করবো! না, এবার একটা ব্রাহ্মণী না হলেই নয়! কিন্তু এই প্রকাণ্ড রকম বাংলা মুলুকের মেয়েরা আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়—আমাকে বিয়ে ক'রবে কে? যার কাছেই এই প্রস্তাব করি, সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

রকম বিশেষণ ব্যবহার ক'রে! শুনেছ আমি নাকি প্রকাণ্ড রকম পত্রহীন তালবৃক্ষ! আমার এই নাসিকাটি নাকি প্রকাণ্ড রকম গৃধিনী শকুনির চঞ্চু বিশেষ। কেউবা বলে, আমি নাকি বাবা কাল ভৈরবের নন্দী-ভৃঙ্গীরই একটা—যাই হোক আমার এই আবলুশ কাঠের মত কাল মূর্ত্তিটা ওরা আজও চিনলে না। ওরে এ যে আমার কালবরণ কলির কেষ্ট মূর্ত্তি! তার প্রমাণ ঐ আসমানি আমার প্রকাণ্ড রকম রাধিকা, বিমলা আমার প্রকাণ্ড রকম চন্দ্রাবলী—আর এই গড-মান্দারণ দেশটা আমার প্রকাণ্ড রকম বৃন্দাবন! চুলোয় যাক। পেটে প্রকাণ্ড রকম আগুন জ্বলেছে, খাওয়াটা সেরে নেই!

(খাইতে বসিল) (নেপথ্যে আসমানি "ও ঠাকুর"।)

গজপতি চারিদিকে দেখিলেন।

আসমানি প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন।

আসমানি। বলি ও গোঁসাই। [স্বগত] মর বিট্‌লে। বলি করছিস্ কি? [প্রবেশ] ও রসিকরাজ, রসোপাধ্যায় [স্বগত] আরে খেতে বসেছ যে। দাঁড়াও বামনা—আজ দেখবো তুমি খেতে বসে কথা কও কিনা? [প্রকাশ্যে] বলি ও রসিকরাজ শুনতে পাচ্ছ?

গজপতি। হুম্।

আসমানি। হুম্ কিগো? বলি তুমি কি হুতুম পেঁচা নাকি যে হুম্-হুম্-ক'রছো?

গজপতি। [খাইতে খাইতে] হুম্।

আসমানি। বটে বামুন হয়ে এই কাজ? আজ স্বামী ঠাকুরের কাছে বলে দেবো—রান্নাঘরে ও-কে [দূরে দেখাইয়া দিল]

গজপতি। উঁ—উম [চারিদিকে চাহিলেন]

আসমানি। আমি চিনি ওকে!—ওযে জাতে চাঁড়াল-গো ঠাকুর!

গজপতি। কে—কে চাঁড়াল—আমার হাঁড়ি ছোঁয়নি তো !

অন্য মনস্কে একগ্রাস ভাত খাইলেন।

আসমানি। ও কি ! কি কর ! আবার খাচ্ছ যে ঠাকুর ? ছিঃ-ছিঃ ! কথা কয়ে আবার ভাত মুখে দিলে ?

গজপতি। কখন কথা কইলুম ?

আসমানি। এই তো কইলে !

গজপতি। এঁ্যা—তাও তো বটে ! এঃ হেঃ হেঃ হেঃ ! প্রকাণ্ড রকম খাওয়াটা মাটী হলো ! [উঠিতে গেলেন]

আসমানি। না ! না ! উঠো না ঠাকুর !—ওই ভাত কটা খেয়ে নাও !

গজপতি। সে কি ! কথা কয়ে ফেলেছি যে, এখন প্রকাণ্ড রকম অসুবিধা !

আসমানি। আহা খাও লক্ষ্মীটি! আমার মাথা খাও ! ঐ ভাত কটা খেয়ে নাও।

গজপতি। রাধে মাধব ! কথা বললে বামুনের খাওয়া যে প্রকাণ্ড রকম বন্ধ !

আসমানি। তা বেশ ! তবে আমি যাই ঠাকুর। অনেক গোপনীয় কথা ছিল তোমার সঙ্গে—বলা হলো না !

গজপতি। দোহাই আসমান ! রাগ করে চলে যেও না, আমি প্রকাণ্ড রকম দুঃখ পাব ! এই আমি খাচ্ছি।

আসমানি। খেতে তোমাকে হবেই ঠাকুর—আর আমার ছোঁয়াও খেতে হবে [একগ্রাস ভাত তুলিয়া লইলেন।]

গজপতি। এঁ্যা। তোমার ছোঁয়া খাব কি ? তুমি যে প্রকাণ্ড রকম মোছলমান।

আসমানি। শুধু ছোঁয়া—আমার এঁটোও খাবে ! [নিজে খাইলেন]

গজপতি। রাধে মাধব! রাধে মাধব! (কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান)

আসমানি। বেশ তো! না খাও, আমার পাতের কাছে বসতে তো দোষ নেই ঠাকুর? বসবে? বোস না! ওগো কথা শোন!

গজপতি। এ তোমার প্রকাণ্ড রকম অন্যায়!

আসমানি। তুমি আমার একটা সাধও মেটাতে পার না ঠাকুর!

[কপট ক্রন্দন

গজপতি। আ-হা-হা! কেঁদে একেবারে গড়িয়ে পড়ছো যে! বেশ—বেশ বসেই থাকছি! এখন তোমার প্রকাণ্ড রকম গোপনীয় কথাটা শুনিয়ে দাও তো রাধে!

আসমানি। আচ্ছা ঠাকুর—শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?

গজপতি। গঙ্গাস্নান করতে হয়!

আসমানি। তা হলে আমার কথায় তুমি এখনই স্নান করতে পার ঠাকুর?

গজপতি। এই শীতের রাতে?

আসমানি। বুঝেছি—তুমি আমায় ভালবাস না!

গজপতি। বাসি—রাধে বাসি। খুব প্রকাণ্ড রকম ভালবাসি। দেখবে—স্নান করে আসবো?

আসমানি। তবে এক গ্রাস ভাত আমার হাতে তুলে দিয়ে, তার পর স্নান করতে যাও। আর তোমার হাতের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেয়ে আমারও জাত জন্ম উদ্ধার হ'য়ে যাক।

গজপতি। তাতে আর দোষ কি? স্নান করলেই তো শুচি। আর স্নান না করলেও প্রকাণ্ড রকম ভালবাসি কিনা প্রমাণ হবে না—নাও হাত পাত রাধে—

[একগ্রাস ভাত তুলিয়া লইলেন।

আসমানি। দাঁড়াও। শুনেছ ঠাকুর। কিছুদিন আগে শৈলেশ্বর মন্দিরে বিমলা ঠাকরুণ আর রাজকন্যে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে—ওরে বাবা—

গজপতি। কি হয়েছিল ?

আসমানি। হঠাৎ মন্দিরের বট গাছ থেকে একখানা মস্ত—

গজপতি। [অন্য মনস্কে হস্তস্থিত ভাত নিজ মুখে দিলেন] এঁ্যা!

[অন্নের গ্রাস গলধঃকরণ করিলেন।

আসমানি। তবে রে বিট্‌লে। আমার এঁটো নাকি খাবিনে ?

গজপতি। এঁ্যা! তাইতো প্রকাণ্ড রকম ভুল হয়ে গেছে—নিজের গ্রাস মনে করেই খেয়ে ফেলেছি যে। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ। দোহাই, দোহাই আসমান, কাউকে বলো না ভাই তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

[পায়ে ধরিতে গেলেন।

আসমানি। তবে বল বিট্‌লে আমাকে বিয়ে করবি ?

গজপতি। মাইরি করবো—একশোবার করবো—তোমাকে আমার প্রকাণ্ড রকম রাধিকা করবো।

সুসজ্জিতা বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। আর আমাকে ?

গজপতি। সে তো অনেক দিন থেকে বলে রেখেছি দাই—তোমাকে আমার প্রকাণ্ড রকম চন্দ্রাবলী করবো।

বিমলা। সত্যি ঠাকুর! তোমার প্রেমে আমরা দুজনেই পাগল।

গজপতি। দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত রে'—প্রকাণ্ড রকম মদন আগুন, যতখানি শীতল হচ্ছে দেহখানি ততই প্রকাণ্ড রকম জমাট বাঁধছে।

বিমলা। দিগগজ ঠাকুর, আমাদের রসিক চুড়ামণি। আচ্ছা ঠাকুর তুমি আমাদের ভালবাস ?

গজপতি। প্রকাণ্ড রকম ভালবাসি।

বিমলা। বেশ তাহলে শোন। আমরা এত রাত্রে কেন এসেছি জান?

গজপতি। কই—না—তো!

আসমানি। আমরা তোমার সঙ্গে দেশান্তরি হব ঠাকুর!

গজপতি। এঁ্যা!

বিমলা। অবাক হচ্ছো যে?

গজপতি। এ্যা—তা—তা—

আসমানি। তা—তা-কি ঠাকুর? বুঝলে না? তোমায় নিয়ে আমরা ভেসে পড়বো যে!

গজপতি। তবে স্বামী ঠাকুরকে বলে আসি গে?

বিমলা। স্বামী ঠাকুরকে আবার বলবে কি? একি তোমার মাতৃদায়, যে স্বামী ঠাকুরের ব্যবস্থা নেবে।

গজপতি। না—না—তা নয়! এ হচ্ছে, প্রকাণ্ড রকম প্রেম-দায়! তা' কখন যেতে হবে চন্দ্রাবলী?

বিমলা। কখন আবার কি? এখুনি! দেখছ' না আমরা সেজেগুজে, গয়না পরে বেরিয়ে এসেছি!

গজপতি। এই রাত্তির কালে?

বিমলা। তবে থাক! তোমার যদি যেতে ভয় হয়, গিয়ে দরকার নেই আমরা অন্য লোকের চেষ্টা দেখিগে!

গজপতি। না—না, তা দেখতে হবে কেন? আমি যাবো! রাগ কর না চন্দ্রা—চলো। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড রকম কথা!

বিমলা। কি কথা?

গজপতি। বলছি কি, এই তৈজস পত্রগুলো মানে, ঘটুটে-বাটুটে এ গুলো কি পড়েই থাকবে?

বিমলা। থাক! দেশান্তরি যখন হচ্ছি', তখন দেশান্তরে গিয়েই আবার তোমায় সব কিনে দেবো ঠাকুর!

গজপতি। তবে চল। পুঁথিখানা নিয়ে নিই কেমন? আর ব্যাকরণ খানা? ও-পড়েই থাক—কি বল। ব্যাকরণ যখন আমার কণ্ঠস্থ তখন ও বোঝা বয়ে কি দরকার. স্মৃতির পুঁথি খানাই শুধু নেওয়া যাক, কেমন?

আসমানি। তাই নাও ঠাকুর। এখন তোমরা এস ঠাকরোণ। আমি একটা কাজ সেরে চটপট আসছি!

[প্রস্থান।

গজপতি। বলি চন্দ্রা! ঐ রাধিকাও যাবে তো?

বিমলা। নাই বা গেল, ক্ষতি কি? চন্দ্রাবলীতে কি খিদে মিটবে না ঠাকুর?

গজপতি। না—না—তা—তা—চল। দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রী হরি! [যাইতে যাইতে] বলি, চন্দ্রাবলী! আমার প্রকাণ্ড রকম সব তৈজস পত্রগুলো হায়! হায়! হায়! দুর্গা শ্রীহরি!

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দারুকেশ্বর—নদীতীর

মানসিংহের শিবির

মানসিংহ ও দীলির খাঁ কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন।

মানসিংহ। না—না—এ অসম্ভব নয় দীলির খাঁ!

দিলীর। অসম্ভব না হলেও এ অতি দুঃসাহসিক কার্য্য মহারাজ!

মানসিংহ। সম্ভব। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় এই কার্য্য গ্রহণ করেছে!

দীলির। মার্জ্জনা করবেন মহারাজ! সে যদি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে শির পেতে দেয়, আপনিও নির্নিমেষ নয়নে তাই দেখবেন? সে যদি স্বেচ্ছায় সাগর তরঙ্গে ঝাঁপ দেয় সে দৃশ্যে আপনিও অবিচলিত থাকবেন। শিশু যদি স্বেচ্ছায় আগুন নিয়ে খেলা করে আপনিও কি তাই সমর্থন করবেন?

মানসিংহ। কে শিশু, কুমার জগৎসিংহ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! দেখছি, তুমি তার পরিচয় আজও পাওনি দীলির। একাকী, নিরস্ত্রে শার্দ্দূল গহ্বরে প্রবেশ করে একটা ভয়ঙ্কর ক্ষুধিত শার্দ্দুল বধ করেছিল--ঐ জগৎসিংহ।

দীলির। কিন্তু পাঠান ক্ষুধিত শার্দ্দূল হতেও ভয়ঙ্কর রাজা! ধরপুর গ্রামে পাঠানেরা শিবির সন্নিবেশ করে বাংলার বুকে লুণ্ঠনের তাণ্ডবে মেতে উঠেছে। তাই আশঙ্কা হয় মহারাজ, তাদের গুপ্ত অভিপ্রায়ের অনুসন্ধানে গিয়ে, তাদের অনুচরের হস্তে হয়তো যুবরাজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

মানসিংহ। এরূপ তোমারই ধারণা—দীলির, কিন্তু আমার নয়। আমি জানি সে অচিরেই কার্য্য সিদ্ধি করে ফিরে আসবে!

যশোবন্তসিংহ প্রবেশ করিলেন।

যশোবন্ত। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে ফিরে আসবে মহারাজ! পাঠানের সমস্ত গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার শক্তি শুধু আছে তার!

দীলির। সে কি পারবে, শত্রুবল কোথায় কি অভিপ্রায়ে সম্মিলিত হয়েছে, তার সন্ধান জানতে?

যশোবন্ত। নিশ্চয়ই পারবে! তুমি দেখনি দীলির, কিন্তু আমি দেখেছি জগৎসিংহের অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা—আততায়ীর হস্তে আত্মরক্ষার! জগৎসিংহের দেহের প্রতি শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত, তার প্রতিটি অসিচালনে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুতের স্ফুরণ, তার প্রতিটি নয়নের তারায় জলন্ত হুতাশন—সে বীর, সে কৌশলী সে যোদ্ধা!

দীলির। তাই যদি হয় তবে দারুকেশ্বর নদীতীরে আমাদের শিবির সন্নিবেশের কি প্রয়োজন মহারাজ!

মানসিংহ। প্রয়োজন, সৈদখাঁর পত্রের উত্তরের অপেক্ষা? আমার প্রতিনিধি সৈদখাঁর নিকট পত্র প্রেরণ করেছে যশোবন্ত, এই বর্দ্ধমানে সসৈন্যে আমার সঙ্গে মিলিত হতে শুধু তারই অপেক্ষায় দারুকেশ্বর নদীতীরে আমাদের শিবির সংস্থাপন!

অনৈক চরের প্রবেশ।

চর। অভিবাদন—অম্বরপতি!

যশোবন্ত। বঙ্গ-বিহারের ভাগ্যবিধাতা!

মানসিংহ। ভাগ্যবিধাতা নয়—শাসনকর্ত্তা! কি সংবাদ চর?

চর। আমার অভিযান ব্যর্থ মহারাজ!

মানসিংহ। ব্যর্থ কেন? সৈদখাঁ কি—রাজধানী তণ্ডানগরে নেই?

চর। আছেন মহারাজ।

মানসিংহ। তবে কি তিনি তোমার বক্তব্য শোনোনি?

চর। তিনি অবগত হয়েছেন, মহারাজ !

মানসিংহ। প্রত্যুত্তরে তিনি কি বললেন ?

চর। তিনি বললেন, তাঁর বাহিনী সজ্জিত করতে আগামী বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত বিলম্ব হতে পারে ! বর্ষা শেষে তিনি আপনার সঙ্গে সসৈন্যে মিলিত হবেন মহারাজ !

মানসিংহ। উত্তম। তুমি যাও, বিশ্রাম করগে !

[চরের প্রস্থান।

মানসিংহ। কি করি দীলির, কি করি যশোবন্ত ! পাঠানদের দুর্বৃত্তির আশু দমন কেমন করে সম্ভব ?

দীলির। যুদ্ধে ! তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন মহারাজ।

যশোবন্ত। দিনে দিনে—গ্রামের পর গ্রাম, পরগণার পর পরগণা——দিল্লীশ্বরের হস্ত স্খলিত হচ্ছে—এখনও পাঠানকে শাসন না করলে উপায় নেই মহারাজ !

মানসিংহ। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ? তারা সংখ্যায় আমাদের অপেক্ষা অধিক ! উপরন্তু তারা দুর্গশ্রেণীর আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে পরাজিত হলেও তারা বিনষ্ট বা স্থানচ্যুত হবে না, সহজেই দুর্গ মধ্যে নিরাপদে থাকবে ! কিন্তু আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, যদি আজ এই মোগল সৈন্য পরাজিত হয় তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য !

দীলির। তবে কি ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জড়ের মত বসে থাকবো ? না—না—মহারাজ ! সম্মুখে আমাদের যা কর্ত্তব্য রয়েছে ! সেই কর্ত্তব্য নিয়েই আমরা অগ্রসর হতে চাই !

যশোবন্ত। শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা মহারাজ ! তারপর প্রবল ঝঞ্ঝা বেগে পাঠান দুর্গ ভূমিস্যাৎ করতে ছুটে যাবো ! আদেশ দিন মহারাজ ! আর দেখুন রাজপুতের হৃদয়ে কত অসীম সাহস, কি অপরিমিত শক্তি !

মানসিংহ। এরূপ অন্যায় শক্তি, সাহসে ভর করে, দিল্লীশ্বরের এত অধিক সেনানাশের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতে উড়িষ্যা জয়ের আশা লোপ করা আমার বিবেচনায় অকর্ত্তব্য! সৈদখাঁর প্রতীক্ষা করাই এ ক্ষেত্রে সমীচিন! তথাপি বৈরী শাসনেরও আশু উপায় প্রয়োজন!

যশোবন্ত। তবে আমার অভিপ্রায়, যেখানে সমস্ত সৈন্যনাশের সম্ভাবনা সেখানে।

মানসিংহ। অল্প সংখ্যক সৈন্য কোনও দক্ষ সেনাপতির সহিত পাঠান দমনে অগ্রসর হোক!

দীলির। যে পাঠানের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সমস্ত সৈন্যনাশের সম্ভাবনা সেখানে অল্প সংখ্যক সৈন্যের অভিযান কি নিশ্চিত মৃত্যু নয় রাজা?

মানসিংহ। না—দীলির খাঁ! এই সৈন্য প্রেরণের অভিপ্রায়,—যতদিন না আমরা সৈদখাঁর উপযুক্ত সাহায্য পাই ততদিন আমাদের এই ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠানকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করবে, সম্মুখ যুদ্ধে নয়।

দীলির। কিন্তু মহারাজ! কে সেই সেনাপতি?

যশোবন্ত। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে নিতে প্রস্তুত—সেই—

দীলির। উত্তম! এই উপলক্ষে দিল্লীশ্বরের সেনাব্যয়ের অল্পতা হোক! কিন্তু মহারাজ! নিশ্চিত কালের গ্রাসে কোন সেনাপতি অগ্রসর হবে?

মানসিংহ। কি! এই রাজপুত আর মোগল সেনার মধ্যে মরণকে ভয় করে না এমন কি কেউ নেই?

দীলির। আছে মহারাজ। মনের মত অল্প সংখ্যক সৈন্য যদি পাই তবে আমিই অগ্রসর হই।

মানসিংহ! কত সৈন্য প্রয়োজন?

দীলির। পঞ্চদশ সহস্র পদাতি বলে আমি কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম হবে মহারাজ!

মানসিংহ। এই শিবির হতে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য অন্যত্র অপসারিত করা অসম্ভব। এমন কি বীর পুরুষ কেউ নেই, যে দশ সহস্র সৈন্য সাহায্যে গ্রহণে প্রস্তুত!

যশোবন্ত। কেন থাকবে না মহারাজ! একবার দেখুন, বৃদ্ধের শক্তির কাছে যুবকের বাহু কত দূর শক্তিহীন—নিস্তেজ!

ধরমসিংহ প্রবেশ করিলেন।

ধরমসিংহ। যুবক কিন্তু তা স্বীকার করবে না। সেনাপতি, রাজপুত, বীর্য্যে যাদের জন্ম, রাজপুত বীরাঙ্গনার স্তন দুগ্ধে যাদের কলেবর পুষ্ট—তারা কখনও হীন, তেজ, দুর্ব্বল হতে পারে না! আদেশ করুন মহারাজ—উদ্ধত পাঠানের ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড দিতে অগ্রসর হই—মাত্র দশ সহস্র সৈন্যের সাহায্যে।

জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। আর পঞ্চ সহস্র সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা আমার। ভিক্ষা দিন পিতা আমায় পঞ্চ সহস্র সৈন্য।

অন্যান্য সকলে। পঞ্চ সহস্র!

জগৎসিংহ। বিস্ময়ের কিছু নেই পিতা! যদি থাকে ঐ পিতৃ চরণের আশীর্ব্বাদ, তবে কতলুখাঁকে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্যের সাহায্যে সুবর্ণ রেখার পরপারে রেখে আসবো!

মানসিংহ। আমি জানি পুত্র—তুমি বীর! তুমি রাজপুতের কুলগৌরব! তুমি রাজপুতের উজ্জ্বল রত্ন! কিন্তু এই অসম্ভব সাহসের পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর জগৎ!

জগৎসিংহ। হোক ভয়ঙ্কর! আমি এই অসি স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করছি ওই সামান্য সৈন্য সাহায্যেই পাঠানের দর্প সমূলে চূর্ণ করবো!

মানসিংহ। পারবে না পুত্র, নিরস্ত হও।

জগৎসিংহ। কিন্তু আমি এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করেছি পিতা—যে বাক্য এই মাত্র এই রসনায় উচ্চারিত হয়েছে—শত বাধা, শত বিপত্তিতেও সে বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না! আদেশ দিন পিতা! রাজপুত কুলধর্ম্ম প্রতিপালনে অগ্রসর হই!

মানসিংহ। পারবে পুত্র তুমিই পারবে! এ যুদ্ধে তোমার জয় লাভ সুনিশ্চিত এ আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যাও পুত্র প্রবল বিক্রমে পাঠানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও—আর যাত্রা কালে নিয়ে যাও—পিতার শুভ মঙ্গল আশীর্ব্বাদ! আর ধরমসিংহ তুমি হও জগৎ এর অনুগামী!

ধরমসিংহ। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য!

জগৎসিংহ। এস বন্ধু! আসি পিতা—বিদায়!

[প্রণাম করিয়া ধরমসিংহ সহ প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। চলে গেল! চলে গেল যশোবন্ত! আমার জগৎ একটা জলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত ছুটে চলে গেল! আমার বক্ষের পঞ্জর, আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার নয়নের মণি—পুত্র জগৎসিংহ চলে গেল—চলে গেল মরণের আকুল আহ্বানে, প্রতিজ্ঞা পালনে! ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমার প্রাণাধিক সন্তানকে তুমি এই ভীষণ বিপদে রক্ষা করো দয়াময়!

যশোবন্ত। তবে আসুন মহারাজ। ওই দারুকেশ্বর নদীতীরে মুক্ত আকাশের তলে, আজ সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করি সেই রাজপুত কুল দেবতা একলিঙ্গ দেবের চরণে, আমাদের যুবরাজের দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে।

[সকলে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয়-অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধরপুর—পাঠান দুর্গ

কতলুখাঁর প্রমোদ কক্ষ

কতলুখাঁ মদ্যপান করিতেছেন, বিলাসিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

বিলাসিনীগণ। গীত।

ফুলে ভরা গুল বাগিচায়
কে তুমি গো ভোমরা বঁধু।
ভোরে আর সন্ধ্যা বেলায়
লুটে নাও ফুলের মধু॥
যত দেব বুকের সুধা
মিটবে না তো রসের ক্ষুধা,
ব্যর্থ করে সকল বাধা,
আর এক ফুলে যাবে যাদু।
তুমি যখন যাবে দূরে,
ফুলের হাসি যাবে মরে,
পাপড়িগুলো পড়বে ঝরে,
শূন্য বুকে কাঁদতে শুধু॥

কতলুখাঁ। তোফা! তোফা!

বিলাসিনীগণ। জাঁহাপনা, আমাদের বখ্‌শিষ?

কতলুখাঁ। বখ্‌শিষ? বেশ, আজ তোমাদের একটা নূতন রকমের বখ্‌শিষ দেব!

বিলাসিনীগণ। কি জাঁহাপনা?

কতলুখাঁ। এই কে আছিস্ ?

অনৈক প্রহরী প্রবেশ করিল।

যা! এদের নিয়ে যা! এদের প্রত্যেকের পিঠে পাঁচ- পাঁচ ঘা কোড়া মারবি।

বিলাসিনীগণ। সে কি জাঁহাপনা! আমরা মরে যাবো যে!

কতলুখাঁ। চোপ্‌রাও—বেসরম। যাও বান্দা, এদের নিয়ে যাও! বেতের ঘায়ে যেন পিঠের চামড়া কেটে দর্‌দর্ ক'রে রক্ত পড়ে—বুঝলে? যাও। কড়ায় গণ্ডায় এদের বখ্‌শিষ মিটিয়ে দাও।

[বিলাসিনীগণ সহ প্রহরী প্রস্থান করিল।

কতলুখাঁ। হা-হা-হা—। কতলুখাঁর কাছে বখ্‌শিষ চাওয়ার স্পর্দ্ধা রাখে ওই রূপপশারিণীর দল! জানে না ওরা যে, কতলুখাঁ স্বেচ্ছায় যাকে যা দেয় সে তাই গ্রহণ করতে বাধ্য, প্রার্থনা শুনতে কতলুখাঁ অভ্যস্ত নয়!

আয়েষা দ্রুত প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। কিন্তু এখন হতে অভ্যস্ত হতে হবে বাবা!

কতলুখাঁ। একি আয়েষা—তুই এখানে ?

আয়েষা। হাঁা বাবা! আমি এখানে! আজ এখনও দিল্লীর মসনদে মোগল সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এখনও হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তার জয়নাদে মেদিনী কম্পিত হচ্ছে, এখনও মোগলের বিজয় নিশান এই বাংলার বুকেও পত পত করে সগর্ব্বে উড়ছে;—আর. তুমি কি—না বিলাসের রঙিন স্রোতে গা ভাসিয়ে মধুর কল্পনার ছবি এঁকে চলেছ!—এ যে আমার অসহ্য বাবা! তাই হারেমের গুপ্ত কক্ষে আমি থাকতে পারলেম না ছুটে এলাম তোমার বিলাস কক্ষে তোমার বিলাস ব্যসনের অন্তরায় হতে।

কতলুখাঁ। এ তোর উন্মাদ কল্পনা—আয়েষা। মোগলের ধ্বংস অনিবার্য্য। আজ হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাস কম্পিত প্রতি- ধ্বনিত করে পাঠানের বিজয় কীর্ত্তি বিঘোষিত হবে—মুছে যাবে মোগলের অস্তিত্ব ভারতবর্ষের বুক হতে চিরদিনের জন্য !

আয়েষা। মোগলের শক্তি অসীম—বাবা !

কতলুখাঁ। আমরাও দুর্ব্বল নই আয়েষা !

আয়েষা। কোথায় শক্তি ! যে জাতির নেতা নিত্যনূতন আনন্দে মত্ত, সে জাতির শক্তি-স্তম্ভ বিদীর্ণ হয়েছে বহুদিন ! নেতা যে পথে চলে, জনগণও যে সেই পথ অনুসরণ করে বাবা। না-না—নেই ! পাঠানের, সে শক্তি শৌর্য্য আর নেই-- ! আজ নেই সেই মহাবীর বখ্তিয়ার, নেই অসীম সাহসী সের-শা ! আছে শুধু তাদের বিরাট কীর্ত্তির একটা তুচ্ছতম সামান্য স্মৃতি !

কতলুখাঁ। কীর্ত্তির স্মৃতি, তুচ্ছতম হয় না আয়েষা ! কীর্ত্তি সে চির দিনই অবিনশ্বর ! সেই কীর্ত্তির পথে আজ কতলুখাঁও চলেছে আয়েষা। কতলুখাঁর যা আছে এই দুনিয়ায় অনেকের তা নেই !

আয়েষা। কি আছে বাবা !

কতলুখাঁ। আছে কতলুখাঁর হৃদয়ের সাহস—অন্তরের আকাঙ্খা—আর তোর উদ্দীপনাময়ী ভাষার ঝঙ্কার—আর সর্ব্বোপরি আছে সেনাপতি ওসমানের বাহুবল !

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। বাহুবল আজ ব্যর্থ হতে চলেছে জাঁহাপনা !

কতলুখাঁ। কা'র—কা'র শক্তি আজ তোমার বাহুবলকে ব্যর্থ করতে অগ্রসর ওসমান ?

ওসমান। প্রবল প্রতাপান্বিত অম্বরপতি মানসিংহ দারুকেশ্বর নদী তীরে সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করেছে জাঁহাপনা!

কতলুখাঁ। তবে এই মুহূর্ত্তে তাকে আক্রমণ কর ওসমান!

ওসমান। কিন্তু সেই মোগল সেনাপতির সম্মুখে কে সশস্ত্রে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হবে জাঁহাপনা? শুনেছি তাদের সঙ্গে অসংখ্য কামান আর অপরিমিত সৈন্য!

আয়েষা। তা হলে উপায়?

ওসমান। একমাত্র মান্দারণ দুর্গাধিপতির সাহায্য, অন্যথায় আমাদের রক্ষার উপায় নেই! ওই দুর্গের আশ্রয়ে থাকলে মোগল সৈন্যের সাধ্যও নেই বাংলায় আমাদের আধিপত্য বিনষ্ট করে!

কতলুখাঁ। আমি সেই জন্য বীরেন্দ্রসিংহকে পত্র প্রেরণ করেছি।

পাঠান দূত প্রবেশ করিল।

পাঠানদূত। সে পত্রের প্রত্যুত্তর এনেছি জাঁহাপনা!

কতলুখাঁ। কি তার উত্তর!

পাঠানদূত। শেষ উত্তর।

কতলুখাঁ। কি? এত দূর? উত্তম। তুমি যাও দূত!

[দূত প্রস্থান করিল।

শুনলে ওসমান—জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে চায় সেই ক্ষুদ্র পতঙ্গ?

ওসমান। পুড়ে মরাই যে পতঙ্গের ধর্ম্ম জাঁহাপনা!

আয়েষা। কিন্তু সে আগুনের উত্তাপে পতঙ্গকে দগ্ধ না করে মত্ত মাতঙ্গকে দগ্ধ করাই কর্ত্তব্য নয়কি ওসমান? বাবা। বাবা। কি হবে একজন সামান্য জমিদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে। তার পূর্ব্বে মোগলের শান্তির ব্যবস্থায় লিপ্ত হওয়া পাঠানদের ন্যায় সঙ্গত আচরণ বলেই মনে হয় বাবা।

কতলু খাঁ। না—না তুই জানিস্ না আয়েষা! সখ্যতা অথবা শত্রুতার বিনিময়ে আজ আমাদের ঐ গড়—মান্দারণ দুর্গ একান্ত প্রয়োজন! খর স্রোতা আমোদর নদীর প্রবল তরঙ্গ অতিক্রম ক'রে শত্রুর সাধ্যও নেই ওই দুর্গে প্রবেশ করে, আয়েষা! ঐ দুর্গের দুই পার্শ্বে প্রবল নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা দুর্গ মূল প্রহত করছে, আর দুর্গের সম্মুখ-ভাগে বিশাল মানব নির্ঘাত গড়! আহা কত সুন্দর! কত মনোহর! ওই দুর্গের আশ্রয়ে যদি আমরা অবস্থান করি—মোগল ত দূরের কথা পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের পরাজিত করতে পারবে না আয়েষা!

আয়েষা। এ ধারণা তোমার ভুল বাবা!

কতলু খাঁ। ভুল?

আয়েষা। হ্যাঁ—বাবা ভুল!

ওসমান। কেন?

আয়েষা। শত্রুর প্রতি যে আক্রমণ তার নাম যুদ্ধ—আর নিরীহের প্রতি যে আক্রমণ তার নাম দস্যুতা! বাবা! বাবা! এ সঙ্কল্প তুমি পরিত্যাগ কর! তা নইলে ভবিষ্যতের ইতিহাস তোমাকে দস্যু বলে অভিহিত করবে।

কতলু খাঁ। করুক—ক্ষতি নেই! তবুও সেই ইতিহাসের আর এক খানা পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হবে মোগল বিজেতার গৌরব কাহিনী।

আয়েষা। আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তুমি ভুলে যেতে বসেছ বাবা পাঠানের পূর্ব্ব গৌরবটুকুও? দেশ মাতৃকার অতুল গৌরব তার সন্তানকে মাতৃক্রোড় হতে বিচ্ছিন্ন করতে, তার মস্তকে শাণিত খড়্গ তুলে ধরেছ তুমি, কিন্তু এই বাংলা যে তারই জন্মভূমি বাবা—তার নিজস্ব সম্পদ!

কতলু খাঁ। তোর উপদেশ শুনতে চাইনা আয়েষা! শত অনুনয়ে, শত উপদেশে সহস্র অনুরোধেও আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবি না!

ওসমান! ওসমান! সৈন্য সাজাও! বিংশতি সহস্র সেনাবাহিনী নিয়ে ছুটে যাও গড় মান্দারণের দূর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করতে!

ওসমান। তাই হবে জাঁহাপনা—আজ রাত্রের মধ্যেই যেমন করে হোক আমি ওই দূর্গ অধিকার করবো—শপথ করছি!

আয়েষা। বাবা! বাবা!

কতলু খাঁ। না—না—ওই দুর্গ আমাদের চাই-ই!

আয়েষা। পিতার নিকট কন্যার একটা ভিক্ষা!

কতলু খাঁ। অবাধ্য কন্যা, কে তোরে শেখালে পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? কে তোকে সাহস দিলে কতলু খাঁর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করতে?

আয়েষা। কেউ নয় বাবা! আমার বিবেক বলছে এ তোমার অন্যায় আচরণ!

কতলু খাঁ! ব্যস—আর নয়! প্রগলভার ও একটা সীমা আছে, আয়েষা! আমি তোকে শাস্তি দেব! তোকে আজীবন কারাগারে বন্দিনী করে রাখবো।

ওসমান। নবাবজাদা নফরের একটা আরজি!

কতলু খাঁ। কি চাও?

ওসমান। আমি চাই জাঁহাপনার সংযম!

কতলু খাঁ। ওসমান!

ওসমান। নবাব! ওসমান নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে।

কতলু খাঁ। স্মরণ রেখ ওসমান, আয়েষা আমারই কন্যা!

ওসমান। বিস্মরণ হইনি—যে ওই রূপ প্রতিমা হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সাহাজাদী! আর ওই সাহাজাদী এই ওসমানেরও—

কতলু খাঁ। বুঝেছি! উত্তম! তুমি যাও বীর তোমার কর্ত্তব্য

সম্পাদনে। আর আমিও চল্লেম হারেমের উদ্যানে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে—কোথায় আমার অন্যায়—কোথায় আমার অসংযম।

[প্রস্থান করিলেন।

আয়েষা। একি করলে ভাই? তুমি কি কতলু খাঁকে চেন না?

ওসমান। চিনি! তাতে ক্ষতি নেই! যা হবার তা হবেই—হয় দু-দিন আগে না হয় দু-দিন পরে!

আয়েষা। তবে গড় মান্দারণ আক্রমণই স্থির, ওসমান?

ওসমান। আপাততঃ।

আয়েষা। তা'হলে বলবার আর আমার কিছুই নেই। শুধু দেখ ভাই যেন অকারণে শোণিত পাত না হয়, যেন পাঠানের জন্যে তুমি কুড়িয়ে এনো না শত শত রমণীর দীর্ঘশ্বাসে ভরা অভিশাপ! কাউকে যেন প্রাণে মের না ভাই!

ওসমান। যুদ্ধে কার মৃত্যু হবে কে জানে আয়েষা। মৃত্যু তো আমারও হতে পারে! সেইজন্য আজ আমার একটা মাত্র প্রার্থনা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি আয়েষা! বল আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবে?

আয়েষা। ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধে প্রার্থনা যাচ্ঞার সম্বন্ধ তো নয়! বল ওসমান কি তোমার অভিলাষ?

ওসমান। এই অভিযানে অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই তোমার মুখ থেকে শুনে যেতে চাই আয়েষা তোমার আর ওসমানের হৃদয় অভিন্ন—আত্মা এক! বল আয়েষা—বল! যদি এ যুদ্ধে এ দেহের স্পন্দন থেমে যায় তবে শেষ মুহূর্ত্তে ঐ আনন্দ স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যু আলিঙ্গন করবো!

আয়েষা। ওসমান! আমি বলছি তোমার হৃদয়ের যে টুকু মহৎ—যে টুকু সার বস্তু—সেই টুকুই আমার আকাঙ্ক্ষিত!

ওসমান। আজ আমি সত্যই সুখী আয়েষা! আমার বুকে একমাত্র সার বস্তু ভালবাসা! আজ সেই ভালবাসা তোমার আকাঙ্খিত! এর চেয়ে সুখ, এর চেয়ে আনন্দ, এর চেয়ে তৃপ্তি আর কিছুতে নেই! হ্যাঁ আর একটা কথা আয়েষা, এক হিন্দু বালক আজ আমার আশ্রিত! এখন সে আমার কক্ষে নিদ্রিত রয়েছে! তার ভার আমি তোমাকেই দিয়ে গেলুম!

[প্রস্থান করিলেন।

আয়েষা। সে ভার আমিও মাথায় তুলে নিলুম। কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝে গেলে ওসমান! তোমার হৃদয়ের যে সারবস্তু আয়েষার বরনীয় —সে সার বস্তু তোমার হৃদয়ের দয়া দাক্ষিণ্যের মহৎ গুণাবলী! তাই বলছি তোমার গুণের আদর্শই আমার বরণীয়—কিন্তু তুমি নও!

[প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শৈলেশ্বর মন্দির সন্নিহিত প্রান্তর

কথা বলিতে বলিতে বিমলা ও গজপতি প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। তুমি যে চলতে পারছ না রসিক রতন।

গজপতি। যে প্রকাণ্ড রকম চিন্তা রাক্ষসীর হাতে পড়েছি তা'তে চলা একেবারে ভয়ানক কষ্টকর!

বিমলা। কেন? চিন্তা কিসের জন্যে?

গজপতি। তৈজস পত্রের আবার কিসের? যা প্রকাণ্ড রকম চোরের ভয় এই বাংলা মুলুকে তাতে কোন বেটা চোর হয়তো এতক্ষণে সব নিয়ে লম্বা দিয়েছে।

বিমলা। তবু ভাল, যে তুমি চোরেরই ভয় কর—ভুতের ভয়টয় কর না!

গজপতি। রাম! রাম! রাম! ওরে বাবা, ওদের আবার ভয় করি না, ভয়ে আমার প্রকাণ্ড রকম পিলেটা চমকেচমকে উঠছে চন্দ্রাবলী।

বিমলা। তবে কি হবে দিগগজ! আমি যে তোমার ভরসায় এসেছিলুম—

গজপতি। কেন—এখানে—

বিমলা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এইখানে, এই পথে, ভুতের বড় দৌরাত্মি! ওমা! কি হবে গো ও-ও [কপট ক্রন্দন]

গজপতি। [সভয়ে বিমলার অঞ্চল ধাবণ] ওরে বাবা রে—তাই নাকি! জয় রাম! জয় রাম!

বিমলা। আঃ-ঠাকুর! আঁচল ছাড়ো না! ভুত তো আর এখনই আসেনি!

গজপতি। আসেনি! আঃ! প্রকাণ্ড রকম বেঁচে গেলুম কি বল?

(অঞ্চল ছাড়িয়া দিল)

বিমলা। আচ্ছা ঠাকুর—তুমি গান গাইতে জান?

গজপতি। এ্যাঁ-হেঃ-হেঃ-তা আর জানি না—প্রকাণ্ড রকম জানি!

বিমলা। তবে একটা গান গাও না ঠাকুর! শুনেছি গান গাইলে নাকি ভুতের ভয় থাকে না!

গজপতি। তবে এই যে-গাই!

(গলা পরিষ্কার করিয়া বিকৃত স্বরে গান ধরিল)

গজপতি। গীত।

এ হুম্ উ হুম্, সই কিক্ষণে দেখিলাম
শ্যামে কদম্বেরি ডালে!

সেই দিন পুড়িল কপাল মোর
কালি দিলাম কুলে।
মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী,
কথা কয় হাসি হাসি,
বলে ও গয়লা মাসি
কলসী দেবো ফেলে।

গজপতি। হে--হে-হে। শুনেছ'তো? এই বার তুমি একখানা গাও তো চন্দ্রা!

বিমলা। সে কি গো—মাঠের মাঝে, মেয়ে মানুষ হয়ে, গান গাইবো কি? লোক জন ছুটে আসবে যে!

গজপতি। তা—এলোই বা!

বিমলা। কিন্তু তার ফল কি হবে জান?

গজপতি। না— !

বিমলা। ফলে তোমাকে শূলে যেতে হবে।

গজপতি। এঁ্যা একেবারে প্রকাণ্ড রকম শূলে যেতে হবে? তবে গান গেয়ে কাজ নেই চন্দ্রা!

(সহসা বিমলাকে জড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল "ওরে বাবারে" ইত্যাদি)

বিমলা। আঃ—ছাড়, ছাড়-কি হ'লো?

গজপতি। ওই—ওই—বাবা রে—বাবা রে—বাবারে [কম্পন]

বিমলা। কি হ'লো? আবার ভুত নাকি!

গজপতি। ওই দেখ দাই—ওই সাদা মত—

বিমলা। [একখানি পাগড়ী কুড়াইয়া লইলেন] তোমার মাথা! এই দেখ একটা পাগড়ী কোন যোদ্ধার টোদ্ধার হবে! আর কোন চিহ্ন দেখ ছ না?

গজপতি। একে রাত—তায় যে প্রকাণ্ড রকম অন্ধকার তাতে কিছু দেখবার কি আর যো আছে চন্দ্রা ?

বিমলা। কেন ? নক্ষত্রের আলোকে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন।

গজপতি। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ! কি রকম ঘোড়া চন্দ্রা ? প্রকাণ্ড রকম পক্ষীরাজ নয় তো ?

বিমলা। তোমার-মাথা ! আরও দেখ, ওই দূরে একটা ঘোড়ার মত কি পড়ে রয়েছে—দেখতে পাচ্ছ ?

গজপতি। হ্যাঁ—তাই বলেই তো মনে হচ্ছে !

বিমলা। এখানে পাগড়ী, ওখানে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন, সেখানে মৃত ঘোড়া—এসব কেন বুঝেছো ঠাকুর ?

গজপতি। ভৌতিক কাণ্ড ! চন্দ্রাবলী, প্রকাণ্ড রকম ভৌতিক কাণ্ড !

বিমলা। তুমি একটী অকাল কুষ্মাণ্ড। এও বুঝলে না ঠাকুর, অনেক সৈন্য এই মাত্র এই পথেই গিয়েছে যে !

গজপতি। তবে তারা একটু এগিয়ে যাক চন্দ্রা-আমরাও এক গজেন্দ্র গমনে আরম্ভ করি।

বিমলা। ঠাকুর বুদ্ধির ঢেঁকি ! তারা এগিয়ে যাবে কি ? তারা তো পিছন দিকেই গিয়েছে !

গজপতি। পেছন দিকটা, কোন দিক দাই ?

বিমলা। দিক্ ভুল হয়ে যাচ্ছে' ঠাকুর ? পেছনে যে গড়-মান্দারণ !

গজপতি। আর সামনে ?

বিমলা। শৈলেশ্বরের মন্দির !

গজপতি। ওরে বাবা ! তাহ'লে মন্দিরের কাছে সেই প্রকাণ্ড রকম বট গাছটা কত দূরে চন্দ্রাবলী ? যেখানে তোমরা 'ইয়ে' দেখে ছিলে, মনে নেই ?

বিমলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। তবে কি হবে ঠাকুর ?

গজপতি। দোহাই বিমলা—তোমার পায়ে ধরি—ঘরে ফিরে চল !

বিমলা। তাই তো! ওমা! ওটা আবার কি, ঐ বটগাছের নীচে !

গজপতি। [চক্ষু মুদ্রিত করতঃ কম্পন] ওরে বাবা! রাম! রাম!

বিমলা। বলি ও ঠাকুর-ওটা যে এই দিকেই আসছে গো!

গজপতি। ও বাবা! তাই নাকি! জয় রাম! যা থাকে কুল কপালে একবার প্রকাণ্ড রকম দৌড় দিই!

[দ্রুত প্রস্থান করিল।

বিমলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মূর্খ ব্রাহ্মণ, তোমাকে প্রলোভন না দেখালে একাকী শৈলেশ্বর-মন্দিরে আসা আমার হতো না! রাজপুত্র, তাঁর অঙ্গীকার মত এখন যদি আসেন তবেই মঙ্গল,—নতুবা এই নির্জ্জন পথে একাকিনী প্রত্যাবর্ত্তন করা আমার পক্ষে অসম্ভব!

জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। একাকিনী প্রত্যাবর্ত্তনের আশঙ্কা তোমার নেই নারী !

বিমলা। কে! কে! কুমার এসেছেন ?

জগৎসিংহ। স-শরীরে! আপনাদের মঙ্গল তো ?

বিমলা। মঙ্গল যাতে হয় তারই জন্য শৈলেশ্বর পূজায় এসেছি কুমার! কিন্তু এখন দেখছি শৈলেশ্বর বহু পূর্ব্বেই আপনার পূজায় তৃপ্তি লাভ করেছেন! এখন অনুমতি করুন প্রতিগমন করি!

জগৎসিংহ। একাকিনী নির্জ্জন পথে নারীর যাওয়া অনুচিত!

বিমলা। কেন?

জগৎসিংহ। পথে বহু প্রকার বাধা বিঘ্নের ভয় আছে সুন্দরী।

বিমলা। তা'হ'লে আমার মহারাজ মানসিংহের নিকট যাওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য!

জগৎসিংহ। কেন ?

বিমলা। তাঁর কাছে অভিযোগ করতে যে, তাঁর নিযুক্ত নবীন সেনাপতি হ'তে রমণীর পথের ভয় দূর হয় না ! তিনি শত্রু নিপাতে অক্ষম !

জগৎসিংহ। সেই নবীন সেনাপতির উত্তর কি শুনবেন ? উত্তর—শত্রু নিপাতে স্বয়ং দেবতাও অক্ষম ! তার উদাহরণ স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তপোবনে যে মদনকে ভস্ম করেছিলেন, আজ সেই মন্মথ, মাত্র এক পক্ষ পূর্ব্বে আবার তাঁরই মন্দিরে শর নিক্ষেপ করেছে।

বিমলা। কার প্রতি মন্মথ-শর নিক্ষিপ্ত করেছে কুমার ?

জগৎসিংহ। সেনাপতি জগৎসিংহের প্রতি !

বিমলা। সে কথা মহারাজ মানসিংহ বিশ্বাস করবেন কি ?

জগৎসিংহ। সাক্ষী প্রমাণে বিশ্বাস করবেন।

বিমলা। কে সেই সাক্ষী ?

জগৎসিংহ। সে সাক্ষী—সু-চরিত্রে তুমি !

বিমলা। দাসী অতি কু-চরিত্রা কুমার ! বিমলা এ সাক্ষী দেবেনা।

জগৎসিংহ। যথার্থ। যে নারী আত্ম প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়, সে কি সত্য সাক্ষ্য দেয় ?

বিমলা। কিসের প্রতিশ্রুতি কুমার ?

জগৎসিংহ। তোমার সখীর পরিচয় দান !

বিমলা। সে পরিচয়ে আপনি সুখী হবেন না কুমার !

জগৎসিংহ। না—না—বিমলা তোমার সখীর পরিচয় আমি জানতে চাই—তা যতই অসুখের কারণ হোক।

বিমলা। আপনি বীর, রাজনীতিতে বিচক্ষণ। এই যুদ্ধের সময় রমণী-প্রেমে আত্মহারা হওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য ? যুবরাজ, আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হতে যত্ন করুন,—যুদ্ধে অবশ্য কৃতকার্য্য হবেন !

জগৎসিংহ। বিস্মৃত হব! যে রূপ প্রতিমার একটি মাত্র কটাক্ষের শরাঘাতে, আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত, যার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মন ভোলা মূর্ত্তি আমার অন্তরের অন্তস্তলে অঙ্কিত, তার অস্তিত্ব বিস্মৃত হব, বিমলা!

বিমলা। প্রথম দর্শনে প্রেমিকার মূর্ত্তি অন্তরে চিরাঙ্কিত হয় না কুমার!

জগৎসিংহ। পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, পাষাণের ক্ষয় না হ'লে সে মূর্ত্তি মুছে যায় না বিমলা! লোকে বলে, জগৎসিংহের হৃদয় পাষাণ! সেই পাষাণে আজ দাগ অঙ্কিত করেছে যে রূপ প্রতিমা—বল বিমলা তার কি পরিচয়।

বিমলা। সে সুন্দরী—তিলোত্তমা।

জগৎসিংহ। তিলোত্তমা! আজ স্বর্গের দেবী মর্ত্তে নেমে এসেছে, এই দীন ভিখারীর পূজার্ঘ গ্রহণ করতে? বল বিমলা—কোথায় সেই স্বর্গেশ্বরী, বিধাতা যাকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন?

বিমলা। তার সঙ্গে সাক্ষাতের যদি প্রয়োজন হয়, কুমার তবে যান গড়-মান্দারণের-দুর্গে!

জগৎসিংহ। গড়-মান্দারণের দুর্গে! তবে কি তোমার সখী!

বিমলা! বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা।

জগৎসিংহ। ওঃ! একি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! আমার মানস প্রতিমা—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা? তবে তুমি সত্যই বলেছ বিমলা, তিলোত্তমা আমার হবে না! আমি চল্লুম্ আমার সমস্ত আকাঙ্খা, সমস্ত সুখাভিলাষ রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিতে—আমায় বিদায় দাও বিমলা!

বিমলা। নিরাশ হবেন না কুমার! আজ বিধি বৈরী-কাল আবার তিনি সদয় হবেন! মেঘ-ঝড় কিছুই চিরস্থায়ী নয় কুমার!

জগৎসিংহ। আশা, মধুর-ভাষিনী বিমলা! কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে পারছি না। কে বলে দেবে—কি আমার কর্ত্তব্য-কি আমার পথ—

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষক প্রবেশ করিলেন।

মন্দির রক্ষক।　　গীত।

ওই তো রয়েছে পথ
　　কুসুম ছড়ানো!
মায়ার বাঁধনে ঘেরা
　　স্বপন জড়ানো!
(ও পথে) সাগরে তটিনী ধায়
চাঁদেরে চকোরী চায়
বিহগ রাগিনী গায়
　　শ্রবণ জুড়ানো!
ও পথে চাঁদিনী রাতে,
বহিছে মলয় স্রোতে,
বসন্ত কুসুম হতে
　　সু-বাস-কুড়ানো!

[গাহিতে গাহিতে মন্দির রক্ষকের প্রস্থান।

জগৎসিংহ। আমার পথের সন্ধান দিয়ে গেল ও কে বিমলা? ও কে আমি দেখেছি সেই দিন—শৈলেশ্বর মন্দিরে; ব্যস্ততায় ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

বিমলা। উনি, শৈলেশ্বর মন্দির-রক্ষক একজন শিবসাধক। কিন্তু কুমার তুমি বৃথা চিন্তিত হচ্ছ! পথের সন্ধান নিজের মন যেমন দেবে, অন্যে তো তা পারবে না। তোমার মন যা চায়—তাই কর কুমার!

জগৎসিংহ। তবে আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে—একটী বার মাত্র আমি তার দর্শন ভিক্ষুক, দ্বিতীয় বার আর এ ভিক্ষা করবো না।

বিমলা। তবে আসুন—

(উভয়ে যাইতে যাইতে জগৎসিংহ থমকিয়া দাঁড়াইলেন)

জগৎসিংহ। বিমলা! বিমলা! কার যেন সতর্ক পদধ্বনি শুনলেম্ না? কোন প্রচ্ছন্ন শত্রু নয়তো! বিমলা—আমার আশঙ্কা যে কোন ব্যক্তি অন্তরাল হতে আমাদের আলোচনা শুনেছে। আমি দেখতে চাই কে ওই অন্তরাল বর্ত্তি অনুসরণকারী—

[দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

বিমলা। যুবরাজ! যুবরাজ কোথায় যান! ওকি! ওকি! ওই অদূরবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করেই, আবার অবতরণ করলেন কেন? যুবরাজ!

জগৎসিংহ পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। বিমলা! ওই অদূরবর্ত্তী আম্রকাননে আমি দেখলুম দুইজন উষ্ণিষধারি বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করলো। এ সময় যদি দু'টো বর্শা সঙ্গে থাকতো।

বিমলা। কি করতেন?

জগৎসিংহ। ওদের পরিচয় জানতে পারতুম!

বিমলা। তার জন্য চিন্তা নেই! আসুন দুর্গ হতে বর্শা এখনি দিচ্ছি।

জগৎসিংহ। উত্তম! আমি ওই আম্র কাননেই অপেক্ষা করবো, তুমি দুর্গে প্রবেশ করে বর্শা আনবে।

বিমলা। তবে শীঘ্র আসুন।

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

— ——

তৃতীয় দৃশ্য

গড়-মন্দারণ। তিলোত্তমার কক্ষ

তিলত্তমা বসিয়া আছেন
সঙ্গীগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

সঙ্গীনীগণ। গীত।

সখী—ফালগুনে মধুবনে, গুন্ গুন্ গানে,
অলি সে ফোটায় ফুল-কলিকা
সাগরেরি পানে কুলু কুলু তানে,
তটিনী সে ধায় অভিসারিকা॥
ফাগুনেরি সমীরণে মুকুলিত যৌবনে,
ফুলে ফলে ভরিয়াছে তনু-বিথীকা।
এমন মধুর-ক্ষণে, এস বঁধু রস-পানে,
মিলাইতে আঁখি-সনে আঁখি-তারকা॥

তিলোত্তমা। এখন তোরা সব যা ভাই—গান আমার আর ভাল লাগছে না। [সখীগণ প্রস্থান করিল] আহা? কি দেখলুম! কি অপূর্ব্ব বীরমূর্ত্তি দেখলুম নিজের মধ্যে নিজেই হারিয়ে গেলুম্! আহা! কি সুন্দর মধুর সেই নাম! আজ এক পক্ষ পূর্ণ, আজ আবার সে আসবে! যখন, সে শুনবে বিমলার কাছে আমার পরিচয়, তখন না জানি কি ভাবের তুফান তার বুকে তুফান তুলবে! হয় তো, কুমার তিলোত্তমাকে মন হতে আবর্জ্জনার মত দূরে নিক্ষেপ করবেন! যদি তাঁর সঙ্গে এই হত ভাগিনীর মিলন হয়—তা হ'লে সমস্ত জীবন ভরে আমায় শুধু কাঁদতেই হবে। তাঁর

আর আমার মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ব্যবধান। তিনি গগনের পূর্ণ চন্দ্র আর আমি পৃথিবীর সাগরবারি !

[নেপথ্যে বীরেন্দ্রসিংহ—তিলোত্তমা মা আমার]

তিলোত্তমা। ওই বাবা ডাকছেন ! যাই বাবা

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ ও বিমলা কথা কহিতে
কহিতে প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। না—না—এ অত্যন্ত অন্যায় বিমলা !

বিমলা। আমি বলছি এতে অন্যায় নেই কুমার।

জগৎসিংহ। অম্বরপতির পুত্রের কি কর্ত্তব্য, দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতে চোরের মত গুপ্ত পথে দুর্গে প্রবেশ করা।

বিমলা। আপনি আমার আহ্বানে এসেছেন যুবরাজ।

জগৎসিংহ। জানি। কিন্তু আমাকে আহ্বান কর্তে কি প্রকাশ্য পথ উন্মুক্ত ছিল না ?

বিমলা। এত রাত্রে প্রকাশ্য দুর্গদ্বার যে রুদ্ধ, কুমার ! তার ওপর আমি যে চোর—

জগৎসিংহ। কিন্তু আমাকে আহ্বান করতে গুপ্তপথের আশ্রয় কেন গ্রহণ কর্‌লে বিমলা ?

বিমলা। যেখানে চোর সেখানেই তো সিঁধ যুবরাজ !

জগৎসিংহ। তুমি দুর্গপতির বিনাঅনুমতিতে রাত্রে দুর্গ পরিত্যাগের অপরাধে অপরাধিনী হয়েও আরও গুরুতর অপরাধ করেছ, তাঁর আদেশ ব্যতিত আমাকে দুর্গ মধ্যে নিয়ে এসে—বিমলা !

বিমলা। আমার সে অধিকার আছে যুবরাজ।

জগৎসিংহ। কি সে অধিকার ?

বিমলা। বলবো—কিন্তু তার পূর্ব্বে আপনি বলুন—আমার প্রদত্ত বল্লমে আপনি কোন অভিষ্ট সিদ্ধ করলেন ?

জগৎসিংহ। আমি বৃক্ষে আরোহণ করে সুতীক্ষ্ণ বর্শা নিক্ষেপে সেই উষ্ণিষ ধারির এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি! অপর ব্যক্তি পলায়িত!

বিমলা। নিহত ব্যক্তি কে যুবরাজ ?

জগৎসিংহ। সে একজন সশস্ত্র পাঠান।

বিমলা। কি তার উদ্দেশ্য ?

জগৎসিংহ। কেমন করে জানবো, তার উদ্দেশ্য যে মহৎ নয়, তার প্রমান এই পত্র! তারই বস্ত্র অনুসন্ধানে আমি এই পেয়েছি। এই দেখ—

(পত্র দান করিলেন)

বিমলা [উচ্চৈস্বরে পত্র পাঠ] "কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তীগণ, এই লিপি দৃষ্টিমাত্র লিপি বাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করবে"! ইতি কতলু খাঁ! কতলু খাঁর স্বাক্ষরিত পত্র, তবে আমারই জন্য আজ একটা হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হলো কুমার!

জগৎসিংহ। কেন ?

বিমলা। আমি যদি বর্শা এনে না দিতাম তবে এমন একটা হত্যার অনুষ্ঠান হয়তো হতো না কুমার!

জগৎসিংহ। শত্রুবধে তো ক্ষোভ নেই বিমলা—আছে ধর্ম্ম, বীরত্ব কর্ত্তব্য—

বিমলা। যে বীর, যে যোদ্ধা, যে পুরুষ এ তা'রই বিবেচনা যুবরাজ! স্ত্রী জাতির নয়!

জগৎসিংহ। স্ত্রী জাতিই যে বীরের জননী,—বীরসঙ্গিনী, কিন্তু সে কথা যাক। এইবার বল বিমলা, অমার্জ্জনীয় অপরাধ জেনেও কোন অধিকারে তুমি আমায় দুর্গ মধ্যে নিয়ে এসেছ ?

বিমলা। একান্তই শুনবেন!

জগৎসিংহ। যদি বাধা থাকে শুনতে চাই না কিন্তু আমিও এখানে এ ভাবে থাক্‌তে পারবো না বিমলা।

বিমলা। তবে শুনুন যুবরাজ [কর্ণে কি যেন বলিলেন] শুনলেন তো আমার অধিকাব কতদুব ?

জগৎসিংহ। আশ্চর্য্য এও কি সম্ভব?

বিমলা। কিন্তু আমার অনুরোধ, এ কথা অন্যের সমক্ষে প্রকাশ কর্‌বেন না যুবরাজ! এইবার একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসি দুর্গ মধ্যে কেহ জাগরিত আছে কি না, এইবার তিলোত্তমা লাভ বুঝি আপনার সম্ভব হবে যুবরাজ।

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। তিলোত্তমা লাভ বুঝি হইবে সম্ভব ?

লো আশা—মধুরভাষিনী,—
বার বার মর্ম্মে মোর
তুলিছ ঝঙ্কার্‌,—
তিলোত্তমা লাভ মোর
নহে অসম্ভব!
ধন্য ধন্য তুই ওরে কুহকিনী আশা!
শুনাইয়ে মনোলোভা কুহক রাগিণী
বাজাইয়ে আকর্ষণ মায়ার বাঁশরী
লয়ে যায়, শুধু মোরে ওলো আশালতা
স্বপনে রচিত এক রম্য উপবনে!
হোক সে স্বপন কিংবা ক্ষণিক কল্পনা।
তবু আছে তায়

শান্তিময়ী স্নেহ নির্ঝরিণী,
পরিপূর্ণ আনন্দের মলয় হিল্লোল !
যদি নাহি ঘটে ভবিষ্যতে
তিলোত্তমা লাভ—,
বিধিলিপি যদি হয় অন্তরায় তায়,
লো আশা হৃদয়তোষিণী
বর্ত্তমানে তুই থাক অন্তরে জাগিয়া,
থাক ভবিষ্যত—ভবিষ্যের চির অন্ধকারে ।
বর্ত্তমানের পঞ্চমেতে তুলি এক তান
ওলো আশালতা বল বল বার বার—
তিলোত্তমা,—আমার—আমার ।

বিমলা ও তিলোত্তমা প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। বুঝে নিন এইবার ।
লজ্জাবতী লতা, তোল মুখ একবার
হের কেবা রয়িয়াছে সম্মুখে তোমার ।
যার তরে দিবা-নিশি
কাঁদলো বসিয়া,
বহে যার তরে
সজল কাজল চোখে
শ্রাবণের ধারা,
লো তিলোত্তমে —
লহ সেই প্রেমিক সুজনে
প্রেম অর্ঘে করিয়া বরণ !

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। তিলোত্তমে

কথা কও—তোল গো নয়ন,
চাহ পুনঃ একবার সপ্রেম নয়নে।
আমি যে ভিখারী তব
প্রেমের দুয়ারে।
শুধু আর এক বার সখি তুলিয়া নয়ন
পূর্ণ কর ভিখারীর প্রাণের কামনা।
একবার শুনাইয়ে মধুর বচন
প্রাণময়ী, ভিখারীর জুড়াও শ্রবণ।
তব পাশে অসি স্পর্শে করি অঙ্গীকার
মনস্কাম মোর যবে হইবে সফল
চলে যাবো, চলে যাবো আপন গন্তব্যে।

তিলোত্তমা। যুবরাজ।

জগৎসিংহ। মধুর! মধুর স্বরে জুড়ায়ে শ্রবণ
কোকিলের কণ্ঠস্বর উঠিল গাহিয়া,
তটিনী তুলিয়া তার সুমধুর তান—
ছুটে চলে যেন কোন সাগর উদ্দেশ্যে।
ওই মধু মাখা স্বরে—
বেজে ওঠে যেন,
শত শত রূপসীর নুপুর নিক্কন!
আঃ! শান্ত প্রাণ,
অবসান—অতৃপ্ত আকাঙ্খা!

তিলোত্তমা অন্তরের সাধ যদি
অঙ্কুরে বিনাশে,-

অবসান এত শীঘ্র হয় যদি আশা-
তবে, ভালবাসা—
কতদিন রবে বর্ত্তমান ?

জগৎসিংহ। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে গগনে—
রবে যতদিন এই সৃষ্টির অস্তিত্ব,
বায়ু-বারী প্রকৃতির কোলে যতদিন—
ততদিন—
প্রেম মোর রবে বর্ত্তমান।

তিলোত্তমা। তবে এস যুবরাজ,
লহ তব দাসীর প্রণাম। [প্রণাম করিলেন]

জগৎসিংহ। এইবার আমায় যাবার অনুমতি দাও তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা। এখনি যাবেন ? বিমলার অগোচরে আপনার যাওয়া কর্ত্তব্য নয় যুবরাজ। যতক্ষণ সে না আসে, আপনি আসুন যুবরাজ ততক্ষণ ওই প্রাসাদ অলিন্দে অপেক্ষা করবেন।

জগৎসিংহ। তবে চল।

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

———

চতুর্থ দৃশ্য

বীরেন্দ্র সিংহের কক্ষ।

একাকী বীরেন্দ্রসিংহ

বীরেন্দ্রসিংহ! চিন্তা। চিন্তা। চিন্তা।
দিবানিশি দুশ্চিন্তা রাক্ষসী
অবসর নাহি দেয় বিশ্রাম শয়নে।
জীবগণে নিদ্রা সুখে আছে নিমগণ।
সুপ্তি ঘোরে সমাচ্ছন্ন অনন্ত প্রকৃতি
নিস্কৃতি না দিল মোরে
দুশ্চিন্তা পিশাচী—
কেন? কিবা হেতু এ হেন দুশ্চিন্তা?
যদি তাই হয়—কিবা ক্ষতি তায়?
বিংশতি সহস্র সৈন্য করি তৃণ জ্ঞান
যদি রয় মতি, গরিয়সী জন্মভূমি পদে।
ওকি। কার ঐ পদধ্বনি। কেবা ওই ছায়া মূর্ত্তি?
কি উদ্দেশ্যে ফিরে প্রাসাদ অলিন্দে?—

সুসজ্জিতা বিমলা প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। উদ্দেশ্য—অতীব মহৎ

বীরেন্দ্রসিংহ। একি। বিমলা—এত রাত্রে তুমি এ ভাবে এ বেশে কোথায় চলেছো?

বিমলা। অভিসারে।

বীরেন্দ্রসিংহ। কার সঙ্গে—যমের সঙ্গে নয় তো ?

বিমলা। কেন ? মানুষের সঙ্গে কি হ'তে নেই ?

বীরেন্দ্রসিংহ। তেমন মানুষ আজও জন্মায়নি বিমলা।

বিমলা। শুধু একজন ছাড়া—

বীরেন্দ্রসিংহ। সে জন্মালেও জাগেনি বিমলা।

বিমলা। সোনার-কাটির পরশ না পেলে সে তো জাগবে না।

বীরেন্দ্রসিংহ। তবে এস বিমলা, তুমি আজ তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও, আজ সমস্ত অন্ধকার রহস্যের যবনিকা দূরে সরে যাক।—এস এস বিমলা।

[বিমলার হাত ধরিলেন।

বিমলা। ওকি। কি কর মহারাজ—হাত ছাড়।

বীরেন্দ্রসিংহ। না বিমলা—আর এ লুকোচুরি সহ্য হয় না।

বিমলা। বেশ তো প্রকাশ্যে অভিনয় করো। কিন্তু এই নিঝুম রাতে আমায় স্পর্শ ক'র না মহারাজ।

বীরেন্দ্রসিংহ। কেন ?

বিমলা। যদি কেউ দেখে, যে দুর্গ-অধিপতি একটা সামান্যা নগন্যা দাসীর পানি-পীড়ন করছে, তা'হলে তোমার পবিত্র চরিত্রে যে কলঙ্ক রটবে মহারাজ।

বীরেন্দ্রসিংহ। সে কলঙ্কের অবসান আমি করবো তাদের কাছে প্রকৃত প্রমানের অবতারণা করে। তারা বহুদিন পরে আজ প্রকৃত সত্য জানুক যে, বিমলা দাসী নয়, সে প্রণয়ের প্রতিমা। বিমলা! আমি কোন কথা শুনবো না। আমার বহুদিনের অর্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো

বিমলা। দাসীর প্রতি ভালবাসাও একটা পাপ—রাজা! তা'তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না, হবে পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি। যাও মহারাজ। রাত্রি অধিক। যাও তুমি তোমার বিশ্রাম কক্ষে।

বীরেন্দ্রসিংহ। তবে, তুমিও এস বিমলা। আজ উভয়ে একত্রে বিশ্রাম করবো।

বিমলা। ছিঃ!—এত দুর্ব্বল চিত্ত তুমি। আজ আসন্ন যুদ্ধের দিনে কেন জাগে মহারাজ লালসার হুতাশন জ্বালা। 'নারী--প্রেমে আত্মহারা হওয়ার সময় আজও বাঙ্গালীর আসেনি রাজা,—এসেছে নারী শক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাদের মেতে ওঠার দিন।

বীরেন্দ্রসিংহ। ভুল বুঝনা বিমলা। সেই সঞ্জিবনী মন্ত্র গ্রহণ করতে আমিও চাই' প্রেমে—ভক্তিতে—বুদ্ধি আর শক্তিতে সর্ব্বজনবিদিতা আমার প্রিয়তমা তোমাকে। প্রিয়তমে! এ আমার ক্ষণিকের মোহ-স্বপ্ন নয়—এ আমার গভীর, অনন্ত, অসীম প্রেম

প্রস্থান করিলেন।

বিমলা। ভুল। বিমলার ভুলতো নয়—ভুল তোমার, তুমি আজও বিমলাকে চিন্‌লে না নিষ্ঠুর।

ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত অসি হস্তে ওসমান প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ হইতে বিমলার স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন।

বিমলা। কে! কে তুমি?

ওসমান। চীৎকার করো না। সুন্দরীর মুখে চীৎকার ভাল শোনায় না।

বিমলা। কেন?

ওসমান। তা'হলে তোমার সমূহ বিপদ।

বিমলা। বিপদের ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু বোধ হয় জান না যে চোরেরা শূলে যায়?

ওসমান। আমি তো চোর নই সুন্দরী।

বিমলা। তবে কেমন করে দুর্গে প্রবেশ করলে?

ওসমান। তোমারই অনুকম্পায়। তুমি যখন দুর্গ হতে বর্শা হাতে নিষ্ক্রান্ত হলে দেখলুম, তখন তোমারই উন্মুক্ত পথে প্রবেশ করেছি।

বিমলা। কিন্তু তুমি কে? কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?

ওসমান। এই দীন, পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ। উদ্দেশ্য, দুর্গাধিপতির নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

বিমলা। কিন্তু পাঠানের বিংশতী সহস্র সৈন্য কোথায়?

ওসমান। এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না নারী।

বিমলা। নারী হতেও আপনার আশঙ্কা

ওসমান। নারীর কটাক্ষ ব্যতীত আর কিছুতেই পাঠান শঙ্কিত হয় না রমণী। আমার সে আকাঙ্খাও নেই। আমি শুধু এসেছি তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে সুন্দরী!

বিমলা। কি চাও তুমি?

ওসমান। মূল্যবান বিশেষ কিছু নয়, যার সাহায্যে এই মাত্র দুর্গ প্রবেশের গুপ্ত পথ রুদ্ধ করে এলে, সেই অপূর্ব্ব চাবিকাঠিটী আমার প্রয়োজন।

বিমলা। সে চাবি আমার কাছে নেই পাঠান।

ওসমান। আছে সুন্দরী, তোমার ঐ প্রাণ উন্মাদকারী, রঙিন অঞ্চলাশ্রয়ে দোদুল্যমান হচ্ছে। ওই চাবি কাঠিটী দান করে আমায় ধন্য কর সুন্দরী।

বিমলা। [চাবি সহ ওড়নাটি হস্তে লইলেন] আর যদি না দিই?

ওসমান। তাহলে রমণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হব। স্বইচ্ছায় না দিলে তোমার অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ-লাভ করবো।

বিমলা। প্রাণ থাকতে, এ তুমি পাবে না।

(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

ওসমান। কোথায় যাচ্ছ রমণী ? দাও—চাবি দাও।

বিমলা। তবে নাও আমোদরের গর্ভ হতে।

হস্তস্থিত চাবিসহ ওড়ানখানি ছুড়িয়া দিলেন ও ওসমান তাহা ধরিয়া ফেলিলেন।

ওসমান। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমোদর নদীর গর্ভ এরূপ গভীর নয় যে পাঠানের আকাঙ্খা গ্রাস করে সুন্দরী। চমৎকার কৌশল অবলম্বন করেছিলে কিন্তু প্রারম্ভেই ব্যর্থ হলো।

[চাবিটি খুলিয়া লইলেন ও ওড়ানার দ্বারা ক্ষিপ্র গতিতে বিমলাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

বিমলা। একি।

ওসমান। প্রেমের ফাঁস।

বিমলা। এ দুষ্কর্ম্মের ফল এখুনি পাবে পাঠান।

ওসমান। ওসমান তার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নয়।

বংশী ধ্বনি করিলেন ও রহিম খাঁ প্রবেশ করিলেন।

রহিম। কি হুকুম হুজুরালী।

ওসমান। রহিম সেখ। তুমি থাক এই রমণীর প্রহরায়। সাবধান রমণী বিশেষ চতুরা। যদি পলায়নের জন্য বিশেষ ব্যাকুলা হয়, কিংবা চীৎকার করে তাহলে স্ত্রী বধেও কুণ্ঠিত হয়ো না। আমি চলেছি, সৈন্যদের গুপ্ত-পথে দুর্গ মধ্যে আনতে।

[প্রস্থান করিলেন।

রহিম। থাক্ মাণিক, আশমানের চিড়িয়া খাঁচায় বন্ধ থাক। ওড়বার জন্য ডানা ঝটপট করো না, তা হলেই দুটো ডানাই একেবারে কচ করে কেটে দেব।

বিমলা। দোহাই সেখজী। অমন কাজও করো না। আমি পোষা পাখীর মত এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবো।

রহিম। সত্যি বলছো ?

বিমলা। না বলে—আর উপাই কি সেখজী ? "পড়েছি তোমার হাতে—খানা খেতে হবে সাথে"। সত্যি ! তোমাকে আমার বড় ভাল লাগছে !

রহিম। হঠাৎ এত ভাল লেগে গেল যে ?

বিমলা। সে কথা বলতে আমার বড় লজ্জা করে ; সেখজী। তুমি বেশ লোক। [কটাক্ষ করিলেন]

রহিম। ওরে বাবা। তুমি যে রকম চাইছো, আমার প্রাণটা একেবারে রসে ডগ-মগ হয়ে উঠ্‌ছে।

বিমলা। তুমি আমার কাছে একটু স'রে এস না সেখজী।

রহিম। কেন—কেন জানি ?

বিমলা। আমার যে অত্যন্ত ভয় হ'চ্ছে সেখজী। যে রকম সৈন্য সামন্ত দুর্গের মধ্যে ছুটোছুটী ক'রছে, হয়তো আমাকে তারা মেরেই ফেলবে। আর তুমি যদি আমার কাছে থাক, তা'হলে হয় তো আমার জানটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে ?

রহিম। বেশ তা হ'লে কাছেই যাচ্ছি। [কাছে আসিল]

বিমলা। ও কি সেখজী। তুমি যে বড ঘেমে উঠেছো দেখছি। আহা-হা। তোমাকে যদি একটু বাতাস ক'রতে পেতুম।

রহিম। কেন 'জান্' আমি তোমার কে যে, আমাকে বাতাস ক'রবে ?

বিমলা। তুমি আমার জানের চেয়েও বেশী। দাওনা। দাওনা সেখজী। এই বাঁধনটা একবার খুলে দাও না, তোমায় একটু বাতাস করে জন্ম সার্থক করি !

রহিম। আর সেই ফাঁকে তুমিও ফুড়ুক্ ক'রে উড়ে যাও। না-না। তা হয় না।

বিমলা। আমি মেয়েমানুষ-তোমার কাছ থেকে পালাবো কি করে? আমার একটা সাধ তুমি মেটাতে পার না সেখজী? আবার না হয় বেঁধে দিও।

রহিম। এত যদি সাধ তবে, নাও সাধ মিটিয়ে নাও।

খুলিয়া দিল ও বিমলা নিজ ওড়না দ্বারা তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

রহিম। আহা—হা এমন মিষ্টি বাতাস খাওয়া অনেকদিন ভাগ্যে জুটেনি।

বিমলা। তাই নাকি? ওমা! তাহলে তোমার জরু তোমায় ভালবাসে না বল?

রহিম। কেন?

বিমলা। যে জরু খসমকে বাতাস করে না, যে জরু এমন বসন্ত কালে খসম ছেড়ে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারে,—সেকি ভালবাসে না কি?

রহিম। বসন্তকাল কোথায় 'জানি' এখন যে বর্ষা এসে পড়লো।

বিমলা। ও-সমান কথাই। কবিরা বর্ষাতেও জমাট প্রেমের স্বপ্ন দেখে সেখজী।

রহিম। সত্যি বলেছ' 'জানি' দেখো! আজ ক' বচ্ছর হলো সাদী করেছি অথচ আমার বিবি আমাকে এক্ দিনও একটু আদর যত্ন ক'রলে না।

বিমলা। বলতে লজ্জা করে সেখজী। আমি যদি তোমার বিবি হতুম, আর তুমি যদি আমার—

রহিম। তাহলে কি হতো?

বিমলা। তোমাকে আমি যুদ্ধে আসতে কখনই—দিতুম না।

রহিম। যাইরি বলছি একেবারে দিনরাত জোড়ের পায়রা হ'য়ে কেবল, 'বক্ বক্‌ম্ ; বক্ বক্‌ম্" করতুম্।

বিমলা। কিন্তু সে কেমন করে হবে। তোমরা যুদ্ধ জয় করে ফিরে গেলে কি আমার কথা তোমার মনে থাকবে, সেখজী !

রহিম। থাকবে 'জানি'-একশ বার মনে থাকবে।

বিমলা। তুমি ঠিক আমার মনের-মত রসিক নাগর সেখজী। ইচ্ছা হয় এখনই সব ছেড়ে ছুড়ে আমার মরদের মুখে কালী ঢেলে, তোমার সঙ্গে চলে যাই।

রহিম। তোমার কথা শুনে আমার আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছা করছে জানি। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তা হলে আমি আশমানের চাঁদ হাতে পাই।

বিমলা। এতো তুমি ভালবাস যে এর পুরস্কার আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আপাততঃ আমার এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিই কেমন ? [কণ্ঠহার খুলিয়া রহিমকে পরাইলেন]

বিমলা। জান' সেখজী। আমাদের শাস্ত্রে বলে স্ত্রী পুরুসে মালা বদল করলেই তাদের ন্যায়-সঙ্গত বিয়ে হয়।

রহিম। তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার সাদী হয়ে গেল কি বল' ?

বিমলা। হ'লো বই কি। কিন্তু—আমার মনে হ'চ্ছে, এসুখ বোধ হয় আমার কপালে সইবে না। বোধ হয় তোমরা দুর্গ জয় করতে পারবে না, সেখজী।

রহিম। ওঃ এই কথা। তার জন্য চিন্তা নেই 'বিবিজান'। আমাদের সঙ্গে কে আছেন জান ? স্বয়ং সেনাপতি ওসমান খাঁ।

বিমলা। কিন্তু এই দুর্গের পাশেই দশ দশটি হাজার যোদ্ধা লুকিয়ে আছে যে, তোমরা দুর্গ জয় করেছ' মনে কর যখন স্ফুর্তি-আমোদ করবে তখন জগৎসিংহ স্বদলে তোমাদের ঘিরে ফেলবে।

রহিম। এঁ্যা। এমন বিভীষণ ব্যাপার "জানি" আজ তোমার মেহের বাণীতে রহিম সেখের নসিবে দু—দুটো সেরা 'চিজ' জুটে গেল।

বিমলা। কি রকম চিজ?

রহিম। চাঁদ আর চাঁদী! তোমার মত এমন সুন্দর চাঁদ মুখও পেয়েছি, আর এই সেরা খবরটা ওসমান খাঁকে দিলে চাঁদী পেতেও দেরী হবে না। ওই তোমাদের হিন্দুরা কি বলে, কামিনী আব কি যেন—

বিমলা। কাঞ্চন। দু'টোই তুমি পাবে। যখন আমি তোমার হয়েছি তখন ধন রত্ন সবই তোমার হবে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন'! এখন তুমি চটপট্ যাও, ওসমান খাঁকে খবরটা দিয়ে এস।

রহিম। নিশ্চয়ই দেবো। তুমি এখানে একটু বোস "জানি" আমি এলুম বলে।

বিমলা। তবে যাও—দেখো, আমার মাথা খাবে কিন্তু যদি না এসো।

রহিম। না "বিবিজান"। আমি এখুনি এসে পড়বো ভয় কি।

[প্রস্থান করিলেন।

বিমলা। হা-হা-হা। গজপতি বিদ্যাদিগগজ পৃথিবীতে অনেক আছে। মহারাজ! মহারাজ! শত্রু দুর্গের অন্তপুরে! সর্ব্বনাশ হয়েছে মহারাজ—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

[দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কতলু-খাঁর প্রমোদ কক্ষ।

বিলাসিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

বিলাসিনীগণ। গীত।

ভোমরা বঁধু ওই এলো সই
উঠ্‌লো ফুটে ফুল কলি।
বুকের সুধা বিলিয়ে দিতে
পাপ্‌ড়ি খোলে দল-গুলি॥

বসন্তসিংহের হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে
কতলু খাঁ প্রবেশ করিলেন।

কতলুখাঁ। এই খানে দাঁড়া। [উপবেশন করিলেন]

বিলাসিনীগণ। গীত।

ছল-কুটায় ফুলের বুকে
লুট্‌ছে মধু ভোমরা সুখে,—
দেহ খানি এলিয়ে রাখে
ফুল কুমারী রস-ঢালি
কারো বা সুখ আহোরণে,
সুখী কেহ শুধুই দানে।
মত্ত বঁধুর আলিঙ্গনে
পুষ্প-রাণীর আত্ম বলি।

কতলু খাঁ। যাও—তোমরা। [বিলাসিনীগণ প্রস্থান করিল। অসংযম। অসংযম। কৃতলুখাঁর অসংযম। হা! হা! হা! এই বান্দা। সরাপ লে আও।

বসন্ত। সরাপ কি ?

কতলু খাঁ। বে সরম। সরাপ কি জানিস না ? তবে কতলু খাঁর বান্দা গিরি কর্‌তে এলি কেন ?

বসন্ত। বা রে! আমি বুঝি এসেছি, তোমরাই তো আমাকে ধরে এনেছ।

কতলু খাঁ। ধরে এনেছি—না তোকে বাঁচিয়ে তুলেছি রে হারাম খোর ? ওসমানের কি সাধ্য ছিল এই দূর্গে একটা কাফেরের বাচ্ছাকে জল জ্যান্ত বাঁচিয়ে রাখে ? যদি ভাল চাস তো এখুনি সরাপ নিয়ে আয়, বান্দা।

বসন্ত। সরাপ কাকে বলে আমি জানি না।

কতলু খাঁ। তোর খুন কে বলে রে, কম্‌বখত্‌। এই মাত্র হারেমের উদ্যানে আমি যা পান করেছিলুম তার নাম সরাপ—বাংলা ভাষায় যাকে বলে মদ। যা-যা-জলদি যা। আমার নেশা না জমতেই ফুরিয়ে গেছে। কোথায় আমার অসংযম ভাল করে বুঝতে হলে চাই সরাপ প্রচুর সরাপ।

বসন্ত। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও নবাব—

কতলু খাঁ। ছেড়ে দেব। তা হলে তুই আমার গোলামী করবি না ?

বসন্ত। না। যারা মদ খায়—যারা ছেলে চুরি করে—তারা বদলোক

কতলু খাঁ। বটে! এত দূর তোর সাহস। এই কে আছিস।

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। আমি আছি বাবা।

কতলু খাঁ। এখানে আবার তুই এলি কেন আয়েষা ?

আয়েষা। আমি যে তোমাকে ভালবাসি বাবা।

কতলু খাঁ। বটে! তবে ভালবাসার একটা প্রমাণ দে দেখি। এই বদ-মেজাজি, কমবখত-কাফের বাচ্ছার জিভটা কেটে নিয়ে, কুত্তাকে দিয়ে খাইয়ে দে।

আয়েষা। কেন বাবা!—ওর অপরাধ?

কতলু খাঁ। ওর অপরাধ-ও কতলুখাঁকে চোর বলে অভিহিত করেছে। এই নে আয়েষা এই সুতিক্ষ্ণ ছুরিকায় ওর জিহ্বাটা ছেদন কর।

[ছুরিকা প্রদর্শন।

আয়েষা। ক্ষমা কর বাবা। ও শিশু।

কতলু খাঁ। না—না ক্ষমা নেই আয়েষা। কতলু খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যে তাকে অপমান করে তার ক্ষমা অসম্ভব জানিস—আয়েষা ও আমার আদেশ উপেক্ষা করেছে।

আয়েষা। মুক্ত আকাশের বিহঙ্গকে জোর করে পিঞ্জরা বদ্ধ করলে সে কি পোষ মানে বাবা। একদিন যেদিন, ওসমান এই শিশুর সমস্ত ভার আমাকে দিয়েছে, সে দিন হতে আমি অফুরন্ত স্নেহ ঢেলে দিয়েছি ওকে-তবু পারিনি ওর হৃদয় জয় করতে। যাকে স্নেহের কোমলতায় জয় করা যায়নি তাকে আদেশের কঠোরতায় জয় করা যাবে কেমন করে বাবা!

কতলু খাঁ। আমাকে বোঝাতে হবে না আয়েষা। তুই যদি না পারিস তবে এই দেখ আমি নিজেই ওর জিভটা কেটে টুকরো টুকরো করবো।

[বসন্তকে ধরিলেন]

বসন্ত। ছেড়ে দাও-আমাকে ছেড়ে দাও।

আয়েষা! বাবা! বাবা!

কতলু খাঁ। বাধা দিসনে-বাধা দিসনে আয়েষা। ওর শাস্তির প্রয়োজন

আয়েষা। ও যে শিশু।

কতলু খাঁ। সর্প শিশু, সর্প হতেও ভয়ঙ্কর। আয় কমবখ্ত। আয়-আজ তোর রসনা চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করে দিই।

(বসন্তকে জিহ্বা ছেদনের জন্য ধরিলেন।

বসন্ত। গীত।

(আমি] তবুও রব গো বাঁচিয়া।
তবুও হেরিব মাটীর পৃথিবী বারে বারে হেথা আসিয়া।
ধরণীর জীব মরণের পারে
অমরায় দেশে রহিতে যে, না রে।
যেথা হ'তে যায়, সেথা আসে ফিরে
নব কলেবর ধরিয়া।
সাগরের বারি নিতুই যেখানে
বায়ুরূপে ধায় আকাশের পানে,
রহিতে পারে না সেথা সে গোপনে,
আসিছে সাগরে ফিরিয়া।

কতলু খাঁ। বটে রে বেতমিজ। বাচতে বড় সাধ-নয়? আমি তোর ঐ রসনাকে আর দুনিয়ার ফল-জলের স্বাদ উপভোগ করতে দেবো না। আয়! আয়! এই ছুরিতে তোর জিভ কেটে তোর বাকশক্তি চির-দিনের মত বন্ধ করে দেই—

আয়েষা। আমি থাকতে কিছুতেই তুমি এই পাপের অনুষ্ঠান করতে পারবে না বাবা?

কতলু খাঁ। পাপ। পাপ কাকে বলছিস আয়েষা? কাফের বধ তো একটা—মহাপুণ্য।

আয়েষা। কে, কাফের বাবা? ফুলের মত পবিত্র সরলতা মাখানো

যার মুখে, খোদার মত হিংসা দ্বেষ-হীন ভালবাসা ভরানো যার বুকে, মায়ের মত মমতা জড়ানো যার চোখে—সেই ক্ষুদ্র শিশু কাফের ? একবার ভাল করে চেয়ে দেখো দেখি বাবা,—ওর মুখে কি অপার্থিব সৌন্দর্য্যের বিকাশ, ওর চোখে কি সুন্দর স্বপ্ন ভরা আশার বিমল জ্যোতি, ওর হৃদয়ে কি অসীম করুণার স্বচ্ছ পারাবার ; ও যদি কাফের হয় তা হলে খোদার সৃষ্টি এই দুনিয়াটাও যে মিথ্যা হয়ে যায় বাবা।

কতলু খাঁ। দেখছি তুই বুদ্ধিহীনা। দুনিয়ার সবাই জানে, যে 'অ-মুসলমান' সেই-ই কাফের আমি তাই কাফের বধ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই।

আয়েষা। ইসলাম ধর্ম্মের অমর্য্যাদা, ও-তো করেনি বাবা।

কতলু খাঁ। করেছে! ইসলাম ধর্ম্ম বলে, যে রাজা খোদার ডান হাত—সেই রাজাকে অপমানিত করে প্রকারান্তরে ও করেছে খোদার অপমান। আর খোদার অপমানেই হয় ইসলাম ধর্ম্মের অমর্য্যাদা। তুই সরে দাঁড়া আয়েষা। আমি এখুনি, এই মুহূর্ত্তে এই বালকের রক্ত দেখতে চাই।

আয়েষা। চাইলেও, তুমি পাবে না বাবা।

কতলু খাঁ। কেন ? তুই বাধা দিবি ? কতলু খাঁ, আজ দুনিয়ার কোন বাধা,-কোন বিপত্তি মানবে না আয়েষা। আয় রে বালক। আজ কতলু খাঁর অপমানের জ্বালা ধুয়ে যাক তোর রক্তে। [ছুরিকা উত্তোলন।]

আয়েষা। তার পূর্ব্বে তোমার চরণ সিক্ত হোক আমার রক্তে।

(কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ বক্ষে আঘাতে উদ্যত

কতলু খাঁ। আয়েষা। আয়েষা। করছিস কি ?

আয়েষা। নির্যাতিত বালকের প্রাণ রক্ষায় নিজের প্রাণ দিচ্ছি বাবা।

কতলু খাঁ। শয়তানি। এ কিন্তু তোর পরের জন্য বিদ্রোহ আচরণ।

আয়েষা। না বাবা. এ আমার ভাইয়ের জন্য জীবন বিসর্জ্জন।

কতলু খাঁ। এ তোর সীমাহীন স্পর্দ্ধা আয়েষা।

আয়েষা। শাস্তি দাও বাবা—বিনিময়ে শুধু মুক্ত কর ওই শিশুকে।

কতলু খাঁ। হ্যাঁ-হ্যাঁ শাস্তি দেবো।—কঠোর শাস্তি দেবো প্রস্তুত হ'। প্রস্তুত হ' আয়েষা।

আয়েষা। আয়েষা নত মস্তকে শাস্তি গ্রহণ করবে—পিতা। দাও —শাস্তি দাও!

কতলু খাঁ। তোকে আজ আমি বন্দিনী করে রাখবো অচ্ছেদ্য-কঠিন শৃঙ্খলে।

(বসন্তের দুই হস্ত আয়েষার দুই হস্তের উপর স্থাপন করিয়া)

আজ থেকে এই স্নেহের শৃঙ্খলে তুই থাক আজীবন বন্দিনী।

আয়েষা। বাবা। বাবা। তুমি এত মহৎ—এমনি উদার।

কতলু খাঁ। অতি নিষ্ঠুর। অতি নির্ম্মম। ইতিহাস তাকে ওই বিশেষণে অভিহিত করবে আয়েষা। এইবার আমি চল্লেম, এখানে আর আমার প্রয়োজন নেই। নইলে এই বেহেস্তের আইন কতলুখাঁর বিষ নিশ্বাসে দোজাকের নিরানন্দে ভরে উঠবে। আজ তোরা দুটিতে একটা নূতন পৃথিবী গড়ে তোল আয়েষা, আর আমিও যাই সেই পৃথিবী রক্ষার বিপুল আয়োজন করতে।

[প্রস্থান করিলেন।

বসন্ত। তবে আমাকেও তোমরা ছেড়ে দাও।

আয়েষা। তুমি কোথায় যাবে ভাই?

বসন্ত। আমার বাবার কাছে।

আয়েষা। তিনি কোথায়?

বসন্ত। রাজা মানসিংহের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে গেছেন। দাও না আমাকে ছেড়ে। আমি তাঁর কাছে যাই।

আয়েষা। রাজা মানসিংহ তোমার বাবা—এঁরা কোথায় তুমি কি জানো ?

বসন্ত। তা'তো জানি না। তবে যদি পারি খুঁজে বার করবো।

আয়েষা। সে তুমি পারবে না ভাই, সে বন্দোবস্ত আমরাই করবো।

বসন্ত। তোমরা কিছু করবে না! তা যদি করতে তাহলে আমাকে এখানে লুকিয়ে রাখ্‌তে না।

আয়েষা। ছিঃ-ভাই! তুমি ভুল করছো! আমি তোমায় লুকিয়ে রাখিনি। আমি শপথ করছি ভাই তোমার বাবার খোঁজ আমরা করবো! কিন্তু তত দিন তুমি কি তোমার দিদির কাছে থাকতে পারবে না, ভাই ?

বসন্ত। বা-রে তুমি বুঝি দিদি ?

আয়েষা। তা বুঝি হতে নেই? কেন আমরা মুসলমান বলে বুঝি? বোকা ছেলে ধর্ম্মটা কি এতই বড় যে এক ধর্ম্মের লোক, আর এক ধর্ম্মের লোককে ভালবাসতেও পারবে না? না ভাই! তা নয়। সব ধর্ম্মের উপর বড় ধর্ম্ম ভালবাসার ধর্ম্ম; এর কাছে জাতি বিচার নেই, ছোট বড় নেই, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই!

বসন্ত। তোমার কথাগুলো কি মিষ্টি। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে!

আয়েষা। তবে বল' আজ থেকে আমি তোমার দিদি?

বসন্ত। হ্যাঁ তুমি আমার দিদি—দিদি—দিদি!

আয়েষা। তবে এস ভাই আমার হাত ধর! আজ থেকে এসো আমরা গ'ড়ে তুলি একটা নূতন পৃথিবী, যে পৃথিবীর হিন্দু-মুসলমানের ভিন্ন দেহে থাকবে অভিন্ন হৃদয়, অচ্ছেদ্য ভালবাসার বন্ধন!

আয়েষা ও বসন্তের দ্বৈত সঙ্গীত।

গীত।

উভয়ে। আমরা রচিব নূতন পৃথিবী
নব প্রভাতের ক্ষণে]
যেথা হাসি-গান, ভালবাসা-বাসি
মিশে রবে প্রাণে প্রাণে ॥
বসন্ত। যেথা নাই দ্বেষ, নেই অভিমান—
নয়নে যেথায় ঝরে প্রেম বান—
উভয়ে। যেথা রবে শুধু দান-প্রতিদান—
রচিব সে ধরা দু'জনে !
আয়েষা। ভুলি ভেদাভেদ হিংসার বাণী
তুলিব সেথায় মিলন-রাগিনী
উভয়ে। শুধু প্রেম দিয়ে নূতন ধরণী
রচিব গো সযতনে ॥

[গাহিতে গাহিতে আয়েষা ও বসন্ত উভয়ে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীরেন্দ্রসিংহের প্রকোষ্ঠ

একাকী চিন্তামগ্ন বীরেন্দ্রসিংহ প্রবেশ করিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহ। অন্যায়! অন্যায়! সম্পূর্ণ অন্যায়! মহারাজ মানসিংহের উপর অযথা বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছি আমার অন্তরে, আজ পূর্ণ একটা যুগ! শূদ্রা রমণীর গর্ভজাতা কন্যার সঙ্গে আমাকে পরিনয়

সূত্রে গ্রথিত করেছেন যে মানসিংহ—আমাকে বিবাহ করতে বাধ্য করেছে যে মানসিংহ—সে মানসিংহ আমার শত্রু নয়—আমার পরম মিত্র,এতদিনে তা বুঝেছি অন্যায় তার নয়—অন্যায় আমার তার প্রতি অযথা ক্রোধের জন্য—! যাকে আমি বিবাহ করেছি ধর্ম্মকে সাক্ষী রেখে, যার ভালবাসা, আমার অন্তরে অন্তঃসলীলা ফল্গুর মত স্রোতময়ী, সেই বিমলাকে রেখেছি আজীবন দাসীর পরিচয়ে, কিন্তু বিমলা—

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষক প্রবেশ করিলেন।

মঃ রক্ষক। গীত।

বঞ্চিতা! সে যে, বঞ্চিতা!
নিশিদিন তারি মরমের কোনে পুড়িছে ব্যথায় চিত্ত।
চাঁদ জেগে রয় সুদূর আকাশে
তটিনীর বুকে তারি ছায়া ভাসে,
জল কল্লোলে কাঁদিছে হতাশে- তটীনী সেটির লাঞ্ছিতা!
'নিশা-নাথ' আজো মেঘের আড়ালে,
আঁধারে রজনী কাঁদিছে বিরলে;
বিরহ-তিমির বক্ষে উথলে, রজনী সে মসী-রঞ্জিতা!

[মন্দির রক্ষক প্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহ। কাঁদে বিমলা গোপনে! সকলের অলক্ষ্যে অতি সংগোপনে ঝরে তার চোখে জল! কিন্তু অন্তরের সেই সুতীব্র বেদনা দশের চক্ষে লুকিয়ে রেখে, মুখে ফুটিয়ে রেখেছে,—সে সুবিমল-জ্যোৎস্না লাবণ্যের মত অপূর্ব্ব-হাস্য-লাস্যের-কিরণ-মাধুরী [সহসা নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি হইল] ওকি! এত রাত্রে কার এ তূর্য্য ধ্বনি! মনে হয় এ তূর্য্যধ্বনি, আমার প্রাসাদ পশ্চাতের আম্র কানন হ'তে উত্থিত হ'লো। তবে কি— [নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো—হো"-শব্দ শ্রুত হইল] একি! পাঠানের জয়ধ্বনি দুর্গের অভ্যন্তরে?

[নেপথ্যে বিমলা "মহারাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে, পাঠান দুর্গের অভ্যন্তরে।"

বীরেন্দ্রসিংহ। কি করি! কেমন করে স্বাধীনতা রক্ষা করি, রক্ষীগণ! নিদ্রাত্যাগ করে জেগে ওঠো! শত্রু তোমাদের—

সশস্ত্র ওসমান করিম বক্স প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। শিয়রে। আক্রমণ কর! আক্রমণ কর সৈন্যগণ!

সৈন্যগণ প্রবেশ করিল;

বন্দী কর দুরন্ত কাফেরে—

বীরেন্দ্রসিংহ। আরে—আরে দুর্বৃত্ত পাঠান!
কোন প্রয়োজনে দুর্গ অন্তপুরে
পশিয়াছ অজ্ঞাতে আমার?

ওসমান। প্রয়োজন দুর্গ অধিকার!

বীরেন্দ্রসিংহ। তাই—
চোর সম পশিয়াছ শ্বাপদ-বিবরে?
স্থির মৃত্যু আলিঙ্গন আশে
জাগায়েছ' নিদ্রিত শ্বাপদে?

ওসমান। ত্যজ রাজা নিস্ফল তর্জ্জন—
ভুলে যাও বৃথা আস্ফালন,
আত্ম সমর্পণ করহ সত্বর!

বীরেন্দ্রসিংহ। যত ক্ষণ হিন্দু করে রবে তরবারি,
ধমণীতে যতক্ষণ বহিবে শোণিত,
যতক্ষণ হৃদি মাঝে প্রাণের স্পন্দন,
ততক্ষণ-ততক্ষণ করিব না আত্ম সমর্পণ!
দাও রণ, দাও তব শক্তি পরিচয়!

ওসমান। পরিচয় জ্ঞাত ভূমণ্ডল!
শোন নাই পাঠানের বীরত্ব কাহিনী?
হের নাই কভু তার জয়ের গরিমা?

বীরেন্দ্রসিংহ। হেরিলাম—
চৌর্য্য-বিদ্যা পারদর্শী ঘৃণিত-পাঠান,
চৌর্য্য নীতি পাঠানের বীরত্ব গরিমা!

ওসমান। আরে-রে কাফের! বারে—বারে-কহ চোর মোরে?
সৈন্যগণ! কর অক্রমণ।
স্পর্দ্ধিত ভুজঙ্গ শিরে কর পদাঘাত!

বীরেন্দ্রসিংহ। দংষ্ট্রাঘাত পাবে প্রতিদানে!

ওসমান। নিঃবিষ ভুজঙ্গ যদি করে বা দংশন,
কিবা ক্ষতি হইবে তাহাতে?
এস! এস রাজা!
রণ-সাধ মিটুক অচিরে! [উভয়ের যুদ্ধ]

নিষ্কাশিত অসি হস্তে বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। সাবধান দর্পিত পাঠান!

ওসমান। আসিয়াছ চতুরা রমণী
কেবা মুক্তি দানিল তোমারে?

বিমলা। বুদ্ধির-চাতুর্য্যে।

ওসমান! সৈন্যগণ! একযোগে কর আক্রমণ! [পরস্পর যুদ্ধ]

বিমলা। চমৎকার পাঠানের বীরত্বের নীতি!
সংঘবদ্ধ হয়ে একজনে করি আক্রমণ—
রাখিতেছে বীরত্বের—উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—!
ছিঃ—ছিঃ! এত হীন পাঠানের নীতি!

ওসমান। কে আছিস্! বন্দী কর এই রমণীরে।

রহিম খাঁ প্রবেশ করিল।

রহিমখাঁ। আমি আছি খোদাবন্দ!

ওসমান। বন্দী কর পিশাচী নারীকে!

বীরেন্দ্রসিংহ। সাবধান।

পরস্পর যুদ্ধ ও বীরেন্দ্র সিংহের পশ্চাৎ হইতে করিম বক্স বীরেন্দ্রসিংহকে আঘাত করায় বীরেন্দ্রসিংহ আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন।

ওসমান। হা-হা-হা! বন্দী কর!

[বীরেন্দ্রকে করিম বন্দী করিল।

লয়ে যাও পাঠান শিবিরে!

বিমলার অস্ত্র রহিম খাঁর অস্ত্রাঘাতে হস্তচ্যুত হইল।

বিমলা। মহারাজ! মহারাজ!

বীরেন্দ্রসিংহ। বিমলা! বিমলা!

পরাজিত আমি

অন্যায় সমরে!

[বিমলা পলায়ন উদ্যতা।

করিম বক্স। জাঁহাপনা পালায়, ওই জবর শিকার!

রহিমখাঁ। কোথায় পালাবে চাঁদ! [বাধাদিল]

বিমলা। রহিম সেখ! [জনান্তিক] একবার আমার সঙ্গে এস সেখজী!

রহিমখাঁ। জনাব! এ শিকারকেও নিয়ে যাই!

ওসমান! যাও!

রহিম বিমলাকে ও করিম বীরেন্দ্রকে বন্দী করিয়া সৈন্যগণ সহ প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে বীরেন্দ্র নেপথ্যে পর্য্যন্ত বলিতে লাগিলেন, কেউ নেই—কেউ নেই পাঠানের কবল হতে আমায় মুক্ত করতে—

তিলোত্তমা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন।

তিলোত্তমা। কে—কে—কার ওই কণ্ঠস্বর! বাবা! বাবা! একি! কে তুমি?

ওসমান। তোমার দাস! সুন্দরী! কি অপরূপ লাবণ্য তোমার! তোমার ওই-সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখে, আমার জীবন ধন্য হ'ল! সুলোচনা! তুমি এত সুন্দর!

তিলোত্তমা। আমায় সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করছো কে তুমি নির্লজ্জ-পুরুষ।

ওসমান। বলেছি তো. আমি তোমায় দাস। এসো সুন্দরী তুমি আমার সঙ্গে।

তিলোত্তমা। কোথায়?

ওসমান। যে পথে এই মাত্র তোমার পিতা যাত্রা করেছেন, সেই পাঠান কারাগারের পথে।

তিলোত্তমা। ঘৃণ্য পশু! রসনা সংযত কর, নতুবা—

ওসমান। নতুবা—তোমার বিদ্যুৎ কটাক্ষে একটা হৃদয় জর্জ্জরিত করবে? সে বহু পূর্ব্বেই হয়েছে সুন্দরী। এখন এসো আমার পশ্চাতে।

তিলোত্তমা। পাঠানের পশ্চাতে হিন্দু রমণী যাবে কেন রে? দুর্বৃত্ত পাঠান।

ওসমান। পাঠানের ঘর আলো করতে! এই কে আছিস—

করিমের পুনঃ প্রবেশ।

ওসমান। এই রমণীকেও বন্দী কর্!

তিলোত্তমা। কি চাও তুমি পিশাচ?

ওসমান। মুক্ত বিহঙ্গিনীকে পিঞ্জরা বদ্ধ করতে চাই সুন্দরী। তুমি বন্দিনী হবে পাঠানের হৃদয় কারাগারে! নিয়ে এস করিম এই নারীকে বন্দী করে।

[প্রস্থান করিলেন।

করিম বক্স। এক পাও নোড় না। [বন্দী করিতে অগ্রসর হইল]

তিলোত্তমা। ছুঁসনি—ছুঁসনি-যবন! তাহলে—

করিম বক্স। তাহলে কি হবে সোনার চাঁদ? এত যখন রূপ তোমার তখন তুমি কত্‌লু খাঁর খাস বেগম না হয়ে যাওনা! এস! চলে এস!

[হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ।

তিলোত্তমা। কে আছ! কে আছ রক্ষা কর। পাঠানের হাত হতে আমাকে বাঁচাও! [মূর্চ্ছিতা হইলেন]

জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। ভয় নেই দুর্গেশ নন্দিনী—ভয় নেই! জগৎসিংহ সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমায় রক্ষা করবে। আরে—আরে হীন ঘৃণ্য শয়তান। করেছিস কি—দেব পূজার নির্ম্মাল্য শতছিন্ন করে ধুলায় নিক্ষেপ করেছিস? তবে তোর ঘৃণ্য জীবনের পরিসমাপ্তি হোক। [করিমের সহিত যুদ্ধ]

করিম বক্স। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর, অস্ত্র চালনা। আর বুঝি পারলুম না।

[করিমের পতন।

জগৎসিংহ। উত্তর দে—কি জন্য এই মহীয়সী নারীকে হত্যা করেছিস্।

করিমবক্স। আজ্ঞে আমি হত্যা করিনি। আমার স্পর্শ মাত্রেই উনি মুর্চ্ছিত হয়েছেন।

জগৎসিংহ। কি এত দূর! তোর ওই কলুষিত হস্তে হিন্দুকুল নারীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করেছিস। তোর আর নিস্তার নেই—তোর পাপ রক্তে আমার এই শাণিত তরবারি রঞ্জিত করবো!

অস্ত্রাঘাতে উদ্যত ও সশস্ত্র ওসমান এবং সৈন্যগণ প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। আর আমি সেই শক্তি ভীম বলে চূর্ণ করবো।

জগৎসিংহ। কে তুই?

ওসমান। মরণের অগ্র-দূত—আসিয়াছি বধিতে তোমারে।
বহুকষ্টে পেয়েছি সন্ধান—
সৈন্যগণ। বন্দী কর—বন্দী কর
পাঠানের চির অরাতিরে—

জগৎসিংহ। কার সাধ্য বন্দী করে জগৎসিংহেরে।
শুনেছ কি ত্রিজগৎ মুগ্ধ শুধু
জগতের অসি সঞ্চালনে?
জেনো স্থির—
মম করে মৃত্যু তব নিয়তি লিখন।
সিংহ সম নখর প্রহারে
বিদারিয়া হীন বক্ষ তব
হৃৎপিণ্ড ফেলিয়া উপাড়ি
মাংসাশি শৃগাল কুক্কুর মুখে
দিব ভোয্য রূপে!

ওসমান। রসনা সংহত কর হিন্দু কুল গ্লানি,

অন্যথায় দ্বিখণ্ডিত করিব রসনা
প্রজ্জলিত অনল সংযোগে
করি ভস্মে পরিণত—
মহাশূন্যে উড়াইব রেণু রেণু করি।
পিতা যার মোগলের পদ লেহি
কৃতঘ্ন কুক্কুর,
রক্ত আঁখি প্রদর্শন
সাজে কি তাহার ?

জগৎসিংহ। অসহ্য এই তীব্র অপমান।
সুনিশ্চয় মৃত্যু তোরে দানিব এখনি।

ওসমান। সুখ—স্বপ্ন অচিরেই হইবে বিলীন,
ভেঙ্গে যাবে মহাশূন্যে রচিত প্রাসাদ,
ফুৎকারে নিভিয়া যাবে—জীবনের দীপ।
বীরেন্দ্র সিংহের সম
এই দণ্ডে বন্দী হবে তুমি।
পাঠানের পশুশালায়
দুই সিংহে হইবে শোভিত—
সহস্র দর্শক,
প্রতিদিন দিবে আনন্দের করতালি।

জগৎসিংহ। পাঠানের করে বন্দী বীরেন্দ্র কেশরী ?
তবে অপেক্ষার নাই প্রয়োজন
যুদ্ধ দে রে—যুদ্ধ-দেরে নরকের কীট।

ওসমান। তবে তাই হোক হিন্দু-কুল-গ্লানি।

(জগৎসিংহের সহিত সকলের যুদ্ধ।)

তিলোত্তমা। [মূর্চ্ছান্তে] একি! একি! আমি কোথায়। যুবরাজ। যুবরাজ!

জগৎসিংহ। তিলোত্তমে এই দণ্ডে কর পলায়ন,
দুর্গ দ্বারে অপেক্ষিছে বিমলা সুন্দরী—
এই দণ্ডে যাও তথা
অন্যথায় অক্ষুণ্ণ নারিবে বালা—
সম্ভ্রম তোমার।

ওসমান। কোথা যাবে বেহেস্তের ঝরা শেফালিকা?
তোমারেও ল'য়ে গিয়ে পাঠান শিবিরে,
স্বর্ণ সূত্রে করিয়া গ্রথিত
পাঠানের কণ্ঠহার করিব রচনা।

জগৎসিংহ। কার সাধ্য! যতক্ষণ রবে দেহে প্রাণ
ততক্ষণ দেব ভোজ্যে কুক্কুরের নাই অধিকার।
মর-মর রে পাঠান!

একজন সৈন্যকে আঘাত করিলেন সেই অবসরে করিম বক্স অতর্কিত জগৎসিংহের বাহু মূলে ছুরিকা আঘাত করায় জগৎসিংহ আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন।

করিমবক্স। হা-হা-হা— [প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। উঃ তীব্র জ্বালা! [পুনর্ব্বার যুদ্ধ] [যুদ্ধ করিতে করিতে] ঈশ্বর! ঈশ্বর। আর যে পারি না প্রভু।
শক্তি দাও! শক্তি দাও—
একলিঙ্গ দেব।
যবন বিনাশে শক্তি দাও প্রভু দয়াময়।

[যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ওসমান। ধন্য! শতধন্য তব অস্ত্রের চালনা,
বহে তীব্র রুধিরের ধার,
অবসন্ন দেহ-তনু খানি
তথাপিও মত্ত রণাঙ্গনে ?
যুবরাজ! যুবরাজ!
করি হে মিনতি
হারায়োনা অবহেলি অমূল্য জীবন।

জগৎসিংহ। না। না। দেহ রণ—ছাড় কপটতা।
নীরব নিথর হোক অস্তিত্ব আমার।
(যুদ্ধ করিতে করিতে অসি হস্তচ্যুত হইল।)

ওসমান। সৈন্যগণ। বন্দী কর। বন্দী কর। কিন্তু সাবধান
বধিও না জীবন ইহার।
যাও লয়ে যাও।
জগৎসিংহকে লইয়া সৈনিকেরা প্রস্থান করিল।

এতক্ষণে দুর্গ জয় হইল সম্পূর্ণ।

বিমলা ও তিলোত্তমাকে বাঁধিয়া লইয়া করিম খাঁ।
পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

করিমখাঁ। জনাব। জনাব! দেখুন গোলাম এদের খুঁজে এনেছে!

ওসমান। কি নাম তোমার ?

করিমখাঁ। গোলামের নাম করিমবক্স কিন্তু লোকে রহস্য করে ডাকে আমায়—মোগল সেনাপতি। কারণ পূর্ব্বে আমি ছিলাম মোগলাধীন এক জন সৈন্য।

বিমলা। [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ! তবে কি রাজগুরুর জ্যোতিষ গণনাই সত্য হলো!

ওসমান। বুঝেছি! বন্দীনীদের নিয়ে এস! বন্দীগণ পূর্ব্বেই অগ্রসর হয়েছে।

করিমখাঁ। আজ্ঞে আমার পুরস্কার?

ওসমান। যোগ্য পুরস্কার প্রার্থনা কর নবাব কতলু খাঁর কাছে, চলে এস।

[সকলে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্যোভ্যন্তর! মোগল শিবির!

তরবারি হস্তে ধরমসিংহ প্রবেশ করিলেন।

ধরমসিংহ। চমৎকার! চমৎকার! জীবন আমার।
ভালবাসা-হাসি-গান স্নেহ-দয়া-মায়া—
সব দিয়ে বিসর্জ্জন, করেছি বরণ
কঠোর নির্ম্মম এই সৈনিক জীবন!
এ জীবনে কেহ নহে আত্মীয় স্বজন,
সৈনিকের প্রিয় বন্ধু তুই তরবারি!
তথাপিও নিশীথের নিভৃত-শয়নে
মানস্-নয়নে হেরী বেদনার ছবি—
প্রিয়তমা দেছে প্রাণ আততায়ী করে!
এখনো নয়নে ভাসে মূর্ত্তিখানি তার;

নিষ্প্রভ নয়নে দুটি ফোঁটা আঁখি জল,
উন্নত পীবর বক্ষে বহে রক্ত ধারা!
চলে গেছে-শান্তি মোরে দানিয়া অশান্তি!
শুধু গৃহে আছে ত'ার এতটুকু স্মৃতি—
মনে পড়ে একখানি কচি কচি মুখ
প্রেয়সী পত্নীর স্মৃতি সাধের বসন্তে,
যেন হায় বসন্তেরই মাধুরী জড়ান!
একে—একে পঞ্চবর্ষ হ'লো অতিক্রম,
এখনও হলো না মোর পুত্র সম্মিলন!
কহ দয়াময়!
কবে ছুটে যাব মোর তনয় সকাশে,
নদী ছুটে যেই ভাবে সাগর উদ্দেশ্যে?
না! না! একি মোর চিত্ত দুর্ব্বলতা!
একে—একে চারিদিন হইল বিগত
এখনও যুবরাজ না আসে ফিরিয়া!
কেবা জানে ভবিষ্যত, অদৃষ্ট লিখন,
যুবরাজ বন্দী বুঝি পাঠানের করে।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন!

দিলীর খাঁ। পাঠানের হীন কারাগারে!

ধরমসিংহ। কহ সেনাপতি! কেবা, সেই মরণেচ্ছু স্পর্দ্ধিত পাঠান?

দিলীর খাঁ। সেনাপতি ওসমান—
ছলে বন্দী করি,
লয়ে গেছে যুবরাজে পাঠান দুর্গেতে।
দুর্গ অধিপতি নবাব কতলু—

ধরমসিংহ। নবাব কতলু!
সেই-হীন-ঘৃণ্য-পশু-দুরন্ত-যবন,
বাঁধিয়াছে নিদ্রারত শ্বাপদে কৌশলে?
জানে না কি বক্ষ-রক্ত পানে মত্ত হ'তে
মুহূর্ত্তেই ছুটে যাবে শ্বাপদের কুল!
সেনাপতি! কর ত্বরা রণ আয়োজন!
অতর্কিতে পাঠানেরে কর আক্রমণ।

দিলীর খাঁ। উপস্থিত হয়োনাকো বিস্মরণ!
সাথে আছে মানসিংহ অম্বর অধীপ;
রণ-আয়োজনে প্রয়োজন অনুমতি তাঁর।

ধরমসিংহ। সেনাপতি! সহে না এ অপমান জ্বালা
পাঠানের করে বন্দী হিন্দু-রাজপুত!
জাগিছে বাসনা—
জলন্ত অনলে, জ্বালি প্রলয় আগুন—
পাঠানেরে করি ছারখার—
ইচ্ছা হয়—এই দণ্ডে—
পাঠানেরে পদতলে দলিয়া মথিয়া
উড়াই কীর্ত্তির ধ্বজা জগতের বুকে!
এস হিন্দু! এস রাজপুত! এস মোগল সেনানী,
পাঠানের কারাগার—করিয়া বিচূর্ণ—
প্রলয়-পয়োধি—নীরে ডুবায়ে পাঠান—
এস ত্বরা, উদ্ধারিয়া আনি যুবরাজে!

মানসিংহ ও যশোবন্ত সিংহের প্রবেশ।

মানসিংহ। কার? কার উদ্ধার ধরমসিংহ?

ধরমসিংহ। যুবরাজের উদ্ধার মহারাজ!

মানসিংহ। যুবরাজের উদ্ধার? তবে কি যুবরাজ পাঠানের করে বন্দী?

দিলীর খাঁ। হ্যাঁ মহারাজ!

মানসিংহ। শুনেছো যশোবন্ত, কুমার জগৎসিংহ পাঠান কারাগারে বন্দী! এও কি সম্ভব যশোবন্ত?

যশোবন্ত। না মহারাজ! তা যদি সম্ভব হতো তাহলে সৃষ্টিটা নড়ে উঠ্‌তো, আকাশের সূর্য্যটা খসে পড়্‌তো, উল্কাপাতে বিশ্বটা পুড়ে ছাই হয়ে যেত!

দিলীর। তবু এ সত্য মহারাজ!

মানসিংহ। দেখ'তো—দেখতো যশোবন্ত দিনমণি তেমনি পূর্ব্ব গগনে উঠেছে কি না! দেখতো হিমালয়টা আজ সমুদ্রের গর্ভে ডুবেছে কি না! —রসাতলটা পৃথিবীর উপরে এসেছে কিনা?

ধরমসিংহ। মহারাজ! অস্থির হবেন না! আশীর্ব্বাদ করুন, যেমন করে হোক সেই দুর্বৃত্তদের বধ করে যুবরাজকে মুক্ত করে আনবো।

মানসিংহ। এঁ্যা! কি বলছো? মুক্ত করে আনবে? কাকে? কুমার জগৎসিংহকে? বাতুল! যুবরাজ জগৎসিংহ কি আমার ঔরসজাত নয়—যে সে রণে মৃত্যু বরণ না করে বন্দীত্ব-বরণ করেছে?

ধরমসিংহ। না মহারাজ!—তিনি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব-বরণ করেন নি! কৌশল জালে বিজড়িত হয়ে তিনি পাঠানের করে বন্দী!

মানসিংহ। কৌশল!

দিলীর খাঁ। হ্যাঁ মহারাজ! একদিকে সহস্র সহস্র পাঠান,—আর একদিকে তিনি একাকী। তাঁর আত্মরক্ষা কেমন করে সম্ভব?

মানসিংহ। তাই বন্দীত্ব-বরণ সম্ভব হয়েছিল, যশোবন্ত?

যশোবন্ত। মৃত্যু কি এতই ভীষণ ?

যশোবন্ত। না—তা নয়। রাজপুতের কাছে মৃত্যু অতি আদরের— যদি হয় সে সম্মুখ রণে—রণ মৃত্যু!—কিন্তু মহারাজ হয়তো তিনি সে সুযোগও পাননি।

দিলীর। হ্যাঁ মহারাজ! একজন পাঠান অতর্কিতে পশ্চাৎ হতে যুদ্ধ-রত যুবরাজের বাহুমূলে ছুরিকাঘাত করে। তার অসি হস্তচ্যুত হয়। আর সেই অবসরে, বহু সংখ্যক পাঠান তাকে একযোগে আক্রমণ ক'রে বন্দী করে।

যশোবন্ত। শুনলেন তো মহারাজ। এই মূহুর্ত্তেই ঐ কূটকৌশলী পাঠানদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য মহারাজ।

মানসিংহ। তবে সাজাও সেনাবাহিনী! বাজাও রণদামামা! ছুটে যাও উৎক্ষিপ্ত সাগর তরঙ্গের মত। উদ্ধার চাই! জগৎসিংহের উদ্ধার চাই!

ধরমসিংহ। তার পূর্ব্বে ভৃত্যের একটা আবেদন আছে মহারাজ।

মানসিংহ। কি আবেদন ধরমসিংহ ?

ধরমসিংহ। মাত্র তিনটী দিনের অবকাশ, আমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান বসন্তকে দেখে আসতে চাই মহারাজ। আজ যে সমরানল জ্বলবে হয়তো সে অনলে আবার সমস্ত সত্তাবিলীন হয়ে যাবে—তাই একটি বার আমি অবকাশ চাই মহারাজ।

মানসিংহ। মোগল পাঠানের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, আজ মোগলের ভাগ্যাকাশে একখানা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আভাষ দেখা যাচ্ছে ধরমসিংহ! ওই মেঘ অপসারিত ক'রে মোগলের অদৃষ্টাকাশকে সুনির্ম্মল ক'রতে হ'লে প্রয়োজন সম্মিলিত শক্তির! তুমি সেই শক্তির একটা স্তম্ভ। এ সময় যদি তুমি অবকাশ নাও—তাহলে মোগলের অদৃষ্টাকাশ মেঘমুক্ত কখনই হবে না, ধরমসিংহ।

ধরমসিংহ। কিন্তু মাত্র তিনটী দিন মহারাজ। তার পরেই আমি ফিরে আসবো।

মানসিংহ। একদিনও নয়!—এক মুহূর্ত্তও নয়!

ধরমসিংহ। কি বল্‌লেন মহারাজ—একমুহূর্ত্তও নয়? মহারাজ! মহারাজ! আজ আমি তাকে পাঁচ বছর দেখিনি। এই পাঁচপাঁচটা বছর শুধু গোটা হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র ছুটে বেড়িয়েছি যুদ্ধের জন্য! তবু একবারও যেতে পারিনি, আমার সেই পাতায় ঘেরা, ছায়া সুনিবিড়—ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে! জানিনা আমার ভবিষ্যৎ কুল প্রদীপ, আমার একমাত্র বংশের দুলাল, আমার আঁধার ঘরের মাণিক—বসন্ত আজও বেঁচে আছে কিনা!

মানসিংহ। ধরমসিংহ! তুমি বীর! তুমি সৈনিক! তুমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাজসেবক,—তোমার এ দুর্ব্বলতা সাজে না।

ধরমসিংহ। বাঃ—রাজা—বাঃ! ধরমসিংহ রাজসেবক—ভৃত্য, তাই তার হৃদয়ে পুত্র স্নেহ থাকা অসম্ভব। ধরমসিংহ সৈনিক—তাই তার বুকে সন্তানের মায়া থাকা অকর্ত্তব্য। ধরমসিংহ কর্ত্তব্যপরায়ণ—তাই তার অন্তরে সন্তানমমতা থাকা বিচিত্র!—আর আপনি রাজা,—তাই আপনার হৃদয়ে থাকবে সন্তানের জন্য স্নেহ, মায়া, মমতার মন্দাকিনী। মহারাজ! আপনার পুত্র আর আমার পুত্র বুঝি পুত্র নয়? আজ আপনার পুত্রের উদ্ধারের জন্য যেমন আপনি ব্যাকুল, আমিও মহারাজ আমার পুত্রের দর্শন অভিলাষে তেমনি আকুল।

মানসিংহ। আর নয়! আর নয়, ধরমসিংহ! তুমি যাও পূর্ণ একমাসের জন্য তুমি অবসর গ্রহণ কর ধরমসিংহ! দীর্ঘদিনের অদর্শন ব্যথা, আজ পিতা পুত্রের মিলনের আনন্দে মুছে যাক্! জগৎসিংহ আজীবন পাঠান কারাগারে বন্দী থাক! আজীবন মানসিংহের আনন্দ দুলাল দুঃসহ বেদনার তপ্ত অশ্রু ফেলুক! অম্বরপতির বুকে পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস

জমে উঠুক। তবু আমার সমস্ত দুঃখে সুখ, অশ্রুতে হাসি, শোকে সান্ত্বনা, আজ দীর্ঘদিন পরে তোমাদের পিতা পুত্রের—স্নেহের মধুর মিলন।

ধরমসিংহ। মহারাজ! মহারাজ! মার্জ্জনা করুন! আমার ক্ষণিক স্নেহের, মোহ-কোমলতায় আমি ভুলে গিয়েছিলেম মহারাজ আমার কর্ত্তব্যের পথ।

মানসিংহ। পুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়াই পিতার কর্ত্তব্য ধরমসিংহ!

ধরমসিংহ। না মহারাজ! ফুটন্ত জ্যোৎস্নালোকে আমার বিষাদের ঘন-অন্ধকার অপসারিত হয়েছে! আমি দেখতে পেয়েছি উজ্জ্বল আলোকময় কর্ত্তব্যের পথ! আমাকে আদেশ দিন যেমন কৌশলে পাঠান বন্দী করেছে আমাদের যুবরাজকে তার চেয়ে অধিক কৌশলে আমি তাঁকে মুক্ত করে আনি?

যশোবন্ত। কোন কৌশল তুমি অবলম্বন করতে চাও যুবক?

ধরমসিংহ। মহারাজ! আমায় আদেশ দিন আমি ছদ্মবেশে পাঠান-দুর্গে প্রবেশ করে, সকলের অলক্ষ্যেও যুবরাজকে মুক্ত করে আনি।

যশোবন্ত। তুমি স্থির-প্রতিজ্ঞ, ধরমসিংহ?

ধরমসিংহ। হ্যাঁ—আমি স্থির প্রতিজ্ঞ! এ আমার পাগলের প্রলাপ বা শিশুর কাকলী নয়!

যশোবন্ত। কিন্তু সজ্ঞানে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করা এ অপেক্ষা সহজসাধ্য।

মানসিংহ। তবে কি কর্ত্তব্য স্থির করেছ' যশোবন্ত?

যশোবন্ত। আমার বিবেচনায় মহারাজ! যদি আমরা একযোগে পাঠানকে আক্রমণ করি, তাহ'লে কুমারের মুক্তি হয়তো বা সম্ভব হতে পারে।

মানসিংহ। তা'রও স্থিরতা নেই যশোবন্ত! আজ যদি ধরমসিংহ

ছদ্মবেশে প্রবেশ করে পাঠান দুর্গে, সে স্ব-ইচ্ছায় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর! আর যদি এই মুষ্টিমেয় সৈন্যসংখ্যা নিয়ে আমরা পাঠান-দুর্গ আক্রমণ করি, তাহ'লে একসঙ্গে আমাদের সকলকে সেই অগ্নি কুণ্ডে ভস্মীভুত হতে হবে। না! না! যশোবন্ত! প্রয়োজন নেই জগৎসিংহের মুক্তিতে! চল আমাদের শিবিরে! অপেক্ষা করি সেই শুভদিনের জন্য, যেদিন অসাবে সৈদখাঁর প্রচুর সৈন্য সাহায্য।

ধরমসিংহ। মহারাজ! এ দাসের প্রার্থনা, শুধু একবার আমায় সুযোগ দিন! যদি কৃতকার্য্য না হই তাহ'লে মোগল বাহিনী অক্ষত থাকবে ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। মোগল-বাহিনীর পাঠান-দুর্গ আক্রমণ অপেক্ষা, আমার ছদ্মবেশে পাঠান-দুর্গে প্রবেশ করা সমগ্র মোগলের পক্ষে অনেক নিরাপদ মহারাজ।

মানসিংহ। তবে তাই হোক্! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার অভিযান সফলতার গর্ব্বে-আনন্দে ভ'রে উঠুক! এস যশোবন্ত! এসেছিলাম—পুত্রের বিজয় লাভে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে,—ফিরে যাচ্ছি তার বন্দীত্বের কলঙ্কস্তূপ মাথায় নিয়ে!

[ধরমসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধরমসিংহ। জগদীশ্বর! আজ এই চরম পরীক্ষার দিনে তুমি আমায় শক্তি দাও দয়াময়! আমার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখ! লক্ষ্য হোক মাত্র দুটি পথ—হয় কুমারের মুক্তি—নতুবা আমার মৃত্যু!

[প্রস্থান করিলেন।

———

চতুর্থ দৃশ্য

পাঠান দরবার কক্ষ

কতলু খাঁ উপবিষ্ট পার্শ্বে করিম ও ওসমান,
সম্মুখে বিমলা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বন্দিনীগণ।

বন্দিনীগণ। গীত।

(ওগো) দিও না—যাতনা
অবলার প্রাণে কেন অকারণে দিতেছো মরম বেদনা!
রেখ না বাঁধিয়া লোহারি বাঁধনে
ঝরায়োনা জল রমণী নয়নে,
অশ্রুর—বানে ভেসে যাবে তব স্বপন-সৌধ-রচনা—
এনেছো বাঁধিয়া পুরাতে বাসনা
পিশাচ-ক্ষুধার মিটাতে কামনা,
দিবে না জীবন থাকিতে সে ধন বাংলার-কুল-ললনা॥

কতলু খাঁ। হা—হা—হা—!
তোল' তোল'-আরো ক্রন্দনের করুণ ঝঙ্কার—
ভাসো আরও অশ্রুর পাথারে!
গাহ' সবে আর বার করুণ সঙ্গীত!
তপ্ত-মরুভুর বুকে, শুধু দুটি ফোঁটা আঁখিজল—
অকালেই যাবে লো শুখায়ে!
রমণী নয়ন বারি, গলাবে না পাষাণ হৃদয়!
টলাবে না অটল পর্ব্বতে শত শত অশ্রুর প্লাবনে!

বিমলা। জান কি নবাব!

সতীর নয়ন জলে মহাসিন্ধু হইলে রচনা—
ডুবে যাবে তব পাপের প্রাসাদ ?
জান কি নবাব !
রমণীর তপ্ত আঁখি-জলে রচিলে সাগর—
সব সাধ—সব আশা—গর্ভে তার লভিবে সমাধি ?

কতলু খাঁ। তবে যাও—নারী, কারাগারে বসি'
করহ রচনা সেই অশ্রুর-সাগর !
রহ-সেথা বঙ্গনারী,
একমাত্র আঁখি-বারি, করিয়া সম্বল !

ওসমান। কিন্তু জাঁহাপনা—
বঙ্গনারী অতীব চতুরা ! সুকৌশলে সাধিবারে,
নিজ অভিলাষ—সব পারে তারা ;

কতলু খাঁ। কিছুই—পারে না ;
পারে শুধু কাঁদিবারে—বাঙলার ললনা !

করিম খাঁ। সেও কিন্তু অশ্রু নয় জাঁহাপনা ! সে শুধু ছলনা !
আঁখি-জলে, ছলা-কলা করিলে বিস্তার—
না পায় নিস্তার কোন প্রেমিক সুজন,
ভুলে যায়—ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহকাল-পরকাল !
আকাশ-পাতাল সব হেরি একাকার—
বাঙ্গালী-নারীর পায়ে গড়ায় তখনি !
নাও ! নাও চিঁড়িয়ার দল !
মুক্তা-বিন্দু ঝরাও নয়নে !
ও-কমল আননে হেরি শিশির পতন !
বয়েছেন জাঁহাপনা—

ধীরে, ধীরে দানিবেন সপ্রেম-চুম্বন—
মুছে যাবে শিশিরের কণা !

তিলোত্তমা। রসনা সংযত কর পিশাচের দল—
রমণীর ধনরত্ন, সতীত্ব-রতন ;
নবাবের কিবা শক্তি করিবে হরণ ?
তার পূর্ব্বে বাঙলার-ললনা-স্মরি শবাসনা—
হাসিতে, হাসিতে দিবে, অমূল্য জীবন !

কতলু খাঁ। জীবন-যৌবন-ধন, সতীত্ব-রতন—
অকাতরে মোরে সব করি নিবেদন—
ধন্য হবে তোমরা লো সজনী !
কে আছ ! লয়ে যাও বন্দিনীগণে—
হারেমের বিলাস প্রাঙ্গণে !

জনৈক প্রহরী প্রবেশ করিয়া বিমলা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বন্দিনীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল।

কতলু খাঁ। ওসমান ! কোথা বন্দী দুর্গ-অধিপতি ?

ওসমান। কারাগারে !

কতলু খাঁ। লয়ে এস হেথা
যোগ্য দণ্ড দিব আজি দর্পী বাঙ্গালীরে !

[ওসমান প্রস্থান করিলেন।

চর মুখে. পাইলাম সংবাদ ভীষণ—
মোগলের অতর্কিত গুপ্ত আক্রমণে
ছিন্ন-ভিন্ন-বিপর্য্যস্ত, পাঠান-বাহিনী !

করিমখাঁ। জাঁহাপনা !
মোগলের নিয়োজিত হিন্দু-সেনাপতি

করিছে চালিত ওই গুপ্ত সেনাদলে!

কতলু খাঁ। এত দূর স্পর্দ্ধা সেই হীন কাফেরের।
কহ কিবা নাম তার—কিবা পরিচয়!
অবিলম্বে চাহি আমি ছিন্ন মুণ্ড তার!

করিমখাঁ। পিতা তার মানসিংহ—অম্বর অধীপ
নাম তার যুবরাজ জগৎসিংহ।

কতলু খাঁ। জগৎসিংহ!
পিতা যার, মোগল-পাদুকালেহী-দাস—
তার মনো অভিলাষ
নিঃশেষিতে পাঠান বাহিনী?
কহ ত্বরা—জান যদি সন্ধান তাহার!
কহ—কোথা-লুক্কায়িত সেই ঘৃণিত কুক্কুর,—
পাইলে সন্ধান—দিব দণ্ড সমুচিত!
যাও ত্বরা—পাতি-পাতি কর অন্বেষণ
কোথা রয় সে কাফের জগৎ কুমার!

বন্দী বীরেন্দ্রসিংহকে লইয়া ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। পাঠানের দুর্গে বন্দী—জগৎকুমার,
অপেক্ষিছে দিবানিশি মরণ শয্যায়!
মম অস্ত্রাঘাতে, অজস্র শোণিত ক্ষরণে
জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় রয়েছে পড়িয়া!

কতলু খাঁ। চমৎকার! চমৎকার!
মুগ্ধ আমি বীরত্বে তোমার!
আজি মোর করে, তবে,
এক সাথে দুই হিন্দু হইবে দণ্ডিত।

মরিবে বীরেন্দ্র—লুপ্ত হবে কেশরীর নাম,
সেই সঙ্গে
জগৎসিংহও না রহিবে জগতের বুকে—

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। সত্য! সত্য বুঝি তাহাই ঘটিবে—
জগৎসিংহ আর বুঝি না রহে জগতে!

কতলু খাঁ। বা!-বা! চমৎকার! হের'-হের ওসমান!
অন্তঃপুর ত্যজি, প্রকাশ্য দরবার-কক্ষে
নবাব তনয়া! এই এই তব সাহাজাদী!

আয়েষা। হ'তে পারি নবাব তনয়া!
কিন্তু পিতা—আছে মোর বুকে
একখানি নারীর কোমল-প্রাণ!
তাই যে গো—ব্যথায় কাতর মুখ হেরিয়া নয়নে
নারিলাম অন্তঃপুরে রহিতে নিশ্চিন্তে;
তাই লজ্জাহীনা-প্রায়, এসেছি হেথায়!
ওগো পিতা!—এই মাত্র প্রার্থনা আমার,
আহতের সেবা তরে চাহি অনুমতি!

কতলু খাঁ। অধঃগতি!—ছন্নমতি তোর, চরে আয়েষা!
কাফেরের সেবা তরে চাস্ অনুমতি!
না! না! নাহি দিব অনুমতি অধর্ম্ম আচারে—

আয়েষা। অধর্ম্ম আচার পিতা?

কতলু খাঁ। হাঁা-হাঁা—পাঠানের ধর্ম্ম-নীতি-বিরুদ্ধ-আচার!

আয়েষা। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া দেখিলাম পিতা
সেবা-ধর্ম্ম সার-ধর্ম্ম অবনী মণ্ডলে।

বীরেন্দ্রসিংহ। আশ্চর্য্য ! এও কি সম্ভব !
পঙ্কজিনী প্রস্ফুটিতা, ঘৃণ্যপঙ্ক মাঝে ?
এক বৃক্ষে কুসুমেরও আকার প্রভেদ ?
অমরার—পারিজাত বৃক্ষ, রসাতলে ?
ধন্য ! ধন্য ! তুমি নবাবনন্দিনী !
ধন্য তব আর্ত্ত তরে করুণার্ত্ত প্রাণ !
ধন্য তব মহত্বের আদর্শ বিকাশ !
তোমায় দেবার, বন্দীর কিবা আছে আর
সহ শুধু কৃতজ্ঞতা, "সেলাম" আমার—

ওসমান। গোলামের ও ওই এক আর্জ্জি ! জাঁহাপনা—
রক্ষা হোক জগৎ সিংহের জীবন !

কতলু খাঁ। এর অর্থ ?

ওসমান। অতীব প্রাঞ্জল জাঁহাপনা !
মনোমত সন্ধি-সর্ত্তে বাঁধিতে মোগলে
কারাগারে রেখে দিন জীবন্ত—জগতে !
মানসিংহ অবশ্যই হবে বশীভূত,
অবশ্যই পুরিবে তায় পাঠান কামনা !
অন্যথায়, যদি শুনে পুত্র মৃত তার—
মানসিংহ রণক্ষেত্রে অচিরে নামিবে,
চিরদিন পাঠানের যাবে সমভাবে
রাজ্য-লাভ চির তরে হইবে দুরাশা।
কোন পথ সুচতুরে চাহে—হে নবাব !
জীবন-ব্যাপী-যুদ্ধ-কি মনোমত সন্ধি ?

কতলু খাঁ। উপস্থিত চিন্তার আছে প্রয়োজন।

যাও সাহাজাদী—যাও তুমি অন্তঃপুরে !

[আয়েষা প্রস্থান করিলেন।

উত্তম ! ওসমান !
মুমূর্ষুর-সেবার, ভার দানিনু তোমারে।
এইবার—বর্ব্বর বাঙ্গালী—
এত স্পর্দ্ধা উপেক্ষিতে আদেশ আমার ?
শোন্ ওরে অসভ্য বাঙ্গালী—

বীরেন্দ্রসিংহ। অসভ্য বাঙ্গালী !
ভেবে দেখ—ভেবে দেখরে পাঠান—
সু-সভ্যতা কে তোরে শিখালো ?
কোন জন অশিক্ষিত, অসভ্য, পাঠানে
শিক্ষার-আলোক দানে চিনাল জগতে ?
কোন জন, ভাই সম, আপনার ভোজ্য অংশ দিয়া
বর্দ্ধিত করিল, তনু-কায়া পাঠানের ?
সেইজন, অসভ্য বাঙ্গালী ?

কতলু খাঁ। জেন তুমি বন্দী—আমি বিচারক !

বীরেন্দ্রসিংহ। রে পাঠান,—বিচারক—
সর্ব্বশক্তিমান সেই ভগবান—
নহে অন্য জন !—

কতলু খাঁ। কহ কি কারণ—করনি প্রেরণ—
ইচ্ছামত সৈন্য অর্থ সাহায্যে আমার ?

বীরেন্দ্রসিংহ। বাঙ্গালীর চির ঘৃণা দস্যুর সাহায্যে !

কতলু খাঁ। দস্যু !

বীরেন্দ্রসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দস্যু !

কতলু খাঁ। আরে রে—নির্ব্বোধ! নিজদর্পে বধিস্ নিজেরে—
না-না—নাহি আর পরিত্রাণ তোর!
নাহি পাবি করুণার বিন্দু বারি কণা!

বীরেন্দ্রসিংহ। হা-হা-হা-
হীন-ঘৃণ্য-পশু পাশে করুণা-প্রার্থনা?
শত্রুর করুণা দানে লভিয়া জীবন—
ইতিহাসে কলঙ্কিত রচনা বাঙ্গালী!
বীর্য্য-বান বাঙ্গালীর ভীম পদাঘাতে
চূর্ণ হবে পাঠানের করুণা-মহত্ত্ব!

কতলু খাঁ। বেতমিজ
পাঠানের করুণায় পদাঘাত!
উঠিয়াছে স্পর্দ্ধা তোর পর্ব্বত শিখরে;
ঝঞ্ঝাবেগে ভূমিতলে হইবে পতিত,
এখনি সু-উচ্চ-শির লুটাবে ধুলায়,—
অপরাধে, প্রাণদণ্ড যোগ্য শাস্তি তোর!

বীরেন্দ্রসিংহ। নির্ম্মম পাঠান! বিলম্ব কি হেতু তবে?
ঘাতকে আদেশ দাও মোর কণ্ঠচ্ছেদে!

কতলু খাঁ। মৃত্যু পূর্ব্বে-আছে কিরে অভিলাষ কিছু?

বীরেন্দ্রসিংহ। আছে-মাত্র একটি প্রার্থনা!—
শীঘ্র-মোর বধকার্য্য করহ সম্পন্ন!

কতলু খাঁ। তাহাই হইবে—আর কিছু?

বীরেন্দ্রসিংহ। কিছু না।—

কতলু খাঁ। চাহ নাকি, তনয়ারও ক্ষণিক সাক্ষাৎ?

বীরেন্দ্রসিংহ। না—

পাঠানের গৃহে যদি বন্দিনী জীবিতা থাকে,
থাকে যদি বুকে তার প্রাণের স্পন্দন
চাহিনা হেরিতে পুনঃ আনন তাহার !
কিন্তু—যদি কন্যা মোর হইয়া বন্দিনী
উপবাসে—বিষপানে কিম্বা উদ্বন্ধনে
আত্ম-হত্যা যদি করে—পাঠান কারায়—
তাহ'লে হে নবাব—
অবিলম্বে দেহ আনি মৃত দেহ তার !
বুকে তুলে নিয়ে সেই নিষ্প্রাণ পুত্তলি
গভীর-আনন্দ-সুখে—চাপি'বক্ষ মাঝে—
হাসি মুখে খড়্গ তলে দিই শির পাতি,
পিতা পুত্রী চলে যাই—অনন্তের পথে !

কতলু খাঁ। তবে শোন্ মদগর্ব্বি !
কন্যা তোর নহে বন্দী পাঠান কারায়—
বন্দিনী সে নবাবের চিত্ত-কারাগারে !
তোর কন্যা—কতলুখাঁর বিলাস সামগ্রী
যোগায় ইন্ধন মোর লালসা আগুনে।

সহসা বীরেন্দ্রসিংহ অগ্রসর হইয়া কতলুখাঁকে
পদাঘাত করিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহ। এইনে পিশাচ-পিশাচের যোগ্য শাস্তি !

কতলু খাঁ। পদাঘাত ! পদাঘাত করেছিস তীব্র ভুজঙ্গমে
দংশনের বিষময় জ্বালা তবে দেখ্ !
উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে—

বীরেন্দ্রসিংহ। প্রাণদণ্ড পরে—আর কিবা শাস্তি দিবে ?

কতলু খাঁ। হ্যাঁ প্রাণদণ্ড! জহ্লাদ! জহ্লাদ!

জহ্লাদ প্রবেশ করিল।

লয়ে যাও বন্দী বাঙ্গালীরে—
কল্য প্রাতে, কাফেরের ছিন্ন-মুণ্ড চাই!
যাও! ওসমান—
থেক তুমি বধ্যভূমি মাঝে
তোমারই সম্মুখে যেন হয় কার্য্য শেষ!

[বীরেন্দ্রকে লইয়া ওসমান ও জহ্লাদ প্রস্থান করিলেন।

কতলু খাঁ। অপমান! অপমান!
তীব্র অপমান-জ্বালা হবে প্রশমিত,
বীরেন্দ্রের ছিন্নশির কবন্ধ হেরিয়া!
মুছে যাবে অচিরেই অপমান-গ্লানি
বীরেন্দ্রের তপ্ত-রক্তে-পদ প্রক্ষালনে!
চূর্ণ আজি দর্প অহঙ্কার—
চূর্ণ তেজ স্পর্দ্ধিত বাঙ্গালী!
তুলেছিল' অকারণে বিদ্রোহ নিশান,
চেয়েছিল সাধিবারে বৈরীতা আমার,
করেছিল,' পদঘাত মোর করুণায়,—
প্রতিফলে, যোগ্য শাস্তি লভিল' বাঙ্গালী—

[প্রস্থান করিলেন ও তৎপশ্চাতে সকলে প্রস্থান করিল

—

পঞ্চম দৃশ্য

গড়-মান্দারণের পশ্চাৎভাগ। আম্রকানন

স্ত্রীবেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে গজপতি প্রবেশ করিলেন।

গজপতি। ওরে বাবা রে! অনেক কষ্টে প্রকাণ্ড রকম প্রাণপাখীটা বেঁচে গেছে! দিল্লী থেকে কি জঘন্য নগন্য—বাংলামূল্লুকে এসেছি বাবা! একেবারে প্রকাণ্ড রকম নাস্তনাবুদ্ ক'রে ছাড়লে! বাপ রে! দুর্গের মধ্যে পাঠানেরা কি প্রকাণ্ড রকম রক্ত-গঙ্গা ছুটিয়ে দিয়েছে! তা'র ওপর আমার চন্দ্রাবলী আর রাধাকে যদি ওরা লুটে নিয়ে যায় তাহ'লে আমি যে প্রকাণ্ড রকম বৎসহারা গাভীর দশা প্রাপ্ত হব। [ক্রন্দন]

আসমানি প্রবেশ করিল।

আসমানি। আম-বাগানে, রাতের বেলা কে কাঁদে রে—বাবা!—ভুত না হুতুম পেঁচা?

গজপতি। রাম! রাম! রাম!

কাঁদিতে লা গিলেন।

আসমানি। বলি, কে তুমি গা?

গজপতি। আমি? অবলা—সরলা—বিরহিণী গা।

আসমানি। আরে—এযে দেখছি, বিদ্যাদিগ্গজ ঠাকুর। যাক্ ভুত পেত্নী নয় তা হ'লে? বলি ও ঠাকুর ঘোমটা-টা খোল না!—খুলে দেখ, আমি তোমার রাস-রাসশ্বেরী রাধিকা-লীলা করতে এসেছি।

গজপতি। লীলা খেলার শেষ—আর একটু হ'লেই—হয়েছিল রাধে। গড়-মান্দারণ গোকুলে প্রকাণ্ড রকম কংস রাজার দল ঢুকেছে।

আসমানি। কংস রাজার দল ?

গজপতি। ওই পাঠানের দল রাধে! ওই পাঠানের দল! ওরা কংস রাজার দলের চেয়েও প্রকাণ্ড রকম ভয়ানক!

আসমানি। তা হোক! আমাদের রাসলীলা—এবার অন্য কোথাও গিয়ে জমানো যাবে!

গজপতি। প্রকাণ্ড রকম গোকুলটা ধ্বংস হয়ে গেল, গোকুলের রস-কস ফুরিয়ে গেল—এখন আর রাসলীলা জমবে কেমন করে রাধে ?

আসমানি। তার জন্যে আর একটা নূতন বৃন্দাবনে যাচ্ছি ঠাকুর। এসনা, আমার সঙ্গে—যাবে ?

গজপতি। তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো রাধে ?

আসমানি। পাঠান কতলু খাঁর দুর্গে—

গজপতি। ওরে বাপ রে! একেবারে কংস রাজার খপ্পরে? তা'বলি চন্দ্রাবলীকে নিয়ে তুমিই যাও না, রাধে!

আসমানি। চন্দ্রাবলী! সে তো, সেই পাঠানদেরই দুর্গে আছে!

গজপতি। তা তুমিও তো তার সঙ্গে গেলেই পারতে!—এই প্রকাণ্ড রকম গোবেচারার ওপ'র নজর পড়্‌লো কেন?

আসমানি। ঠাকুর বুদ্ধির ঢেঁকি। বন্দিনী হয়ে তো আমি সেখানে যেতে চাই না। আমি সেখানে যাবো নূতন বেশে, বিমলা ঠাকরুণ আর রাজকন্যেকে মুক্ত ক'রে আন্‌তে।

গজপতি। তা'তো বুঝলুম! কিন্তু সেই প্রকাণ্ড রকম কঠিন ঠাঁইএ ঢুক্‌বে কেমন করে রাধে ?

আসমানি। আমারই একজন দূর সম্পর্কের ননদ, সেখানের খাস বাঁদী। তারই খাতিরে আমারও সুবিধা করে নেব। কিন্তু সেই 'ধবুপুরের' পথে আমি একলা মেয়ে মানুষ হ'য়ে যেতে তো পারি না! তুমি যদি

আমার সঙ্গে যাও ঠাকুর, তাহ'লে আমারও কাজ হয়,—আর তোমারও বৃন্দাবন লাভ হয়।

গজপতি। ভাযা বলেছ! বৃন্দাবন লাভ হোক আর না হোক, প্রকাণ্ড রকম বৈকুণ্ঠ-লাভ কিম্বা স্বর্গ-লাভ যে হবে,—তা' একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি!

আসমানি। এত' উতলা হচ্ছ কেন ঠাকুর তুমি, দিব্যি একটা বান্দা সেজে, আমার সঙ্গে গিয়ে, দিন রাত সেখানে, চন্দ্রাবলী কুঞ্জে আর রাধা কুঞ্জে প্রেমলীলা করবে।

গজপতি। প্রকাণ্ড রকম প্রাণটা নিয়েই যেখানে টানাটানি, সেখানে প্রেমলীলা করে আর কাজ নেই রাধে।

আসমানি। তাহ'লে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না ঠাকুর! এই পথ চ'লতে যে কতখানি আনন্দ ছড়িয়ে আছে, তা' তুমি কেমন করে জান্‌বে?

গজপতি। কি রকম আনন্দ রাধে?

আসমানি। এই চাঁদনি রাত—

গজপতি। কি রকম! এতো আমাবশ্যার রাত।

আসমানি। অমাবশ্যা হলেও মাটীতে আজ চাঁদ উঠেছে, ঠাকুর। বলি, আমার এই চাঁদ মুখখানা কি আকশের চাঁদের চেয়ে কম সুন্দর?

গজপতি। না-না প্রকাণ্ড রকম সুন্দর! তারপর আর কি রকম আনন্দ আছে, রাধে?

আসমানি। আনন্দ! রাতের বেলা তুমি আমি কাছাকাছি দু'জনে একলা, তার ওপর ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে। আমার যে কি রকম আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলবো ঠাকুর প্রাণের মধ্যে যেন বসন্ত হুটোপাটী করছে।

গজপতি। বসন্ত হুটোপাটী করছে! চুলোয় যাক তোমার বসন্ত—

নন্দ প্রবেশ করিল।

নন্দ। কে—কে চুলোয় যাবে ?

গজপতি। ওরে বাবা—একেবারে সাক্ষাৎ 'প্রকাণ্ড রকম' যমদূত !

নন্দ। আমার কথা কানে নিচ্ছ না যে ? সত্যি ব'ল কাকে চুলোয় পাঠাচ্ছিলে ? তা'নইলে মেয়ে মানুষ বলে খাতির করবো না !

গজপতি। (স্ত্রী কণ্ঠের অনুকরণে) দোহাই বাবা ! এই তোমার দিব্যি—চুলোয় আমি কাউকে পাঠাইনি।

নন্দ। আর আমি এইমাত্র শুনলুম !

গজপতি। (স্ত্রী কণ্ঠে) ওই রাধের সঙ্গে বসন্তের কথা উঠলো কিনা ! তাই বলেছি-'তোমার প্রকাণ্ড রকম বসন্ত চুলোয় যাক্।

নন্দ। কি আমার খোকন চুলোয় যাবে ? দেখ ! তোমরা মেয়ে মানুষ। তোমাদের আমি মায়ের চক্ষে দেখি। এখনও বল—কোথায় আমার খোকনকে লুকিয়ে রেখেছো—নইলে—

আসমানি। তোমার খোকন কে,—তাতো, আমরা জানিনা ভাই !

নন্দ। যার কথা তোমরা এইমাত্র বলছিলে, সেই বসন্তই আমার খোকন।

গজপতি। (স্ত্রী কণ্ঠের অনুকরণে) বসন্ত তোমার খোকন ? সে তো—

নন্দ। কি ! তবে তোমরা বলবে না,—কোথায় সে ?

গজপতি। সে এসেছিল, কিন্তু হারিয়ে গেছে !

নন্দ। না ! তোমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছো।

গজপতি। (নিজকণ্ঠে) লুকিয়ে কোথায় রাখবো মাণিক। এই প্রকাণ্ড রকম ট্যাকে ? দেখি খুঁজে। গোজা আছে কি না। কই নেই তো। তাহ'লে পড়ে গেছে মাণিক।

নন্দ। তুমি কে বলতো ?

আসমানি। ইনি! ইনি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ঠাকুর।

গজপতি। তবে পাঠানের ভয়ে আপাততঃ লিঙ্গ বেশ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

নন্দ। ও সব চালাকি আমি শুনতে চাই না ঠাকুর। যদি ভাল চাও তো বল—খোকনকে চুরি করে এনে—কোথায় রেখেছো। তা নইলে বামুন বলে মানবো না। এই লাঠির ঘায়ে মাথাটা তোমার ছাতু-ক'রে দেবো।

আসমানি। গরীব বামুনের ছেলে ইনি। এর চুরি ক'রে কি লাভ হবে ভাই?

নন্দ। তা' আমি কেমন ক'রে জানবো! আমি শুনলুম কে একজন তাকে এনে রেখেছে একটা দুর্গের মধ্যে। তাই এই দুর্গের ধারে সন্ধ্যে থেকে ওৎপেতে ব'সে আছি যদি কেউ দুর্গ থেকে বার হয় তারই জন্যে। আমি দেখলুম, তোমরা বেরিয়ে এসেছো দুর্গের পেছনদিক দিয়ে। তার ওপর আমার খোকনের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও বলছো। এখন কেমন করে বিশ্বাস করবো, যে তোমরা জান না, আমার খোকন কোথায়!

আসমানি। না ভাই, সত্যি আমরা জানি না। তবে আমার সন্দেহ হয়—এ'কাজ হয় তো পাঠানদের। তার ওপর দুর্গ তো দুনিয়াতে একটা নয়। দেখ তুমি এক কাজ কর।—আমার সঙ্গে মুসলমানের বেশে চল পাঠানদের দুর্গে সেখানে খোঁজ ক'রে দেখ্‌বে,—তোমার খোকন আছে কি না। বলো,—যাবে?

নন্দ। বেশ—চল। একশ'বার তুমি যখন আমায় ভাই ভাই ব'লে ডাকছো,—তখন তোমার কথায়, আমি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারি, সমুদ্রে ডুবতে পারি, পাহাড় থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারি। জানো তোমরা, আজ দশ দশটা দিন আমি এমন জায়গা নেই, যেখানে

আমার হারানিধিকে খুঁজে বেড়াইনি।—যে, যেখানে বলেছে, সেখানেই হাওয়ার সঙ্গে ছুটে গিয়েছি। কিন্তু তবুও আমার বুকের ধনকে আমি পাইনি।

আসমানি। এইবার চল। আমার মন বলছে তোমার হারানিধিকে তুমি পাঠান-দুর্গেই পাবে।

নন্দ। তবে চল বোন। আর দেরী নয়!

আসমানি। এস!

[নন্দ ও আসমানি প্রস্থান করিল।

গজপতি। আমাকে প্রকাণ্ড রকম অন্ধকারে একলা ফেলে কোথায় যাবে রাধে। শোনো—শোনো—

রহিম প্রবেশ করিল।

রহিম। ওই—অন্ধকারে কেনা মেয়ে মানুষের মত। কোথায় যাবে বিবিজান? আমাকে ঘরে বন্ধ করে পালিয়ে এসেছো, কিন্তু আমি দরজা ভেঙ্গে তোমার পেছনে পেছনে এসেছি, এবার কোথায় যাবে সোনার চাঁদ।

গজপতির হাত ধরিল।

গজপতি। দোঁহাই বাবা। আমায় প্রাণে মেরো না। আমি তোমার "বিবিজান" নই বাবা।

রহিম। তবে কে তুই?

গজপতি। আমি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ অভিরাম স্বামীর চেলা।

রহিম। ওঃ! তাই বুঝি তোর হাতটা 'চেলা কাঠের' মত শক্ত। হাত ধরেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো—আমার বিবিজানের হাত তো এমন শক্ত নয়।

গজপতি। তবে আমায় ছেড়ে দাও বাবা।

রহিম। ছেড়ে দেবো কি!—তোকে খুন করবো।

গজপতি। দোঁহাই বাবা—আমায় খুন করো না। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো বাবা— (কাঁদিতে লাগিলেন)

রহিম। তবে যা ব'লবো তাই করবি?

গজপতি। হ্যাঁ বাবা।

রহিম। মোছলমান হবি,—কলমা পড়বি—গোস্ত খাবি?

গজপতি। সব করবো বাবা! সব করবো।

রহিম। তবে চলে আয় আমার সঙ্গে।

গজপতি। কিন্তু এসব ক'রে কি হবে মাণিক। আমার দ্বারা কি কাজ হবে? পড়তুম অভিরাম স্বামীর কাছে স্মৃতি, আর আওড়াতুম ব্যাকরণ—

রহিম। তা আমাদের নবাবের কাছেও তুই পুঁথি পত্র পড়বি?

গজপতি। কি রকম পুঁথি বাবা?

রহিম। পুঁথি অনেক রকম। এই যেমন সত্যপীরের পুঁথি, মানিক পীরের, পুঁথি আরও কত রকমের পুঁথি—

গজপতি। তবে আমি মানিক পীরের পুঁথি খানাই পড়বো।—আ-হা-হা! কি সুন্দর পুঁথি—"মানিকরে কাঁদছে তোর 'আম্মাজান'—'মায়ের বুকে শেল হানিয়ে ফকির হইয়ো না। মানিকপীর ভবপারে যাবার লা'—।"

রহিম। এই তো দেখছি—তোর সব কিছু জানা আছে। তবে আর ভাবনা কি—আয় চলে আয়—

[গজপতিকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বধ্যভূমি

একাকী ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। কি সুন্দর, এই বিমল উষা! প্রকৃতির, কি মহান মাধুর্য্য বিকাশ! স্নিগ্ধ পবনের মধুর-হিল্লোল, বিহগের কল-কণ্ঠের ঝঙ্কার, তটিনীর অবিশ্রান্ত কুলু-কুলু স্রোতে বেজে উঠেছে খোদার বন্দনা গান! ঐ যে নবোদিত দিনমণির প্রতি কিরণছটায়, বিচ্ছুরিত হচ্ছে সর্ব্ব-শক্তিমান খোদার অনন্ত মহিমার বিকাশ! আর মানুষ! তার সেই রক্তরাগ রেখা মলিন ক'রে খোদার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানুষেরই রক্তপাত করছে! হা—রে মানুষ—এই তোর মনুষ্যত্ব! এখনও বিশ্ব সম্পূর্ণ জাগেনি, মস্‌জিদের আজান ধ্বনি এখনও থেমে যায়নি, সূর্য্য এখনও সম্পূর্ণ আত্ম-প্রকাশ করেনি—আর এখনই হত্যার খড়্গের রক্তরেখা অঙ্কিত হবে। কি করবো—আমি আদেশ পালক ভৃত্য—আমাকে আদেশ পালন করতে হবে! জহ্লাদ! বন্দীকে নিয়ে এস!

জহ্লাদ সহ বন্দী বীরেন্দ্রসিংহ প্রবেশ করিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহ। কেন? কেন মা—তোমার ধূলি ধূসরিতা দীনা মূর্ত্তি? চোখে কেন দর-বিগলিত অশ্রুধারা? আমার আনন্দময়ী মায়ের, আজ একি নিরানন্দ করুণমূর্ত্তি! শস্য শ্যামলা মা আমার, এখনও তুমি কাঁদছো? আমি যে তোমার আবাহনের মঙ্গলঘট বসিয়েছি, বোধনের

মন্ত্র-পাঠ করেছি, মাতৃপূজার নৈবিদ্য-নির্ম্মাল্য সাজিয়েছি!—তবুও তোমার মুখে আনন্দের হাসি নেই! বুকে দুঃখের অবসান নেই! হাতে মঙ্গল আশীষ নেই!

ওসমান। তোমার মাতৃ-পূজা সফল হবে না বীর!

বীরেন্দ্রসিংহ। সফল হবে পাঠান! ওই চেয়ে দেখ, মায়ের আর একখানা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে বাঙলার বুকে ফুটে উঠেছে। ও মূর্ত্তি আমার মায়ের রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি! মা আমার দশ-প্রহরণ-ধারিণী ভগবতীর রূপে আবির্ভূতা!—আজ যে আমার মায়ের মহানবমী পূজা!

ওসমান। কিন্তু, এখনই বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠবে বীর—তোমার মরণে!

বীরেন্দ্রসিংহ। মরণ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাঙ্গালী মরে না পাঠান, বাঙ্গালী মরে না! বাঙ্গালী তার আত্মবলি দেয় দেশ মায়ের পূজায়!

ওসমান। অথচ পাঠানের খড়্গাঘাতে, বাঙ্গালীকে তার মায়ের কাছ হ'তে নিতে হবে চির-বিদায়!

বীরেন্দ্রসিংহ। না পাঠান—মায়ের সন্তান মায়ের কাছে চিরবিদায় নেয় না! আবার আমি ফিরে আসবো, এই মায়েরই শ্যামল অঙ্কে, আবার এই মায়েরই অফুরন্ত দানে গড়ে উঠবে, আমার নূতন জীবন। আবার এমনি করে বুকে মাথা রেখে, এই ভাবেই একদিন ঘুমিয়ে পড়বো।

ওসমান। তবু আজ যে বীরেন্দ্রসিংহের তপ্ত রক্ত মাটীর বুকে ঝরে পড়বে, সে বীরেন্দ্রসিংহ আর জন্মাবে না বীর!

বীরেন্দ্রসিংহ। জন্মাবে! একজন বীরেন্দ্রসিংহের মরণে, জন্মাবে কোটী কোটী বীরেন্দ্র বাংলা মায়ের পবিত্র অঙ্কে,—কণ্ঠে নিয়ে মায়ের মুক্তি সাধনার মন্ত্র, হস্তে নিয়ে মায়ের পূজার পবিত্র নির্ম্মাল্য বক্ষে নিয়ে মাতৃপূজার বিপুল আকাঙ্ক্ষা,—চূর্ণ বিচূর্ণ করতে মায়ের অধীনতা শৃঙ্খলের নাগপাশ!

ওসমান। কবির কবিত্বময় স্বপ্ন-বিলাস—আর কিছু নয়! তুমি কল্পনার নয়নে দেখছো আশার বিমল আলো, কিন্তু প্রত্যক্ষ্যে অপেক্ষা করছে নৈরাশ্যের বিপুল অন্ধকার—

ভিক্ষুকবেশী অভিরাম স্বামীর সহিত মন্দির রক্ষক গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

মন্দির রক্ষক। গীত।

তবু ও ঘুচিবে অন্ধকার।
পুনঃ রবি আসি, সে তিমির নাশি—বিশ্বে ছড়াবে আলোক তার।
তবু আশা গাহে, মধুর রাগিণী
শেষ হবে পুন দুখের রজনী,
আর কাঁদিবে না দুঃখিনী জননী ফেলিয়া অশ্রুধার
তবু জাগরণে ঘুম ভেঙ্গে যাবে
বন্দী কারার প্রাচীর টুটিবে,
তবু ও বাঙ্গালী অরাতি নাশিবে ছাড়িয়ে হুহুকার।

ওসমান। একি! কে তোমরা?

ছ: অভিরাম। ভিক্ষুক!

ওসমান। ভিক্ষার স্থান এখানে নয়!—এখানে—

ছঃ অভিরাম। এই খানেই বীর!

ওসমান। বেশ! কি তোমার প্রার্থনা?

ছঃ অভিরাম। এই বন্দীর জীবন ভিক্ষা!

ওসমান। এই বন্দীর জীবনে তোমাদের কি প্রয়োজন ভিক্ষুক?

ছঃ অভিরাম। রাজার জীবনে প্রজার যেমন প্রয়োজন!

ওসমান। উত্তম! প্রহরী!

প্রহরী প্রবেশ করিল।

এই ষড়যন্ত্রীদের বন্দী কর!

ছঃ অভিরাম। স্বচ্ছন্দে!

[প্রহরী বন্দী করিল।

বীরেন্দ্রসিংহ। একি ভিক্ষুক! এ তুমি কি দৃশ্য দেখাচ্ছ? জান না কি, এই রাজভক্তির পরিণাম?

ছঃ অভিরাম। পরিণামে মৃত্যু—তা জানি রাজা!

ওসমান। কিন্তু মৃত্যু বরণ করেও তোমার রাজাকে রক্ষা করতে পারবে না ভিক্ষুক! তোমার সম্মুখেই জহ্লাদের শাণিত খড়্গে তোমাদের রাজার শির দ্বিখণ্ডিত হবে! আর মনে রেখ তোমাদের এই অসীম সাহসিক কার্য্যেরও সমুচিত প্রতিফল পাবে।

ছঃ অভিরাম। ক্ষোভ নেই!

ওসমান। উত্তম! তবে তোমার সম্মুখেই তোমার রাজার ইহলীলার পরিসমাপ্তি হোক্ ভিক্ষুক। প্রহরী! সেই রমণীকেও নিয়ে এস বন্দী এইখানেই থাক। [প্রহরী প্রস্থান করিল।

বীরেন্দ্রসিংহ। আর বিলম্ব কেন পাঠান।

ওসমান। মরতে তুমি একটুও ভয় পাও না। চমৎকার তোমার বীরত্ব!—মুগ্ধ আমি তোমার নির্ভীকতায়। কি করবো!—আমি আদেশ পালক ভৃত্য মাত্র এমন, বীর দেশ সেবকের যোগ্য পূজায় আমি নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু মরবার পূর্ব্বে শুধু আমায় এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও—যেন তোমার মত মাতৃভক্ত, দেশসেবক হতে পারি। যেন তোমারই মত মায়ের মুক্তির জন্য এমন ক'রে মায়ের বুকে মাথা রেখে মরতে পারি।

বীরেন্দ্রসিংহ। তোমার উদারতা আমার স্মরণ থাকবে, মৃত্যুর পরপারে গিয়েও।

ওসমান। হ্যাঁ বীর—মরবার পূর্ব্বে শুধু এই টুকু জেনে যাও—ওসমান পাঠান হলেও নির্ম্মমতার উপাদানে গঠিত নয়। বল বীর মৃত্যুর

পূর্ব্বে যদি তোমার কোন বাসনা থাকে, কর্ত্তব্য বিরুদ্ধ না হলে আমি তা' পূর্ণ ক'রবো।

বীরেন্দ্রসিংহ। বাসনা একমাত্র ঘাতকের খড়্গ—আর কিছু নয়। তবে যদি পার—আমার কন্যাকে জানিও আমার অন্তিম-ইচ্ছা, আমি তার জন্য অপেক্ষা করবো ওই পরপারে। আর—আর বিমলা—

উন্মত্তা আলুলায়িতাকেশা বিমলা প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর!

বীরেন্দ্রসিংহ। বিমলা! বিমলা!

বিমলা। না—না। ওগো না। আজ আমি জগতের কাছে উচ্চ কণ্ঠে বল্‌বো—স্বামী! স্বামী! স্বামী!

বীরেন্দ্রসিংহ। জগৎ সে কথা বিশ্বাস করবে না বিমলা। তুমি যাও বিমলা ফিরে যাও। আর আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও।

বিমলা। স্বামী! কণ্ঠরত্ন আমার। তুমি কোথায় যাবে। কার হাতে আমাদের সমর্পণ ক'রে কোন অজানা দেশে তুমি যাচ্ছ নাথ !

বীরেন্দ্রসিংহ। বিমলা! প্রিয়তমে! হত্যার শাণিত খড়্গ প্রতি-নিয়ত আমার মাথার উপরে ঝুলছে। এ সময় কেন তুমি আমার প্রাণে বাঁচবার সাধ জাগিয়ে দিচ্ছ। আমার এই দুর্ব্বল মুহুর্ত্তের সামান্য উত্তেজনায় শত্রু ধিক্কার দেবে, পাঠান হাসবে, জগৎ আমায় মরণ-ভয়ে-ভীত মনে করবে। দাও বিমলা—বিদায় দাও।

বিমলা। আর তোমার সহধর্ম্মিনী, একা পড়ে থাকবে বুকে নিয়ে তীব্র দাবানলের জ্বালা ?

বীরেন্দ্রসিংহ। না!—বিমলা আমি শূদ্র কন্যার পাণিপীড়ন করে ছিলাম জীবনে তাকে কাঁদাতে!—দশের চক্ষে নীচ হীন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দিয়ে ছিলাম তোমাকে আজীবন দাসীর পরিচয়। কিন্তু মরণের পর-

পারে, তুমি হবে আমার হৃদয় রাণী সহধর্ম্মিনী। এস তুমি আমার পশ্চাতে, আমার চিতায় সহমরণে।

বিমলা। স্ত্রী তো চিরদিনই স্বামীর দাসী নাথ। যাও প্রিয়, অপেক্ষা কর জীবনের পরপারে, তোমার সেবিকার জন্য। আমি আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে,—প্রতিশোধ নিয়ে আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

বীরেন্দ্রসিংহ। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে পারবে বিমলা?

ছঃ অভিরাম। তাহ'লে আমার শিক্ষার স্বার্থকতা প্রকাশ পাবে—বৎস!

বীরেন্দ্রসিংহ। কে? কে আপনি? ওঃ! চিনেছি! গুরুদেব! গুরু!

বিমলা। হ্যাঁ আজ আমরা পিতা-পুত্রিতে প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। এই হাতে, আজ কিসের প্রয়োজন, জানো নাথ? এই আভরণ এই স্বর্ণ কঙ্কন নয়। [গহনা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই হাতের আভরণ আজ হতে, তীক্ষ্ণ-সুশাণিত লৌহ-ইস্পাত।

বীরেন্দ্রসিংহ। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোবাসনা জগদীশ্বর সফল করুন!

জহ্লাদ। জনাব! আমার উপর আদেশ এই প্রভাতেই নবাবকে এই কাফেরের ছিন্ন-মুণ্ড উপহার দিতে হবে।

ওসমান। জানি। কিন্তু এখানে নয় জহ্লাদ। এখানের প্রতিটী ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র হয়ে উঠেছে, এখানে পবিত্র বেহেস্তের আলো ফুঁটে উঠেছে, এখানে নরকের গভীর অন্ধকার টেনে এনো না। যাও জহ্লাদ বন্দীকে নিয়ে যাও। ওই দূরে প্রস্তর শিলার অন্তরালে কার্য্য শেষ কর।

বিমলা। না!—না!—আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক্।

বীরেন্দ্রসিংহ। না—না বিমলা! তুমি যাও! তুমি যাও!

বিমলা। ওগো না—না! তোমার রুধিরে আমার মনের সঙ্কোচ মুছে যাক্।

ওসমান। এ দৃশ্য তুমি দেখতে পারবে না-মা।

বিমলা। পারবো! হৃদয় এতটুকু বিচলিত হবে না, বক্ষ এতটুকু কাঁপবে না, চক্ষু এতটুকু অশ্রু ও ফেলবে না।

ওসমান। না—না—তা হয় না মা! তা যদি হ'তো, তা হ'লে বিশ্বে পতি-পত্নী সম্বন্ধ উঠে যেত। যাও জহ্লাদ বন্দীকে নিয়ে যাও।

[জহ্লাদ বীরেন্দ্রসিংহকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিমলা। আমার অনুরোধ তুমি রাখলে না পুত্র। কিন্তু—না—না—আমি দেখতে চাই। ওই পুণ্য পূত স্বামী রক্ত-স্পর্শে আমি প্রতিজ্ঞা করতে চাই।—রক্তের প্রতিহিংসা—আমি রক্তপাতে মেটাতে চাই। আমি প্রতিশোধ চাই—চরম প্রতিশোধ।

[দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ওসমান। যেও না—যেও না। চলে গেল। শুন্‌লে না—অভাগিনী, হায় খোদা!—স্বামীর মৃত্যু দেখতে স্ত্রীর এত সাধ? এইবার এস বন্দী। তোমাদের জন্যে পাঠানের কারাগারে অজস্র ভোজ্য সঞ্চিত রয়েছে, গ্রহণ করবে এসো—

ছঃ অভিরাম। কারাগার। হা—হা—হা। অভিরাম স্বামীকে বন্দী করে রাখতে যে কারাগারের প্রয়োজন, সে কারাগার এখনও সৃষ্টি হয়নি পাঠান। অভিরাম স্বামীকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে যে শৃঙ্খলের প্রয়োজন, সে শৃঙ্খল আজও তৈরী হয়নি পাঠান। এই দেখ। এস সাধক।

[শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন ও মন্দির রক্ষকসহ প্রস্থান করিলেন।

ওসমান। অভিরাম স্বামী! অসামান্য শক্তিধর।

বীরেন্দ্রের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া জহলাদ প্রবেশ করিলেন।

জহ্লাদ। হা—হা—হা—কাজ শেষ। জনাব। এই নিন।

ওসমান। ওঃ। কি বীভৎস দৃশ্য—কি করুণ—কি মর্ম্মন্তুদ। যাও। নিয়ে যাও ঐ মুণ্ড!

জহ্লাদ। আজ নবাবের কাছে মিলিবে অজস্র পুরস্কার। এত বড় একটা গর্দ্দানা এক আঘাতে দু'টুকরো করেছি। হা—হা—হা। কাফেরের ছিন্নশির। হা—হা—হা।

[প্রস্থান করিল।

ওসমান। 'মেহের বান' খোদা। জানি না, তুমি আমায় কোন পথে নিয়ে যাচ্ছ'। কি জানি কিসের একটা প্রবল-আকর্ষণে, ওই বন্দিনী রমণীকে দিয়েছি জগতের শ্রেষ্ঠ আসন। নবাবের অজ্ঞাতে, তার স্বামী সন্দর্শনের অনুমতি দিয়েছি আমি। হ'য়তো এর পরিণামে, আমায় কঠিন শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। হোক।—তবু যে উদারতা যে অসীম—স্নেহ, যে আনন্দ করুণার পারাবার ওই রমণীর বক্ষে তার কাছে নবাবের শত তিরস্কার, সহস্র লাঞ্ছনা অসংখ্য নির্য্যাতন সব তুচ্ছ! যদিও আমায় এর জন্য মৃত্যু বরণ করতে হয়, তবুও আমি উচ্চকণ্ঠে বলবো. হিন্দুরমণী আমার মা—মা—

[প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাঠান দুর্গ—প্রাসাদ অলিন্দ

বসন্তসিংহ গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল।

বসন্ত। গীত।

শুধুই গোপনে কাঁদি।
বহু ক্ষণে ক্ষণে গোপন রোদনে, আমার বুকেতে দুঃখের নদী।
মিটে নাই সাধ, মিটে নাই আশা—
মিটে নাই বুক ভরা ভালবাসা।
সব দুঃখ সহি, আশা—পথ চাহি রাখিয়াছি হিয়া বাঁধি
ফুটে ছিল ফুল আমার জীবনে
সুরভি বিলাত দখিনা পবনে
দমকা হাওয়ায় সে ফুল—ঝরায় হায় হায় বিধি বাদি।

পাঠানের ছদ্মবেশে নন্দ প্রবেশ করিল।

নন্দ। খোকন। খোকন। আমার খোকন।

[বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বসন্ত। কে!—কে!—আমার নন্দ দা। তুমি এসেছ নন্দ দা?

নন্দ। হ্যাঁ দাদু! আমি এসেছি! এখানে এভাবে এ বেশে, এসে তবে আমি আমার হারানিধিকে আজ খুঁজে পেয়েছি।

বসন্ত। তোমাকে এ বেশে দেখেও আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি। চল নন্দ দা—আমরা ঘরে যাই।

নন্দ। হ্যাঁ ভাই—খুব শীগ্‌গিরই আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব। তুই একটু আস্তে কথা বল খোকন। তা' নইলে, তোকে এই পাপপুরী থেকে নিয়ে যেতে কিছুতেই পারব না।

বসন্ত। কেমন করে আমায় নিয়ে যাবে নন্দদা? সে তুমি পারবে না বোধ হয়।

নন্দ। কেন?

বসন্ত। এই নবাব বড় দুষ্ট নন্দা দা।

নন্দ। সে যদি হয় দুষ্ট, আমি হব তার যম। সে যদি হয় সাপ —আমি হব নেউল। সে যদি হয় বুনো ওল-আমি হব বাঘা তেঁতুল। খোকন! যখন আমার খোকনকে আমি আবার বুকে ফিরে পেয়েছি তখন কারসাধ্যি—বুকের ধনকে বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়।

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। বটে, এত শক্তি তোমার? তবে দেখাও তোমার শক্তির মূল্য।

নন্দ। শক্তি তুমি কি দেখবে খাঁ সাহেব। এখনও আমার নাম শুনলে সবাই ভয়ে আঁতকে ওঠে।

ওসমান। কে তুমি?

নন্দ। এখন আমার খোকনের নন্দদা—আর আগের দিনের নন্দ ঘোষ।

ওসমান। কি জন্য তুমি এখানে ছদ্মবেশে এসেছো হিন্দু?

নন্দ। নন্দাঘোষের যাওয়া আসার অধিকার, সবখানেই ভগবান সমান ভাবে দিয়েছেন।

ওসমান। কিন্তু তুমি আজ এসেছ "সেরের আড্ডায়" প্রাণ নিয়ে তোমায় ফিরতে হবে না।

নন্দ। হ্যাঁ, প্রাণ নিয়েই আমি ফিরবো আর যে আমার খোকনকে চুরি করে এনেছে তার মুণ্ডটাও সেই সঙ্গে ছিঁড়ে নিয়ে যাবো।

ওসমান। তার পূর্ব্বে তোমাকে বন্দী হতে হবে?

নন্দ। হা-হা-হা। খাঁ সহেব, তোমাদের পাঠানি চাল নন্দা ঘোষের কাছে টিক্‌বে না। অতীতের নন্দা ডাকাতের নাম তুমি বোধ হয় শোন্‌নি তাই এতখানি বীরত্ব দেখাচ্ছ।

ওসমান। নন্দা ডাকাত! বাংলার অতীত-বিভীষীকা মুর্ত্তিমান শয়তান।

নন্দ। ছিলুম, কিন্তু একটা পরশ-পাথরের ছোঁয়া লেগে, যে লোহা সোনা হয়েছিল। অথচ ভগবানের তা সইলো না। আমার চোখের-মণিকে তোমরা এখানে রেখে-আমার বুকের ঘুমন্ত শয়তানকে আবার জাগিয়ে তুলেছো—এবার তোমাদের চোখের মণিগুলো আমার এই থাবায় উপড়ে নিয়ে যাবো।

ওসমান। বটে! [করতালি দিল ও চারিজন সশস্ত্র প্রহরী প্রবেশ করিল] এই জীবন্ত জানোয়ারটাকে খাঁচায় পুরে ফেল।

নন্দ। তা বটে। তোমাদের সবাইয়ের হাতে ঝক্‌ঝকে তলোয়ার আর আমার খালি হাত—লাঠিটাও সঙ্গে নেই, তা নইলে দেখতুম, তোমাদের মাথাগুলো কত শক্ত।

ওসমান। বন্দী কর! বন্দী কর!

নন্দ। তার জন্য চিন্তা নেই আমি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমায় বাঁধ। চল দেখি তোমাদের কয়েদখানা কত শক্ত আর কত উঁচু পাঁচিলে তৈরী।

[নন্দকে বন্দী করতঃ প্রহরীগণ প্রস্থান করিল।

বসন্ত। নন্দদা—নন্দদা—[পশ্চাৎ ধাবন করিল]

ওসমান। হা-হা-হা! আজ বাঙলার মুর্ত্তিমান বিভীষিকা পাঠানের শক্তিতে চূর্ণ!

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। সে শক্তির কোন মূল্য নেই ওসমান।

ওসমান। মূল্য নেই?

আয়েষা। না। নিরস্ত্রের প্রতি, সশস্ত্রের আক্রমণে শক্তির পরিমাপ হয় না—হয় শক্তির অপমান।

ওসমান। ওসমান দুর্ব্বল নয়, এতো তুমি জান আয়েষা।

আয়েষা। তা জানি! কিন্তু এককশত্রুকে একজনেরই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করা যোদ্ধার বীর-নীতি ওসমান!

ওসমান। তুমি রমণী—তুমি বীর নীতির কি বুঝ্‌বে আয়েষা?

আয়েষা। বীরাঙ্গনা রমণীর মূর্ত্তি তুমি দেখনি ওসমান। শোননি তুমি, রমণীর বিজয় কীর্ত্তির কাহিনী! রিজিয়া-বেগম, মতিবিবি, চাঁদসুলতানা, এঁরা ও রমনী ছিলেন।

ওসমান। বুঝেছি আয়েষা। আমায় ক্ষমা কর। আমি জানি, যে হাতে রমণী শত্রুর শিরে খড়্গ তুলে ধরে, আবার সেই হাতেই আহত শত্রুকে সেবা করে। তাই আজ পরম-শত্রুকেও তুমি সেবা যত্নে সুস্থ ক'রে তুলেছো। ভগিনী, ভ্রাতার জন্য যা করতে পারে না—তুমি সেই প্রাণঢালা সেবা করছো পাঠানের চিরশত্রু জগৎসিংহকে সুস্থ করে তুলতে।

অয়েষা। ওসমান! আমি স্বভাবতঃ রমণী পীড়িতের সেবাই আমার ধর্ম্ম! কিন্তু তুমি? যে তোমার পরম শত্রু, রণক্ষেত্রে যে তোমার দর্পহারি প্রতিযোগী, স্বহস্তে তুমি যার এ'দশা ঘটিয়েছো, তারই জন্য প্রতিনিয়ত তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছো এ যে সম্পূর্ণ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ওসমান। আয়েষা! এ আমার স্বার্থের ত্যাগ নয়—স্বার্থের ভোগ, জগৎসিংহ জীবিত থাকলেই মানসিংহের-দর্প অচিরে চূর্ণ হবে।

আয়েষা। শুধু এইটুকু নয় ওসমান। আমি জানি পাছে তোমার চিত্ত-দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তাই তুমি কাঠিন্যের আবরণে, তোমার স্নেহের -কোমলতাকে ঘিরে রেখেছ'।

ওসমান। তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না আয়েষা, যে আমি কত দূর স্বার্থপর ? আমার স্বার্থপরতার আরও প্রমাণ আমি দিতেপারি আয়েষা।

আয়েষা। কি সে ?

ওসমান। আমি আশালতা ধরে বসে আছি আয়েষা—আর কতদিন তার মূলে জল-সিঞ্চন করবো ? কতদিনে সে আশালতা রঙিন ফুলে ছেয়ে যাবে আয়েষা—বলতে পার' ?

আয়েষা। ওসমান। "ভাই—বহিন" ব'লে তোমার সঙ্গে উঠি—বসি—দাঁড়াই। যদি তোমার আচরণ সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে, তাহ'লে আজ হতে তোমার আমার সাক্ষাৎ এই পর্য্যন্ত শেষ।

ওসমান। চিরদিন ওই একই কথা আয়েষা ? কিন্তু সে দিন তুমি যা বলেছিলে, সে কি ক্ষণিকের মোহ উত্তেজনা আয়েষা ?

অয়েষা। ভুল করেছো ওসমান! এখনও বলছি সেই কথা। তোমার হৃদয়ের যা কিছু মধুর, যা কিছু মহৎ সবই আয়েষার বরনীয়—কিন্তু তুমি নও।

ওসমান। উঃ, এত নির্ম্মম। এত নিষ্ঠুর তুমি আয়েষা। তবে কি এতদিন আমি বুক-ভরা-মরুভূমির-তৃষ্ণা নিয়ে শুধু মরিচীকার পশ্চাতে ছুটেছি। হায় খোদা! একি তোমার নির্ম্মম বিচার। একি তোমার অন্যায় সৃষ্টি, কুসুমের দেহে, তুমি পাষাণের হৃদয় গড়ে রেখেছো খোদা।

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। কোমলতার মাধুর্য্যে এতখানি কাঠিন্য দিয়েছো তুমি দয়াময়। তিলোত্তমা! তিলোত্তমা কোথায় তুমি!

আয়েষা। যুবরাজ! আপনি অসুস্থ। কেন আপনি এসেছেন প্রাসাদ অলিন্দে ?

জগৎসিংহ : কে-কে তুমি রমণী। তুমি-তুমি তো আমার তিলোত্তমা নও!

আয়েষা। না! আমি আয়েষা।

জগৎসিংহ। কই—আমার জ্ঞানে তো তোমাকে কখনও দেখিনি!

আয়েষা। অজ্ঞানে, অসুস্থ অবস্থায় দেখেছেন—

জগৎসিংহ। কিন্তু তুমি কে?

আয়েষা। বলেছি তো আমি আয়েষা—

জগৎসিংহ। আয়েষা! আয়েষা কে?

আয়েষা। উড়িষ্যার নবাব কতলু খাঁর কন্যা।

জগৎসিংহ। তবে, আমি কতলুখাঁর দুর্গে?

আয়েষা। হাঁ যুবরাজ।

জগৎসিংহ। আমি এখানে কেন?

আয়েষা। আপনি পীড়িত।

জগৎসিংহ। মিথ্যা কথা, আমার স্মরণ হচ্ছে আমি বন্দী। বলতো, কতলুখাঁর কন্যা, আজ কতদিন এখানে আমি বন্দী?

আয়েষা। আজ চারদিন!

জগৎসিংহ। বুঝেছি! তবে, গড় মান্দারণ আজও তোমাদের অধিকারে আছে?

আয়েষা। আছে যুবরাজ।

জগৎসিংহ। দুর্গেশ বীরেন্দ্রসিংহ আর তাঁর পরিবার-বর্গ কোথায়, নবাবনন্দিনী।

আয়েষা। সকল কথা আমি অবগত নই যুবরাজ।

জগৎসিংহ। হ্যাঁ, আর একটা কথা—আমি পীড়ার মোহে স্বপ্ন দেখ্‌তুম, যেন স্বর্গীয়-দেব-কন্যা, আমার শিয়রে বসে দিবারাত্র শুশ্রূষা করছে। সে নবাবনন্দিনী তুমি? না দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমা।

আয়েষা। আপনি তিলোত্তমাকেই স্বপ্নে দেখে থাকবেন।

জগৎসিংহ। তবে আমায় মৃত্যুর তীর হতে সেবা দিয়ে, কে আজ জীবনের-তট-ভূমিতে এনেছে নারী ?

আয়েষা। যতটুকু সেবা সামর্থে সম্ভব এই নবাবনন্দিনী আয়েষাই তা করেছে যুবরাজ। মৃত্যুর তীর হতে ফিরিয়ে আনা, সেই 'খোদাতাল্লার মেহের বাণী'।

জগৎসিংহ। মুমূর্ষু-শত্রুর শিয়রে সেবা করতে, দিবারাত্র অতিবাহিত করেছ তুমি ? এতটুকু শ্রান্তি নেই, এতটকু অবহেলা নেই, এতটকু অবসাদ নেই, শত্রুবলে এতটকু ঘৃণাতাচ্ছিল্য নেই এমন হয় কেন আয়েষা ?

আয়েষা। কেন ? তা কেমন করে বোঝবো যুবরাজ। আশালতা রোপন করেছি জীবনের উদ্যানে কিন্তু তার মূলে জল সিঞ্চন করতে আসবে না আমার সেই একান্ত ইপ্সিত ! ফুটবে না সেই আশালতায় ফুল —সে আমি জানি।

অয়েষা। গীত।

জানি ফুটিবে না ফুল এ জীবনে
গাহিবে না পাখী গান।
তোমার আমার দু'জনার মাঝে
বহু-দুর-ব্যাবধান ॥
তুমি—ওই পারে, আমি এই পারে,
দু'জনে বিরহ-নদীর দু'ধারে,
ভাঙ্গায়ে ল'য়েছে মিলন সেতু রে
আসিয়া তটিনী বান !
ভাসাইলে মোর জীবনের ভেলা,
শুধুই অকূলে, ভাসিব' একেলা,
আরও দূরে ভেসে যাব প্রিয়তম
আশা, হবে অবসান॥

জগৎসিংহ। এ তুমি কি বলছো নবাবনন্দিনী?

আয়েষা। কিছু নয় যুবরাজ! বলছি ভালবাসার যে কত জ্বালা তা কেমন করে বোঝাবো! বৃশ্চিক দংশনেও তত জ্বালা নেই।

জগৎসিংহ। নবাবনন্দিনী! ভালবাসা যদি অন্তরে স্থান পায় তবে দূর করে দিন্ সে চিন্তা, বিনিময়ে দিন আমার অনুগ্রহ—পূর্ণ করুন আমার প্রার্থনা।

আয়েষা। কি চান যুবরাজ!

জগৎসিংহ। আমার মুক্তি

আয়েষা। আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন! তা ছাড়া আপনাকে এখানে বন্দীর মত তো রাখা হয় নি যুবরাজ।

জগৎসিংহ। না—তা হয়নি! এই সুসজ্জিত, সুবাসিত কক্ষ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! বাঃ—বাঃ-চমৎকার। নবাবনন্দিনী! আমি যেই সেই স্বর্ণ-পিঞ্জরবাসী সু-রস-পানিয়ে পরিতৃপ্ত বিহঙ্গম। আর সেই জন্যই চারিদিকে আমার সশস্ত্র প্রহরীর দল! তা হ'লে, আমার মুক্তি অসম্ভব!

আয়েষা। স্বাধীন-বিহঙ্গকে আবদ্ধ করে রাখার মত পিঞ্জর, আমরা কোথায় পাব কুমার? মুক্তির দিন তোমার একদিন আসবেই—তার জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু কুমার আর এক স্থানে তুমি হবে আজীবন বন্দী।

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। সে স্থান কোথায়,—যেখানে জগৎসিংহ হবে আজীবন বন্দী। পৃথিবীর লৌহ কারাগারে জগৎসিংহের দেহ বন্দী থাকবে না।—বন্দী থাকবে শুধু জগৎসিংহের হৃদয়—তিলোত্তমার হৃদয়-কারাগারে—আজীবন, কিন্তু কই আমার তিলোত্তমা! কোথায় তিলোত্তমা!

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষক প্রবেশ করিলেন।

মন্দির রক্ষক। গীত।

আছে রে সে বন্দিনী
রহি কারাগারে অবিরল-ধারে ঐ কাঁদে অভাগিনী॥
সে কুসুম করে কঠিন বাঁধনে
বেঁধেছে দানব শুধু অকারণে।
দেবের কুসুম, দানব-চরণে দলিছে রে দিবাযামিনী।
সহিছে অভাগী গভীর বেদনা,
হতাশার শ্বাসে মরম যাতনা।
বুঝি হায়—হায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ঢাকিয়া রজনী

জগৎসিংহ। আপনি এখানে—কেমন করে সাধক?

মঃ রক্ষক। শৈলেশ্বর আমাকে এনেছেন।

জগৎসিংহ। কিন্তু আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাত হলে, এখনি পাঠানেরা আপনাকে বন্দী কর্‌বে।

মঃ রক্ষক। শিব-সাধক-ব্রাহ্মণকে বন্দী করার শক্তি পৃথিবীর মানুষের নেই কুমার।

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। সাধক বলে গেল—দীপ নিভে যাবে! না। না। সে দীপ-শিখা আমি নিভ্‌তে দেব না! অন্ধকারে আমার চিত্তাকাশ ঢাকৃতে দেব না। আশা মুকুল, অঙ্কুরেই বিনাশ হ'তে দেব না! আমার সমস্ত জীবনের বিনিময়েও তিলোত্তমার উদ্ধার চাই, উদ্ধার চাই।

[প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

কতলুখাঁর প্রমোদ গৃহদ্বার

রহিমখাঁ বিমলা ও তিলোত্তমাকে লইয়া প্রবেশ করিল।

রহিমখাঁ। এস-এস-চলে এস।

বিমলা। আবার কোথায় নিয়ে যাবে সেখজী ?

রহিমখাঁ। নিয়ে যাব একেবারে বেহেস্তে সোনার চাঁদ !

বিমলা। তোমায় ছেড়ে আমরা কোথাও যেতে চাই না সেখজী।

রহিমখাঁ। কিন্তু নবাব-জাদার চ'খে যখন তোমরা পড়েছো, তখন বান্দার সাধ্য কি তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় ?

বিমলা। কেন সেখজী—তুমি তো ইচ্ছা করলেই আমাদের একটু সু-নজরে দেখ্‌তে পার !

রহিমখাঁ। ধীরে ! বিবিজান—ধীরে ! ঐ ঘরের মধ্যে নবাবজাদা বিশ্রাম করছেন ! যদি এ কথা তাঁর কানে পৌঁছোয়, তা হ'লে আমার কাঁধের ওপর মাথাটা আর আস্ত থাকবে না !

বিমলা। সে হবার আগেই, আমরা পালাই চল না সেখজী।

রহিমখাঁ। ইয়া আল্লা ! ওই ঘরে তোমাদের জন্যে নবাব সাহেব যে রকম ছট্‌ ফট্‌ করছেন, তা'তে সেই ছটফটানির ধমকে হয় তো বা দোর গোড়ায় পর্য্যন্ত এসে পড়বেন। আর এ মতলব শুনলে আমার চৌদ্দগুষ্টির 'জানের' দফা-রফা হবে। বিবিজান ! তার চেয়ে তোমরা সুড়্‌ সুড়্‌ করে ওই ঘরে ঢুকে পড়—আর আমিও জান বাঁচিয়ে গুড় গুড় করে সড়ে পড়ি।

কতলু খাঁ প্রবেশ করিলেন।

কতলুখাঁ। কোথায় সরে পড়ছো রহিম ?

রহিমখাঁ। আজ্ঞে আমার উপর আদেশ ছিল, এঁদের পৌছে দিয়েই আমি চলে যাব।

কতলুখাঁ। উত্তম! তুমি যেতে পার!

[রহিম প্রস্থান করিল।

এস সুন্দরীগণ, আজ কতলুখাঁর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করতে, এস আমার সঙ্গে, আমার প্রমোদ কক্ষ তোমাদের সাদর-সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

বিমলা। এত তোমার সাধ, নবাব! এতো তোমার আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি তোমার এখনও হয়নি ?

কতলুখাঁ। না—না—হয়নি!

বিমলা। আশ্চর্য্য! যে কতলুখাঁ, গড় মান্দারণ বিজেতা। যে কতলুখাঁ, মোগলের আতঙ্ক! যে কতলুখাঁর বিজয়কীর্ত্তি সুদূর উড়িষ্যা হতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই কতলুখাঁ একজন সামান্য দুর্ব্বল চিত্ত, নারীর রূপে মুগ্ধ—

কতলুখাঁ। আত্মহারা-বিভোর-তন্ময়! এস! এস সুন্দরীগণ! আজ কতলুখাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করে, তার তৃষিত হৃদয় তৃপ্ত কর।

বিমলা। কিন্তু নবাব! আমার সঙ্গিনী এই রমণী ক্রুদ্ধা নাগিনী হতেও ভয়ঙ্করী। নাগিনীর আলিঙ্গনে মধুর আবেশের পরিবর্ত্তে পাবে তুমি হলাহলের তীব্র জ্বালা—কঠিন বন্ধনের অসহ্য বেদনা, সাক্ষাৎ মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা।

কতলুখাঁ। হোক জ্বালা—হোক বেদনা—হোক মৃত্যু যন্ত্রণা তবু আমি এই নাগিনীর মুখ চুম্বনে আমার প্রেম-তৃষ্ণা নিবারণ করবো।

[তিলোত্তমাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন।

তিলোত্তমা। সাবধান নবাব। সতী অঙ্গ স্পর্শ করো না। তা হলে এই মুহূর্ত্তে একটা মহাপ্রলয়ের সূচনা হবে।

কতলু খাঁ। হা—হা—হা—। [ধরিতে অগ্রসর হইলেন]

তিলোত্তমা। দেখছো নবাব! এই অঙ্গুরীয়? এর মধ্যে তীব্র বিষ সঞ্চিত আছে। আর'এক পাও যদি অগ্রসর হও তা হ'লে তোমার প্রবৃত্তির ক্ষুধা উপশম করতে পাবে না আমার জীবন্ত দেহ।

কতলু খাঁ। কি-পাব না? কতলুখাঁ শত-শত-দুর্গ বিজেতাই শুধু নয় সুন্দরী। অগণিত সুন্দরীবর্গের হৃদয় বিজেতাও এই কতলু খাঁ।

তিলোত্তমা। স্মরণ রেখ পাঠান! বঙ্গ-নারীর সতীত্ব-রত্ন শাখা মৃগের কণ্ঠালিঙ্গনে কলুষিত হয় না।

বিমলা। চুপ কর তিলোত্তমা। ভুলে যাস নে—আমরা দুর্ব্বলনারী। নবাব! নবাব! আমরা জানি, রমণীর সমস্ত তেজ-গর্ব্ব-শক্তি—বলবান পুরুষের শক্তির সম্মুখে কিছু নয়। কিন্তু, এই সামান্যা নারীর একটা প্রার্থনা আছে নবাব।

কতলুখাঁ। প্রার্থনা! কিসের প্রার্থনা?

বিমলা। নবাব! আমার সঙ্গিনী অন্য-পুরুষ-আসক্ত। এই নারীর রূপের পণ্য বহুদিন পূর্ব্বেই বিক্রীত নবাব।

কতলুখাঁ। কে সেই ভাগ্যবান ক্রেতা? সে কি, আমা অপেক্ষা অধিক বলবান—বীর্য্যবান।

বিমলা। সে ক্রেতা, পাঠানের চিরশত্রু—মানসিংহ পুত্র—কুমার জগৎসিংহ।

কতলুখাঁ। জগৎসিংহ! জগৎসিংহকে আত্মদান করেছে এই রমণী? উত্তম, তবে এই রমণীর রূপের দ্বিতীয় ক্রেতা হবে নবাব কতলুখাঁ। আর ওই বিগতপ্রায় যৌবনও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণে, আমি হবো তোমার নূতন প্রেমাস্পদ সুন্দরী।

বিমলা। সে জন্য এ দাসী বিন্দুমাত্র চিন্তিতা নয় নবাব। যৌবনকে আমি এখনও বেধে রেখেছি। একদিন আমি ছিলুম মোগল অন্তঃপুরে বিলাসিনী আর আজ না হয় পাঠানের শিরোভূষণ নবাব কতলুখাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ কর'বো। কিন্তু এই রমণীকে কিছুদিন সময় দিন নবাব, তার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য চিন্তার জন্য।

কতলু খাঁ। উত্তম! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না নারী, এত শীঘ্র তুমি কেমন করে রাজী হ'লে?

বিমলা। আমার আশাদীপ নিভে গেছে নবাব। তার ওপর বলেছি তো, উপায় হীনা রমনী কেমন ক'রে তার সতীত্ব রক্ষা করবে?

কতলু খাঁ। তবে উপায়হীনা বিহঙ্গিনীদল আজ হতে কতলুখাঁর প্রমোদ কক্ষে তোমাদের বাসস্থান নিদৃষ্ট হ'লো। আর সেই সঙ্গে তোমার সখীকে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করবার জন্যে পূর্ণ একটি দিনের জন্য অবসর দিলাম। মনে থাকে যেন, কল্য সন্ধ্যায় তোমরা উভয়ে আমার নৃত্যশালায় উপস্থিত হয়ে আমাকে নৃত্য-গীতে পরিতুষ্ট করবে—এই আমার আদেশ।

[প্রস্থান করিলেন।

তিলোত্তমা। কি হবে দাই?

বিমলা। কিছুই হবে না নিয়তি যে পথে নিয়ে যাবে, সেই পথেই যেতে হবে তিলোত্তমা!

তিলোত্তমা। কিন্তু জীবন থাকতে নবাবের পিশাচ-ক্ষুধার তৃপ্তি, কিছু-তেই হ'তে দেব না।

বিমলা। সেই জন্যেই প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করছি তিলোত্তমা সেই শৈলেশ্বরের কছে। যিনি একদিন সতী নারীর জন্য মহাকলের মূর্ত্তিতে, সৃষ্টিতে বিরাট তাণ্ডবে নেচে উঠে মহা-প্রলয় এনেছিলেন।

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। সে প্রলয়ের আগুন কি তোমারও বুকে সৃষ্টি-ধ্বংসের মহা তাণ্ডবে জ্বলে উঠেছে মা ?

বিমলা। ওসমান! পুত্র! আজ আমার বুকে যে অগ্নির উত্তাপ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করছি, প্রলয় বাড়বানলেও বুঝি সে উত্তাপ নেই।

ওসমান। তা'র-কারণ ?

বিমলা। সময়ান্তরে সবই বুঝবে পুত্র। কিন্তু তার পূর্ব্বে অঙ্গীকার কর—আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

ওসমান। কি প্রশ্ন মা ?

বিমলা। কুমার জগৎসিংহ কি স্বাধীন ভাবে জীবিত আছেন ?

ওসমান। আছেন! কিন্তু বন্দী ভাবে। তবে তাঁকে সাধারণ কারাগারে না রেখে—আমারই কক্ষে তাঁর পীড়ার চিকিৎসা করানো হচ্ছে মা।

বিমলা। উত্তম! যদি তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হন, তা হ'লে এই পত্রখানি তাঁকে দিও। [পত্র প্রদান করিলেন।]

ওসমান। শোন মা! রাজপুত্র যে অবস্থায় থাকুন, তিনি আমাদের বন্দী। কোনও পত্র বিশেষ ভাবে পাঠ না করে বন্দীর কাছে প্রেরণ করা প্রভূর আদেশ বিরুদ্ধ।

বিমলা। তবে তুমি এই পত্র পাঠ করেই তাঁকে দিও।

ওসমান। [পত্র পাঠ করিতে করিতে] বেশ। কিন্তু একি আশ্চর্য্য। একটা কথা মা। তোমার কি কখনও অন্য নাম ছিল না ?

বিমলা। ছিল, সে যাবনিক নাম বলে পিতা আমার নাম পরিবর্ত্তন ক'রে ছিলেন।

ওসমাস। কি সে নাম—মাহরু ?

বিমলা। হ্যাঁ সেই মাহরু—আজ বিমলা।

ওসমান। তবে তুমিই আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন কাশীনগরে তোমার মাতৃগৃহে—

বিমলা। কে—কে তুমি ?

ওসমান। আমি সেই অপহৃত পাঠান বালক যাকে একদিন তুমি জীবন দিয়েছিলে।

বিমলা। এরই নাম বিধিলিপি ওসমান। আমার এই পরিচয় পত্র খানি কুমারকে দিয়ে বলো যে বিমলা নীচ জাতির গর্ভজাতা, বিমলা মন্দ ভাগিনী, দুঃশাসিত রসনা দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী,—কিন্তু বিমলা কুলটা নয়; দাসী বেশে গণিকা নয়, সে যথা শাস্ত্র বাংলার বিজয়ী বীর বীরেন্দ্রসিংহের পরিণীতা স্ত্রী।

তিলোত্তমা। সেকি! তুমি! তুমি! মা! মা! আমার মা।

বিমলা। হ্যাঁ—হ্যাঁ! কন্যা—আমি মা। ওরে তিলোত্তমা। তোকে গর্ভে না ধরলেও, সমস্ত মায়ের স্নেহ নিংড়ে প্রাণ ঢেলে তোকে ভাল বেসেছি আমি। গর্ভে ধরেছে যে মা-তার চেয়ে মানুষ করে যে মা—সেই মায়ের ভালবাসার আকর্ষণ যে কতখানি তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর, তিলোত্তমা।

ওসমান। তবে জননী। পুত্রের একটা প্রত্যুপকার তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

বিমলা। আমার কোন উপকারের প্রত্যুপকার তুমি করবে ওসমান।

ওসমান। একদিন তুমি করেছিলে এই পাঠানের জীবন রক্ষা,—আজ তার জন্য এই নাও মা আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। এর সাহায্যে তুমি পাঠান দুর্গ হতে সচ্ছন্দে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

বিমলা। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী। মুক্তি কেমন করে সম্ভব ?

ওসমান। কতলুখাঁর জন্মদিবসে উৎসব আনন্দে মত্ত থাকে এই দুর্গের প্রত্যেকটী প্রাণী। তুমি সেই দিবস নিশীথে দুর্গ-দ্বারে উপস্থিত হ'লে যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ কোনও অঙ্গুরীয় দেখতে পাও তবে সেই ব্যক্তির সাহায্যে তুমি এই বন্দীত্বের অন্ধকার হতে মুক্তির স্বচ্ছ-আলোকে দাঁড়াতে পারবে মা।

বিমলা। জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।

ওসমান। কিন্তু সাবধান মা! তোমার সঙ্গে অন্য কোন প্রাণী থাকলে কার্য্য সিদ্ধ হবে না। মাত্র একটী নারীর মুক্তির জন্য প্রহরী আদিষ্ট থাকবে।

[প্রস্থান করিলেন।

বিমলা। মাত্র একটী নারী। বেশ তাই হবে। তিলোত্তমা! এই নে অঙ্গুরীয়

তিলোত্তমা। আর তুমি?

বিমলা। আমার জন্য চিন্তা নেই। এই অঙ্গুরীয় নিয়ে দুর্গ হ'তে নিস্ক্রান্ত হ'লেই দেখ্‌বি তোর পিতৃগুরু তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।

[অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন।]

তিলোত্তমা। কিন্তু তোমার কি গতি হবে মা?

বিমলা। কতলু খাঁর কলুষিত হস্তের সাধ্য নেই যে আমার দেহ স্পর্শ করে তিলোত্তমা। এই দেখ। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা দেখাইলেন।]

তিলোত্তমা। এই বহুমূল্য বস্ত্রের অভ্যন্তরে আজ তুমি সেজেছ রণরঙ্গিনীর বেশে। কিন্তু ঐ অস্ত্র কোথায় পেলে মা।

বিমলা। নূতন দাসীর কাছে। আজ কতলু খাঁ শত শত বারাঙ্গণার মধ্যে সতী রমণীকে নিয়ে এসেছে তার পাপ বাসনা পূর্ণ করতে। কিন্তু তার সে পাপ বাসনা আজ হবে চিরসমাপ্তি তিলোত্তমা!

তিলোত্তমা। বুঝেছি আসমানী তোমাকে দিয়েছে ঐ অস্ত্র কিন্তু নারীর শক্তির চেয়ে নারীর তপ্ত অশ্রু জলে আরো বেশী সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে মা।

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। (নারীর তপ্ত অশ্রুতে) সৃষ্টির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছে যেতে পারে। ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও নারী তোমার অভিশাপ।

বিমলা ও তিলোত্তমা। কে নবাবনন্দিনী ?

আয়েষা। হ্যাঁ এই দীনা-নবাবনন্দিনী আয়েষা। দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা ! আমার একমাত্র ভিক্ষা, অশ্রুর বন্যা-স্রোতে ভাসিয়ে দিও না পাঠানের আকাঙ্খা, ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তির ।

তিলোত্তমা: বাঃ—চমৎকার। চিরদিন অত্যাচারির হস্তে লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা হবে রমনী জাতি অথচ তাদের বুকে একবারও অভিসম্পাতের দীর্ঘশ্বাস জমে উঠবে না। তাদের চোখে এক বিন্দুও তপ্তঅশ্রু ঝরবে না। তাদের মুখে অত্যাচারের প্রতিবিধানে একটা কথাও ফুটবে না ?

আয়েষা। পুরুষের নির্ম্মম কঠোরতা যেখানে আত্মপ্রকাশ করবে—সেখানে নিশ্চয় দেখা দেবে ভাই নারীর স্নেহ কোমলতা। তিলোত্তমা ! নবাবের সাধ্য কি তাঁর কন্যার আত্মীয়কে অপমানিত করে।

বিমলা। নবাবকন্যার আত্মীয়া ?

আয়েষা। হ্যাঁ মা—তিলোত্তমা যে আমার ভগ্নি। সব বিদ্বেষ, সব ক্ষোভ,—সমস্ত দুঃখ ভুলে এস বোন, আজ তোমার মুসলমানি ভগ্নির বুকে এস। [তিলোত্তমাকে বুকে লইলেন]

তিলোত্তমা। নবাবনন্দিনী। এরই জন্যে কতলু খাঁর দুর্গটা আজ ও ভূমিসাৎ হয়নি—স-গর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চল বোন আমায় কোথায় নিয়ে যাবে।

আয়েষা। যেখানে নবাব-নন্দিনী আয়েষার স্থান আজ হতে সেই অন্তঃপুরে দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমারও স্থান হবে বোন।

বিমলা। তবে তাই নিয়ে যাও নবাবনন্দিনী। তোমার ভগ্নিকে নিয়ে যাও, আর আমিও চল্লেম আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যে।

[প্রস্থান করিলেন।

আয়েষা। এস বোন আমার সঙ্গে।

বসন্তসিংহ প্রবেশ করিল।

বসন্ত। দিদি—দিদি আমার নন্দদাকে বাঁচাও। তাকে মুক্তি দাও। ওরা আমার নন্দ দাকে কয়েদ করেছে।

আয়েষা। নন্দ একজন দস্যু ভাই। সে চোরের মত এখানে প্রবেশ করেছে।

বসন্ত। না—না দিদি! সে চোর নয়। আমাকে হারিয়ে নন্দ দা আমার, পাগলের মত ছুটে এসেছিল' আমারই খোঁজে।

আয়েষা। নন্দ, তোমার দাদা?

বসন্ত। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দাদা! একদিনও সে আমায় বুক থেকে নামিয়ে দেয়নি! সেই নন্দদার আজ কত কষ্ট। দাও দিদি—আমার নন্দদাকে তোমরা ছেড়ে দাও!

আয়েষা। বেশ তাই হবে। তবে অপেক্ষা কর বসন্ত। বাবার জন্ম-দিনে তাকেও ছেড়ে দেব—আর তোমাকেও—

বসন্ত। আমাকেও ছেড়ে দেবে?

আয়েষা। হ্যাঁ ভাই। বনের পাখীকে আর খাঁচায় পুরে রাখবো না। এস আমি তোমাদের মুক্তির সব আয়োজন করে দিচ্ছি।

[সকলে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

পাঠান দুর্গ দ্বার।

মদের বোতল লইয়া টলিতে টলিতে রহিম ও করিম প্রবেশ করিল

রহিম। চালাও! চাচাজী চালাও! আজ হরদম চালাও।

করিম। হরদম চালিয়ে শেষে যদি বেদম বেসামাল হ'য়ে পড়ি!—তাহলে বাপধন—দমাদম প্রহার, আর বিষম শূল।

রহিম। কেন চাচাজী?

করিম। বেটা একেবারে পেচি মাতাল রে! আজ যে বাপধন, দেউড়ীর পাহারা আমাদেরই দিতে হবে।

রহিম। পাহারাও দেব চাচা—আর স্ফূর্তিও করবো আজ যে আমাদের নবাবের জন্মদিন গো চাচা।

করিম। মাইরি! নবাবজাদার জন্মদিনটা যদি রোজ রোজ হতো—তাহলে বাপজান—

রহিম। একেবারে—বোতল—বোতল সিরাজী নিত্যি পেটে পড়তো। নাও—নাও বোতল খালি করে মজা লোট।

করিম। মজা লোটা যেত—যদি গজকচ্ছপটা—

রহিম। গজ-কচ্ছও নয় চাচা—গজপতি—

করিম। হ্যাঁ হ্যাঁ—গজপতি! বড় রসের কথা বলে, কি বল বাপজান আহা—হা। সে যদি থাকতো—

রহিম। আর সঙ্গে যদি দু'একটা বাইজী বিবি থাকতো চাচা! আহা-হা, বরাতে একটা জুটেও ছিল। কিন্তু চাচাজী.—নবাবজাদা চোরের ওপর বাটপাড়ী করলেন।

করিম। যা'বলেছ বাপজান! এখন একটা 'মাইরি—মাইরি' গোছের বাইজী বিবি না হলে—নেশাও জমছে না, মজাও হচ্ছে না! তুমি একটু মেঝে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। আমি নাচঘর থেকে একটা বাইজীকে বাগিয়ে আনি।

[প্রস্থান করিলেন।

রহিম। যাঃ শালা! যা! এখুনি নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নেই [শয়ন ও নাসিকা গর্জ্জন]

বসন্ত ও আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। এইখানে একটু দাঁড়িয়ে থাক্ ভাই। আমি তোমার নন্দদাকে এখুনি মুক্ত করে আন্ছি।

[প্রস্থান করিলেন।

বসন্ত। এখানে প্রহরীটা ঘুমুচ্ছে! এবার আমরা ঠিক যেতে পারবো, ওকি কে যেন এদিকে আসছে-না? আমি এখানে একটু লুকিয়ে থাকি।

[লুক্কায়িত হইল]

তিলোত্তমা প্রবেশ করিলেন।

তিলোত্তমা। এমনি চোরের মতন নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলে যাব, আর এখানে আমার বলতে যা কিছু সব পড়ে থাকবে? না—না। আমি তা পার্‌বো না।

জনৈক প্রহরী প্রবেশ করিয়া অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিল।

প্রহরী। এস মা!

তিলোত্তমা। কোথায়?

প্রহরী। দুর্গের বাইরে।

তিলোত্তমা। না প্রহরী! কুমার জগৎসিংহ যেখানে আছেন, আমায় সেইখানে নিয়ে চল।

প্রহরী। আমার ওপর তেমন আদেশ নেই।

তিলোত্তমা। হোক্! তুমি আমাকে নিয়ে চল প্রহরী, কুমার জগৎ-সিংহের কাছে।

[অগ্রে তিলোত্তমা ও তৎপশ্চাতে প্রহরী প্রস্থান।
বসন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বসন্ত। নবাবের দুর্গ, কি ভয়ঙ্কর স্থান।

দূরে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে মুসলমান বেশে
ধরমসিংহ প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন।

ধরমসিংহ। গুপ্তচর যথার্থ সন্ধান দিয়েছে। দুর্গের অন্তপুরের প্রহরীরাও আনন্দে মত্ত। ঐ যে দূরে একজন প্রহরী নিদ্রা যাচ্ছে আর ও কে। কে ও বালক! পাঠানের বেশভুষায় সজ্জিত ঐ বালক, পাঠান বালক সর্প শিশু ও। তুই তবে তোদের জাহান্নামে পৌছে যা—

দ্রুত অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে বসন্তকে ছুরিকাঘাত করিল ও
বসন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল ও রহিম নিদ্রা হইতে উঠিয়া।

রহিম। ওরে বাপ—শয়তান! শয়তান।

[বেগে প্রস্থান করিল।

ধরমসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-শয়তান।

বসন্ত। উঃ! নন্দ দা—নন্দ দা—

ধরমসিংহ নন্দ দা! কে? কে তুই! ওরে, কে তুই!

নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে নন্দ প্রবেশ করিল।

নন্দ। খোকন! খোকন! আমি গারদ ভেঙ্গে তোর জন্য ছুটে এসেছি

ধরমসিংহ। খোকন কে! কে! নন্দ! নন্দ!

নন্দ। বাবু! বাবু! এখানে তুমি এসেছ কেন বাবু?

ধরমসিংহ। এখানে এসেছি যুবরাজকে মুক্ত করতে!

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। মুক্তি এমন চোরের মত অন্ধকারে আসে না ভাই—আসে প্রকাশ্য দিবালোকের মত।

ধরমসিংহ। না! না! মুক্তি আসে তার পথের কণ্টক অপসারিত করে—বাধা দূর করে! তার প্রমাণ দেখে এস প্রথম দ্বারে দশজন প্রহরী চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর ওই দেখ—এই অন্তঃপুর দ্বারে বালক প্রহরীর দুর্দ্দশা।

বসন্তকে দেখাইয়া দিল ও নন্দ দেখিয়া

নন্দ। আমার খোকনের এ দশা কে করলে! বাবু! বাবু! এ যে আমাদের খোকন।

ধরমসিংহ। খোকন! নন্দ! নন্দ! ওরে বল, কে কে ওই খোকন।

বসন্ত। বাবা! বাবা! তুমি এসেছ বাবা! এতদিন পরে। তোমায় কত দিন দেখিনি! ওঃ আঃ—[মৃত্যু হইল]

নন্দ। বাবু! বাবু! এ আমার খোকন—সোনার খোকন! তোমার বুকের নিধি। শিব-রাত্রের সল্‌তে। তোমার—

ধরমসিংহ। আমার! আমার বসন্ত। ওঃ—হো—হো! কি করেছি নন্দ! আমি নিজের হাতে—

নন্দ। তোমার খোকনের বুকে? বাবু! বাবু! দেখ কত রক্ত! খোকন আমার রক্ত মেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধরমসিংহ। খোকন তার পাষাণ বাপের ওপর অভিমান ক'রে আজ তার মায়ের কাছে চলে গেছে নন্দ! এই রক্তের নদী—ওই পারে শান্তি রাণীর খোকন তার বুকে পৌঁছে গেছে। নন্দ! নন্দ! দেখ, দেখ রক্ত নদীর রক্ত, কত লাল! ধরমসিংহের রক্ত কিনা—তাই এত লাল। বাবা রে খোকন! ফিরে আয় বাপ্‌! তোর পাষাণ বাপের বুকখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাস্‌নি।

আয়েষা। যে যায়—সে আর ফেরে না বন্ধু!

ধরমসিংহ। প্রভু পুত্রকে মুক্ত করতে এসেছিলুম। কিন্তু বাপের কাছ থেকে ছেলে-চিরদিনের জন্য মুক্তি নিয়ে চলে গেল। দেখ, তোমরা সবাই দেখ। আমার বসন্ত রক্তের নদীতে সাঁতার দিয়ে, চলে গেল—ওই পরপারে! যাকে পাওয়ার জন্যে ঝাঁপ দিয়েছে আমার বসন্ত আজ রক্তের তুফানে! ওঃ-হোঃ হোঃ—

আয়েষা। আজ এর প্রয়োজন ছিল না ভদ্র! পাঠান, সন্ধির জন্য ব্যাকুল! যুবরাজের মুক্তি আসন্ন।

ধরমসিংহ। তবে নিয়ে চল'—আমায় যুবরাজের কাছে! তাঁকে দেখাবো আজ মোগল পাঠানের মিলনের জন্য আমি দিয়েছি—অঞ্জলী ভরে রক্ত পুষ্পাঞ্জলী, আমার বাংলা মায়ের পায়ে—আয় বাবা! সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে তোর পাষাণ বাপের বুকে আয়, শান্তি! শান্তি! ওপর থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছ' কেন? না! না! তোমার দৃষ্টি আমি সহিতে পারি না! তার চেয়ে তুমি আমায় অভিসম্পাত কর!—আমি তোমার গচ্ছিত রত্ন সযত্নে রাখতে পারিনি। তোমার কাছে এতটুকু বিশ্বাস রাখ্‌তে পারিনি! [বসন্তকে বক্ষে লইয়া] কতদিন—কতদিন তোকে বুকে তুলে নিইনি! কতদিন আমার খোকনকে বুকে করিনি!—কতদিন খোকনের এই মুখে সুখাদ্য তুলে দিইনি।

নন্দ। হ্যাঁ! তাই আজ সব চেয়ে সেরা সুখাদ্য তুলে দেবে, ওই মুখে। সংসারে কোন দিন,—কোন বাপ কোন ছেলের মুখে যা' তুলে দিতে কোন দিন পারেনি, তুমি আজ তাই তুলে দেবে,—আমার খোকনের মুখে! বাবু! বাবু! কেমন ক'রে সেই একরাশ জ্বলন্ত আগুন আমার খোকনের চাঁদ মুখে তুলে দেবে? না, না—সে আমি দেখ্‌তে পারবো না! তার চেয়ে আমাকেও তুমি! খোকনের মত মেরে ফেল বাবু! নাও

নাও, আমার গলাটা টিপে ধর ! চোখে দুটো উপড়ে নাও—বুকে ছুরী বসিয়ে দাও !

আয়েশা। নন্দ ! নন্দ ! ও যেমন তোমারও ভাই—আমিও যে ওর তেমনি দিদি। বুকের মধ্যে পুঞ্জিভুত ব্যথার জ্বালা নয়নে বেদনার অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে তারে কাছে পেতে, কিন্তু সে যে চলে গেছে ভাই অনেক দূরে। শুধু পড়ে আছে তার স্মৃতি।

ধরমসিংহ। আমার শান্তি রাণীর মধুর স্মৃতি। আমার খোকনের কচিকচি মুখখানার স্মৃতি। না ! না ! খোকনের টকটকে লাল-রক্তের স্মৃতি।

আয়েষা। সে স্মৃতি ভুলে, রেখে দাও জন্দ্রতার সমস্ত মধুর স্মৃতি বেঁধে।

ধরমসিংহ। সে স্মৃতি বেঁধে রাখতে কি মূল্য আমি দেব'। এই প্রাণ—অশ্রুজল—না রক্ত ! বল ! বল মা ! আমার বসন্তের স্মৃতি আমি বেঁধে রাখা্বো কোথায়—কি দিয়ে—

গীতকণ্ঠে মন্দির রক্ষক প্রবেশ করিলেন।

মন্দির রক্ষক।　　গীত।

চোখের জলের বাধন দিয়ে
তারে বেধ অন্তরে !
তপ্ত—নয়ন—বারি ঝরাও
তারি-চিতা ভস্ম পরে !
ডুবিলে তপন, দিবা অবসানে
তারি স্মৃতি খানি পড়ে যেন মনে,
ফেল আঁখি-জল ব সি নিরজনে
তাহারে স্মরণ ক'রে !

শুধু বেদনার-আঁখি-বারি-ধারা
পথ-রেখা পড়ে এঁকে
সাঁঝের আঁধারে বিলীন হয়েছে
সসীম-অসীম বুকে।
সে বিরহ-স্মৃতি প্রাণের-পরতে
শুধু এঁকে রেখ ব্যথার-তুলিতে,
দিও নাক' কভু সে স্মৃতি মুছিতে,
একটী দিনের তরে।

ধরমসিংহ। ব্যথা! অশ্রু! হা—হা—হা—

আয়েষা। কে তুমি গায়ক?

মন্দির রক্ষক। আমি গড় মান্দারণের একটা ঘূর্ণীবায়ু! ছুটে এসেছি—এই পাপের দুর্গ ভূমিসাৎ করতে।

[প্রস্থান করিলেন।

আয়েষা। একি! সত্যই তো চক্ষের নিমেষে যেন বায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। কে—ওই যাদুকর।

ধরমসিংহ। যাদুকর! তরে ওরই যাদু স্পর্শে আমার বসন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। দাঁড়া! দাঁড়ারে—যাদুকর, আজ তোর সকল যাদুবিদ্যার অবসান করবো!

[বসন্তকে লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

নন্দ। বাবু! বাবু! পাগল হয়ে ছুটে গেল। বাবু! বাবু!

[পশ্চাৎধাবন করিল।

আয়েষা। হায় খোদা! ওই ব্যথিত, শোক-সন্তপ্ত পিতৃ হৃদয়ে আজ কি দারুণ জ্বালা! কি অপরিতৃপ্তির ব্যথা—কি অসীম-বেদনার মর্ম্মদাহী দীর্ঘশ্বাস।

[প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

ওসমানের কক্ষ

ভৃত্য প্রবেশ করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া প্রস্থান করিল।
জগৎসিংহ ও ওসমান কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। এই যে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছে। তবে বিমলার পত্রের শেষ টুকুও শুনুন যুবরাজ! এই বীরেন্দ্রসিংহের পূর্ব্বপুরুষ গড় মান্দারণ অধিপতি জয়ধর সিংহের সেই হতভাগ্য অনুচর তার যুবতী স্ত্রীকে একাকিনী মান্দারণ গ্রামে রেখে, দিল্লীতে মোগল সৈন্যদলে যোগদান করে।

জগৎসিংহ। তারপর সেই রমণীর কি অবস্থা হয় ওসমান?

ওসমান। ঐ গড়মান্দারণ-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-পুত্র শশীশেখর ভট্টাচার্য্য, সেই অনুচরের পতি বিরহিনী রমণীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়। আর তারই ফলে এক সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়।

জগৎসিংহ। এ সংবাদ প্রকাশ হয় নাই?

ওসমান। হঁ্যা! যখন শশীশেখরের পিতা সে পাপ সংসর্গের কথা অবগত হ'লেন, তখন তিনি শশীশেখরকে গৃহ হতে বিতাড়িত করিলেন। তখন শশীশেখর ৺কাশীধামে এক দণ্ডীর আশ্রমে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হ'লেন।

জগৎসিংহ। তারপর?

ওসমান। সেখানেও শশীশেখর তার পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে এক নীচ জাতীয়া শূদ্রা রমণীর গর্ভ সঞ্চার করে। আর সেই শূদ্রাণীর গর্ভেও এক কন্যার জন্ম হয়। শশীশেখর তৎক্ষণাৎ গুরুগৃহ হতে বিতাড়িত হয়ে দিল্লীর পথে প্রস্থান করেন।

জগৎসিংহ। আর সেই শূদ্রাণী ও তার নবজাতা কন্যা ?

ওসমান। নগরের এক প্রান্তে একখানি জীর্ণ কুটিরে, কায়িক ক্লেশে কন্যাকে লালনপালন করে, একদিন সেই অভাগিনী শূদ্রা রমণী শেষ নিশ্বাস ফেলে। তার কন্যা আমারি পিতার নিকট শশীশেখরের সন্ধান পেয়ে একাকিনী দিল্লীর পথে যাত্রা করে!

জগৎসিংহ! শশীশেখরের সন্ধান পায় সেই কন্যা ?

ওসমান। হ্যাঁ তার আশ্রয়ও পায়! দিল্লীতে শশীশেখর অভিরাম স্বামী নাম ধারণ করে অবস্থান করতেন। এক দিবস তাঁর সঙ্গে তার প্রিয় শিষ্য বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর গৃহে উপস্থিত হন। এই প্রকার আসা যাওয়ায় তার কন্যা বিমলার সঙ্গে বীরেন্দ্রের পরিচয় হয়। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করে অভিরাম বীরেন্দ্রকে অনুরোধ করেন তার কন্যাকে বিবাহ করতে, কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহ অসম্মত হন। উপায়ান্তর না দেখে অভিরাম তার কন্যা বিমলাকে, তার অপর শিষ্য মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের পত্নীর দাসীত্বে নিযুক্ত করেন!

জগৎসিংহ। তারপর! বীরেন্দ্রসিংহ—

ওসমান। সেখানে একদিন বারিবাহকের ছদ্মবেশে বীরেন্দ্রসিংহ উপস্থিত হন বিমলার কক্ষে। গভীর রাত্রে প্রেম আনন্দে রত স্ত্রী পুরুষকে রাজা মানসিংহের করকবলে পড়িতে হয়। মানসিংহ কারা যন্ত্রনার ভয় প্রদর্শনে বীরেন্দ্রসিংহকে বিমলার পাণিগ্রহণের জন্য বাধ্য করেন।

জগৎসিংহ। আর জয়ধর সিংহের অনুচর পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা ?

ওসমান। কালে সে কন্যার জন্ম-কলঙ্ক সকলে বিস্মৃত হয়, আর এই বীরেন্দ্রসিংহই সেই জারজা কন্যার রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন।

জগৎসিংহ। ঐ জারজা কন্যা, আর বিমলা এই দুই স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রী তাহার পূর্ব্ব বিবাহিত ?

ওসমান। পূর্ব্বে তিনি ওই জারজা কন্যার পানিগ্রহণ করেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে এক সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। সে সময় বীরেন্দ্রসিংহ দিল্লীতে মোগল সেনাদলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।

জগৎসিংহ। সেই জারজা কন্যার গর্ভজাতা সেই কন্যা এখন কোথায় ওসমান ?

ওসমান। সে কন্যা দূর্গেশ-নন্দিনী বন্দিনী তিলোত্তমা।

জগৎসিংহ। ওঃ পৃথিবী! দ্বিধা হও! শ্রবণ—বধির হও! আকাশ বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জন করে ওঠো! তিলোত্তমা, আমার তিলোত্তমা জারজা নারীর গর্ভের কলঙ্ক উঃ—

ওসমান। বৃথা অধীর হবেন না। ওকি রাজপুত্র ! গবাক্ষপথে কি দেখছেন ?

জগৎসিংহ। দেখ্‌ছি সরল কাষ্ঠবিশেষ! দেখ—দেখ ওসমান, ঐ গবাক্ষ পথে নিরীক্ষণ কর।

ওসমান। [দেখিয়া] সত্যই তো ! কে ওই সরল কাষ্ঠ খণ্ড ? আপনি অপেক্ষা করুন যুবরাজ, আমার অনুচর রহিমর্খাও আরও অনেকে ওই কাষ্ঠখণ্ডকে প্রদক্ষিণ করে হাস্য রসিকতা কর্‌ছে। একজন প্রহরীর প্রয়োজন রহিমর্খাকে ডেকে আন্‌বে।

রহিমর্খা প্রবেশ করিল।

রহিম। রহিমর্খাকে ডেকে আনবার প্রয়োজন নেই জনাব! গোলাম হুজুরে সশরীরে হাজির।

ওসমান। বেশ! বলতো রহিমর্খা ওই প্রাঙ্গনস্থ কাষ্ঠ খণ্ডটা কে ?

রহিম। আজ্ঞে ; লোকটা জাতে হিন্দুর বামুন! ওকে আমি গড়-মান্দারণ থেকে আমদানী করেছি।

জগৎসিংহ। গড়-মান্দারণ! বলতো খাঁসাহেব ওই ব্যক্তির নাম ?

রহিম খাঁ। আজ্ঞে-বড় 'কট মট' গোছের। ভেবে দেখ্‌তে হবে, দাঁড়ান—কি-যেন, কি যেন, গনপত না-না গজ-কচ্ছপ না! তাও নয়, পেয়েছি! পেয়েছি হুজুর!—গজপত! আবার একটা উপাধিও আছে হুজুর।

জগৎসিংহ। উপাধি কি রকম?

রহিমখাঁ। আজ্ঞে ওই "এলেম"।

ওসমান। "এলেম" বাঙালীর উপাধি? না রহিম তুমি ভুল করছো।

জগৎসিংহ। বুঝেছি রহিম! তুমি এলেম অর্থে বিদ্যাই বোঝাতে চাইছো! লোকটা বোধ হয় বিদ্যাভূষণ—না হয় বিদ্যাবাগিস্, এই রকম উপাধি পেয়ে থাকবে।

রহিমখাঁ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই বিদ্যা—তবে "বাগিস টাগিস্" নয়। আচ্ছা হাতিকে কি বলে হুজুর?

জগৎসিংহ। হাতিকে হস্তী বলে!

রহিমখাঁ। আর কিছু বলে না?

জগৎসিংহ। অনেক কিছু বলে—যেমন করী, দন্তী, নাগ, গজ!

রহিমখাঁ। ব্যাস্! ব্যাস! মনে পড়েছে! ইয়া আল্লা এ কথাটা একদম ভুলে গিয়েছিলুম।

জগৎসিংহ। কি-কথা?

রহিমখাঁ। ওই বিদ্যাদিগ্‌গজ! রাজপুত্র! ওই কাষ্ঠ খণ্ডের নাম, গজপতি-বিদ্যাদিগ্‌গজ!

জগৎসিংহ। উত্তম! ওকে এখানে প্রেরণ কর!

রহিমখাঁ। যো হুকুম জনাব!

[প্রস্থান করিল।

ওসমান। আপনি ব্রাহ্মণকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে চান?

জগৎসিংহ। হ্যাঁ চাই—অনেক কিছু!

গজপতি প্রবেশ করিল। তাহার মস্তকে শিখা, গলদেশে যজ্ঞসূত্র, মুখে মুসলমানের ছদ্মদাড়ি, পরণে লুঙ্গি, পায়ে জুতা ও হস্তে মাণিক পীরের পুঁথি! গজপতিকে দেখিয়া হাস্য করিল

ওসমান। হা! হা! হা!

গজপতি। ওঃ! কাছাটা দেওয়া হয়নি বুঝি? কি করবো! বেটাদের সব সময়ে 'প্রকাণ্ড রকম' আকাল, অনটন। এর চেয়ে পাঞ্জাবীর হাতা দুটো কেটে দিয়ে পরে ফেললেই তো লেঠা চুকে যায়!

জগৎসিংহ। আপনি কি ব্রাহ্মণ?

গজপতি। "যাবৎ মে রৌস্থিতা দেবা-যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, অসারে খলু সংসারে সারম্ শ্বশুর মন্দিরম্"।

জগৎসিংহ ও ওসমান। হা! হা! হা!

জগৎসিংহ। মার্জ্জনা করুন ব্রাহ্মণ! আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন!

গজপতি। খোদা,—খাঁ বাবুজীকে ভাল রাখুন!

জগৎসিংহ। মহাশয়! আমি তো মুসলমান নই! আমিও আপনাদের হিন্দু।

গজপতি। [স্বগতঃ] ব্যাটা যবন,—আমাকে প্রকাণ্ড রকম ফাঁকি দিচ্ছে!

জগৎসিংহ। চিন্তার প্রয়োজন নেই ব্রাহ্মণ! সত্যই আমি হিন্দু-রাজপুত!

গজপতি। [সভয়ে] খাঁ বাবুজী! আমি আপনাকে প্রকাণ্ড রকম চিনি।

জগৎসিংহ। আমিও আপনাকে চিনি মহাশয়! আপনি হচ্ছেন মহামান্যবর'—মাননীয় শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রীল শ্রীযুক্ত গজপতি-বিদ্যাদিগ্‌গজ!

গজপতি। [স্বগতঃ] এই রে! সেরেছে! একেবারে প্রকাণ্ড নামটাও এর মুখস্থ! [প্রকাশ্যে] দোঁহাই খাঁ বাবুজী! দোঁহাই সেখ্‌জী! আমি প্রকাণ্ড রকম গরীব! আপনাদের পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা করুন, বাবা!

ওসমান। বেশ! তোমায় ছেড়ে দেওয়া হবে—কিন্তু তোমার হাতে ও-কি?

গজপতি। মাণিকপীরের পুঁথি হুজুর!

জগৎসিংহ। আপনি ব্রাহ্মণ! আপনার হাতে মাণকপীরের পুঁথি?

গজপতি। আজ্ঞে আগে ব্রাহ্মণ ছিলুম—কিন্তু এখন নই!

ওসমান। সেকি? তুমি গড়-মান্দারণে ছিলে না?

গজপতি [স্বগত] সর্ব্বনাশ! বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে ছিলুম তার ফলে প্রকাণ্ড রকম গর্দ্দানটারও বীরেন্দ্রসিংহের দশাপ্রাপ্ত হবে দেখ্‌ছি।

প্রকাশ্যে ক্রন্দন

ওসমান। ওকি তুমি যে হাউ-হাউ করে কাঁদতে সুরু কর্‌লে! তোমার হলো কি?

গজপতি। দোঁহাই খাঁ বাবারা! আমার কোন দোষ নেই। আমি তোমাদের প্রকাণ্ড রকম গোলাম বাবা।

ওসমান। তুমি কি বাতুল—না উন্মাদ?

গজপতি। না—বাবা—আমি তোমার প্রকাণ্ড রকম দাস বাবা,—আমি তোমার বাবা—

জগৎসিংহ। ভয় নেই ব্রাহ্মণ—তোমার কোন ভয় নেই। তুমি একটু পুঁথি পড় আমরা শুনি!

গজপতি। শুনবেন খাঁ বাবু! তবে শুনুন! [পুঁথি পাঠ করিল]

ওসমান। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে মাণিকপীরের পুঁথি পড়ছো?

গজপতি। আজ্ঞে, আমি মোছলমান হয়েছি! তবে আমার প্রকাণ্ড রকম শরীরটা এখনও পুরোপুরী মোছলমান হতে পারেনি!

জগৎসিংহ। আপনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছেন?

গজপতি। আজ্ঞে প্রকাণ্ড রকম, অন্তরে না বোেখে! যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমায় বললেন, আয় বেটা তোর প্রকাণ্ড রকম জাতটা মেরে দেই বলেই জোর জবরদস্তী ক'রে মুরগীর পালো খাইয়ে দিলে।

জগৎসিংহ। পালো কি?

গজপতি। আতপ চাউল আর ঘৃতের 'প্রকাণ্ড রকম" পাক ক্রিয়া!

ওসমান। ওঃ! পোলাও? তা বেশ তো!

জগৎসিংহ। তা হ'লে তুমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছো ব্রাহ্মণ! কিন্তু দুর্গের আর সকলে?

গজপতি। সকলেই এক একটা অন্তর বেছে নিয়েছে হুজুর। এই যেমন ধরুন—প্রকাণ্ড রকম লোকান্তর, ধর্ম্মান্তর মতান্তর, পত্যান্তর ইত্যাদি ভূরিভূরি অন্তর।

জগৎসিংহ। এর অর্থ।

গজপতি। আজ্ঞে খুব সোজা। দুর্গের ঈশ্বর মহারাজা বীরেন্দ্রসিংহ প্রকাণ্ড রকম জহ্লাদের হাতে লোকান্তর গ্রহণ করলেন আমি স্বয়ং গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রকাণ্ড রকম ফলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলুম আর গুরুজী অভিরাম স্বামী ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করতে মত না দিয়ে আমার সঙ্গে প্রকাণ্ড রকম মতান্তর করলেন।

জগৎসিংহ। ওসমান! এ সমস্ত সত্য?

ওসমান। কিয়দংশ।

জগৎসিংহ। বাংলার বিজয়ী বীর—বীরেন্দ্রসিংহ নিহত ?

ওসমান। নিহত।

জগৎসিংহ। এ কার্য্য আপনার অভিমতে সংঘটিত হয়েছে ?

ওসমান। না! আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে।

জগৎসিংহ। আর বিমলা, তিলোত্তমা—এদের অবস্থা কি ওসমান ?

গজপতি। অবস্থার ব্যবস্থা খুব ভাল। খুব ভাল মানে পত্যন্তর। কি বল্‌বো খাঁবাবু। এখন নাকি তারা সব নবাবসাহেবের খাস উপপত্নী না উপপেত্নী কি যেন হয়েছেন।

জগৎসিংহ। স্তব্ধ হও ব্রাহ্মণ। উঃ—ওসমান তীব্র জ্বালা আমার এই বুকে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের সুতীব্র বিষ জ্বালা। ফুটন্ত-গলিত-ইস্পাতের, উত্তপ্ত অগ্নি স্পর্শ। দিগন্ত-প্রসারিত-বিস্তৃর্ণ-মরুভূমি, সর্ব্বহারা-রিক্ত-হাহাকার, যাও ব্রাহ্মণ! তুমি দূর হও।

গজপতি। যাব বৈকি। খাঁ বাবুজী এখনি যাব। কিন্তু আমার 'প্রকাণ্ড রকম' রাধেকে সঙ্গে নিয়ে যাব মাণিক।

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। বল ওসমান! এ সমস্ত সত্য ?

ওসমান। মার্জ্জনা করবেন যুবরাজ। সব কিছু উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হ্যাঁ! দেখছি, আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আজ আপনাকে, নবাবের একটা আদেশ জানাতে চাই যুবরাজ।

জগৎসিংহ। কি আদেশ ?

ওসমান। আমার প্রতি নবাবের আদেশ,—আপনাকে কারাগারে আবদ্ধ করা।

জগৎসিংহ। কারাগার! বেশ নিয়ে চলুন কারাগারে। কিন্তু এক

মুহূর্ত্ত আমায় সময় দিন। বিমলার এই পত্র, এই স্মৃতি আমি অগ্নিতে দগ্ধ

অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ পত্র দগ্ধ করিলেন।

করি। এ কি! স্মৃতি চিহ্ন ভস্মীভূত হলো আর সন্তাপ আগুনে দগ্ধ হচ্ছে যে স্মৃতি সেই তিলোত্তমার স্মৃতি তো ভস্মীভূত হলো না। একলিঙ্গ দেব, আমার শক্তি দাও।—আমার হৃদয় অধিষ্ঠাত্রী সজীব-প্রতিমা-বিসর্জ্জনের শক্তি দাও দয়াময়।

[প্রস্থান করিলেন ও তৎপশ্চাৎ ওসমান প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারাগার

জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। বিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন !

প্রতিমার নিরঞ্জন বিস্মৃতি-সলিলে !
নিজ হস্তে ডুবাইব প্রণয়-প্রতিমা।
ওঃ ভগবান। এ কি ; তব সৃষ্টির মহিমা।
পবিত্র কুসুমে রহে অপবিত্র কীট।
নরকের পূতি-গন্ধ পুষ্প পারিজাতে।
তিলোত্তমা কেন মোরে করিলে ছলনা,
কেন মোরে সাজাইলে পথের ভিখারী ?
যদি ছিল' ব্যাভিচার অন্তর-বাসনা
তবে প্রাণ কেন মোর করে ছিলে চুরি।

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। ভালবাসা দিতে যুবরাজ।

জগৎসিংহ। একি নবাবনন্দিনী। যদি এসেছ তবে শেষ বারের মত শুনে যাও, এই এই জীবন যদি কারাগারেই তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে, তবু ঈশ্বরের কাছে তোমাদের বন্দী এই জগৎসিংহ এই আকাঙ্খা নিয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করবে. যেন পরজন্মে, সে তোমার এতটুকু সেবায় ও তার আত্মনিয়োগ করতে পারে। আর যদি মুক্তি পাই—

আয়েষা। তা হলে কি কর কুমার ?

জগৎসিংহ। আজীবন নবাবনন্দিনীর আদেশ পালনে ধন্য হই।

আয়েষা। নবাব-নন্দিনীর আদেশ পালন করবে ?

জগৎসিংহ। অবশ্য, যদি মুক্ত হই।

আয়েষা। তাহ'লে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে ভুল বুঝনা যুবরাজ। তাকে বিবাহ করে সুখী হয়ো, এই আমার অনুরোধ।

জগৎসিংহ। না।—না আয়েষা। সে সুখ-স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে। সে স্মৃতি, বিস্মৃতির অনলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

আয়েষা। যুবরাজ তুমি এত নিষ্ঠুর! [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

জগৎসিংহ। ওকি—নবাব-নন্দিনী! নবাব-নন্দিনী, তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদছ। কিন্তু কেন এই অশ্রু ?

আয়েষা। যুবরাজ, আজ তুমি সুস্থ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকার আর আমার নেই। তাই আজ এসেছি জন্মের মত তোমার কাছে বিদায় নিতে। যুবরাজ! যুবরাজ! আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু কারাগারে একাকী তোমার মনঃপীড়ার যন্ত্রনা ভোগ আমার অসহ্য।

জগৎসিংহ। তবু আমাকে কারাগারে অন্তর বেদনায় জর্জ্জরিত হতে হবে!—উপায় নেই নবাবনন্দিনী।

আয়েষা। না! না! সে আমি সহ্য করতে পারবো না। যুবরাজ জগৎসিংহ! এস' তুমি আমার সঙ্গে। অশ্ব-শালায়, অশ্ব আছে, তুমি আজ রাত্রেই ফিরে যাও নিজ শিবিরে।

জগৎসিংহ। তুমি এ সব কি বলছ' উন্মাদিনী!

আয়েষা। এস! রাজকুমার এস! বিলম্বে সব পণ্ড হবে!

জগৎসিংহ। আয়েষা! তুমি আমায় কারাগার থেকে মুক্ত করছো!

আয়েষা। হ্যাঁ! হ্যাঁ! এই দণ্ডে এই মুহূর্ত্তে যুবরাজ—

জগৎসিংহ। তোমার পিতার অজ্ঞাতে ?

আয়েষা। পিতা জ্ঞাত হবেন—তুমি সুস্থ শরীরে তোমার পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরে যুবরাজ—

জগৎসিংহ। কিন্তু প্রহরী ?

আয়েষা। আজ পিতার জন্মদিন ! প্রহরীরা আজ আনন্দে মত্ত থাকবে কুমার ! আর যদি একান্তই কোনও বাধা আসে, তবে আমার কণ্ঠ শোভিত এই রত্ন-কণ্ঠীর পুরস্কার লোভে সে বাধা অপসারিত হবে।

জগৎসিংহ। কিন্তু নবাব যখন শুনবেন বন্দী জগৎসিংহের মুক্তিদাত্রী তাঁরই কন্যা, তখন তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আয়েষা !

আয়েষা। সে যন্ত্রণা আয়েষার কাছে আনন্দের উৎস যুবরাজ ! সে তরবারির আঘাত হবে আয়েষার কণ্ঠে কুসুমের গাঁথাহার।

জগৎসিংহ। জগৎসিংহ এত দূর স্বার্থপর ভেবেছো যে, জীবন দায়িনীকে বিপদের মাঝখানে ফেলে, সে মুষিকের মত পলায়নে আত্মরক্ষা করবে ? না ! না ! আয়েষা ! সে তোমার ভুল ! তুমি যাও নবাব-নন্দিনী—আমি মুক্তি চাই না।

আয়েষা। মুক্তি নেবে না কুমার ! এমন সুযোগ হেলায় হারাবে ?

জগৎসিংহ। আমি বুঝতে পারছি না, নবাব-নন্দিনী—আমার মুক্তির জন্য কেন তুমি এত ব্যাকুলা, আত্মহারা ? আমার মত শত শত হতভাগ্য তোমার পিতৃ কারাগারে বন্দী। কিন্তু আমার জন্য তোমার এ দুঃসাহস কেন ?

আয়েষা। কেন ? তা যদি বুঝতে যুবরাজ, তবে আয়েষার চোখের জলে বুক ভেসে যেত না। যুবরাজ ! যুবরাজ ! তোমার পীড়ার সেবা করে, তোমার স্পর্শ-সুখ-লাভ করে, আমার জীবনে এক ভাব ময় জীবন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বহুদিন হ'তে। আজ আমার হৃদয় আকাশে

একটা পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে যুবরাজ—আর সেই চাঁদের আলোয় ভরে গেছে আমার সবটুকু প্রাণ-মন, আমার বলতে যা কিছু সব—

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। বাঃ! চমৎকার।

আয়েষা ও জগৎসিংহ। কে! ওসমান?

জগৎসিংহ। কি চমৎকার ওসমান?

ওসমান। নিশিথে একাকিনী বন্দী সহবাস, নবাবপুত্রীর চমৎকার আচরণ!

আয়েষা। আমি স্বেচ্ছায় একাকিনী, নিশীথে কারাগারে প্রবেশ করেছি—এতে চমৎকারের তো কিছু নেই ওসমান!

ওসমান। কিন্তু নবাব-নন্দিনীর পক্ষে একি অন্যায় আচরণ নয়?

আয়েষা। নবাবনন্দিনীর ন্যায়-অন্যায় বিচারকর্ত্তা নবাব, সেনাপতি নয়! সে অধিকার নবাব ওসমানকে দেননি।

ওসমান। উত্তম! কল্য প্রভাতে, নবাবের নিজ প্রশ্নে এর সত্যাসত্য বুঝতে পারবে, নবাব-নন্দিনী।

আয়েষা। তাঁর প্রশ্নের সদুত্তরই আমি তাঁকে দেব'! সে জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন নেই—ওসমান।

ওসমান। আর যদি আমি প্রশ্ন করি, কোন অধিকারে তুমি পাঠানের অন্তঃপুরচারিণী হয়ে গভীর রাত্রে বন্দীর কক্ষে পদার্পণ করেছ? কিসের আগ্রহে বন্দীর সঙ্গে মিলিত হতে অন্তঃপুর হতে ছুটে এসেছো?

আয়েষা। নদী যে আগ্রহে, সাগর উদ্দেশ্যে ছুটে যায়, সেই আগ্রহে ওসমান!

ওসমান। কেন—এ বন্দী তোমার কে?

আয়েষা। এই বন্দী! এই বন্দীকে শুনবে ওসমান? এই বন্দী,-এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

ওসমান ও জগৎসিংহ। উঃ!—

আয়েষা। ওসমান! জান, তোমার কাছে আমি অপরাধিনী। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা ক'রো, ওসমান! ভাই! আয়েষা সহস্র অপরাধ করুক—তবু সে অবিশ্বাসিনী নয়। আয়েষা যা করে, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। এখনি তোমার সাক্ষাতেও যা বলেছে প্রয়োজন হলে পিতার সাক্ষাতেও বলবো সেই এক কথা—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

জগৎসিংহ। একি শোনাচ্ছ নবাবনন্দিনী! না! না! এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভুলে যাও! ভুলে যাও আয়েষা, তোমার ক্ষণিকের অন্ধ মোহ।

আয়েষা। রাজপুত্র! ক্ষণিকের অন্ধ মোহে আকুল হয়ে পুরুষই ভাবে তার ভালবাসা কত গভীর—কিন্তু নারী তা' ভাবে না। কুমার! নারীর ভালবাসা সমুদ্রের মত গভীর সীমাহীন, ভাবময়, আকাশের মত অত্যন্ত উদার,—মহান।

ওসমান। আর পুরুষের ভালবাসা নেই আকাশের চেয়েও উচ্চ—বিরাট—মধুর।

আয়েষা। থাক ভাই। সে তর্কের প্রয়োজন নেই! অভিলাষ ছিল, হৃদয়ের উত্তাপ কখনও প্রকাশ করবো না। কিন্তু ওসমান, আজ তোমারই জন্য সে কথা প্রকাশ কর্‌তে বাধ্য হলেম! জান ওসমান! আমি কুমারকে মুক্তি দিতে এসেছিলাম, কিন্তু কুমার মুক্তি নেন্‌নি। নতুবা এতক্ষণে কুমারের নখাগ্রও তুমি দেখ্‌তে পেতে না।

ওসমান। আয়েষা!

আয়েষা। মার্জ্জনা কর ভাই। আমার অন্তর-বাসনা অন্তরেই সমাধি

লাভ করবে ! ভয় নেই পাঠানের অন্তঃপুরচারিণীর আচরণে, পাঠানের কুলমর্য্যাদা বিনষ্ট হবে না।

[প্রস্থান করিলেন।

ওসমান। যুবরাজ! আপনি কি বিমলার পত্রোত্তর লিখেছেন।

জগৎসিংহ। আমার উত্তর, তুমিই তাঁকে জানিয়ো। তাঁকে বলো, তাঁর পত্র অনুযায়ী অনুরোধ আমি রাখবো। বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের যথা শাস্ত্র পরিণীতা স্ত্রী এ কথা সকলকেই জানাবো। আর আমার অনুরোধও তাঁকে জানিও। তাকে তুমি বোলো যদি তিনি যথার্থই পতিব্রতা রমণী হন, তাহ'লে যথাশীঘ্র সম্ভব পতি-পথ অবলম্বনে আত্ম-কলঙ্ক লোপ করবেন!

ওসমান। রাজপুত্র! আপনার হৃদয় অতি নির্ম্মম! অতি কঠোর।

জগৎসিংহ। পাঠান অপেক্ষা নয়।

ওসমান। কিন্তু পাঠান আপনার সঙ্গে সর্ব্বাংশে ভদ্র আচরণ করেছে।

জগৎসিংহ। ভদ্র আচরণ না হোক,—করুণা প্রদর্শন করেছে পাঠান। কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ না রেখে, অবাধ স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছে পাঠান, কিন্তু আমি এটুকু বুঝতে পাচ্ছি না পাঠানের এই অপরিমিত দয়া. ভদ্রতার জালে, আমায় জড়িত করে রাখার পরিণামে, আমার হাসি না অশ্রু, সুখ না দুঃখ, আনন্দ না হাহাকার।

ওসমান। আপনি বিবেচক। পাঠানের এই আন্তরিকতা কেন তা' কি বুঝতে পারছেন না?

জগৎসিংহ। বুঝেছি যে, এর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। না—না। চাই না, এই দয়া! এ'দয়ার শৃঙ্খল, রাজপুতের পক্ষে মরণ হতেও ভীষণ। ওসমান! ওসমান! আমাকে এখনি কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর।

ওসমান। রাজপুত্র! অশুভের জন্যে ব্যস্ত কেন! অমঙ্গল, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না—অযাচিত উপস্থিত হয়।

জগৎসিংহ। আপনার প্রদত্ত এ কুসুম শয্যা পরিত্যাগ করে, শিলা শয্যায় শয়ন করা, রাজপুতের পক্ষে অমঙ্গল নয়।

ওসমান। কিন্তু যদি সেই শিলা শয্যায় ধীরে-ধীরে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মরণের পরপারে চলে যেতে হয়,—সেও কি বাঞ্ছনীয়?

জগৎসিংহ। সহস্রবার বাঞ্ছনীয়! রাজপুতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে সিংহ-শাবক হয়ে, আজ আমি সামান্য শৃগাল পেচকের ন্যায় অন্ধকার পাঠান কারাগারে বন্দী। আজ আমি জীবিত থেকেও আমার শাণিত তরবারী, দস্যু কতলুখাঁর বক্ষ রক্তে রঞ্জিত করতে পারিনি।

ওসমান। সাবধান রাজপুত্র।

জগৎসিংহ। রাজপুত কারও রক্ত-চক্ষে ভীত হয় না সেনাপতি।

ওসমান। রাজপুত্র! আমরা পরস্পর-পরস্পরের-যতটুকু পরিচয় জানি,—ততটুকুই যথেষ্ট। বৃথা বাক্য ব্যায়ে উদ্দেশ্য-বিফল করা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

জগৎসিংহ। কি উদ্দেশ্য তোমার?

ওসমান। আমি নবাব আদেশে, আপনার নিকট এক মহামূল্যবান প্রস্তাব এনেছি রাজপুত্র, মোগল পাঠান উভয় কুলই ধ্বংসেধ পথে অগ্রসর হ'চ্ছে।

জগৎসিংহ। ধ্বংস হবে পাঠানেরা। তাদের শোণিতে ধরণীর বক্ষ প্লাবিত হবে!

ওসমান। আর ধরণীর ধুলি-কণা সিক্ত হবে মোগলের বক্ষ রক্তে। রাজপুত্র। যুদ্ধের ফলে, উভয় পক্ষের শোণিত পাত পৃথিবীতে আবহমান কাল চলে আসছে তাই বলি 'থামাও রক্তপাত'।

জগৎসিংহ। তা কেমন করে সম্ভব?

ওসমান। যথারীতি সন্ধি-সূত্রে।

জগৎসিংহ। কিরূপ সন্ধি?

ওসমান। উভয় পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার। নবাব কতলুখাঁ বাহু বলে বঙ্গদেশের যে অংশ জয় করেছেন—তা' ত্যাগ করতে এখুনি প্রস্তুত, কিন্তু পরিবর্ত্তে মোগল সম্রাট আকবর শাহকে পরিত্যাগ কর্তে হবে উড়িষ্যার সমস্ত সত্ব। আর ভবিষ্যতে তিনি পাঠানকে আক্রমণ করবেন না এইরূপ সর্ত্তও থাকবে সন্ধীপত্রে।

জগৎসিংহ। উত্তম, পিতা মানসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করুন।

ওসমান। দূত অকৃতকার্য্য হয়েছে যুবরাজ।

জগৎসিংহ। কারণ।

ওসমান। কারণ, পাঠানের হস্তে আপনার মৃত্যু দণ্ডের মিথ্যা সংবাদ কোন ব্যক্তি তাঁকে দিয়ে থাকবেন! যদি আপনি, আপনার পিতার নিকট গমন করেন—তাহলে সন্ধি সম্ভব হতে পারে।

জগৎসিংহ। বুঝলেম না ওসমান। যেখানে একটী হস্তাক্ষরে কার্য্য সিদ্ধ হ'তে পারে, সেখানে আমার উপস্থিতির কি প্রয়োজন?

ওসমান। আপনার সাক্ষাৎ অনুরোধে যতদূর কার্য্য অগ্রসর হবে পত্রে ততদূর সম্ভব নয়। বলুন যুবরাজ। আপনি পিতৃ সন্নিধানে যেতে প্রস্তুত তো?

জগৎসিংহ। জগতে এমন কোন পুত্র আছে—যে সুদূর প্রবাস হতে পিতৃ সন্নিধানে গমনের সুযোগ হেলায় হারায়।

ওসমান। উত্তম! কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে আপনাকে অঙ্গীকার করতে হবে—যে পুনর্ব্বার এই দুর্গে আপনি ফিরে আসবেন।

জগৎসিংহ। আর যদি অঙ্গীকার পালন না করি?

ওসমান। তা আপনি করবেন, রাজপুত কখনও প্রতিজ্ঞা ভোলে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

জগৎসিংহ। বেশ—আমি অঙ্গীকার করছি।

ওসমান। আর একটী প্রতিজ্ঞা আপনাকে করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি আপনার পিতাকে—আমাদের ইচ্ছামত সন্ধির জন্য উদ্যোগী করবেন ?

জগৎসিংহ। এ অঙ্গীকার করতে আমি অক্ষম। দিল্লীশ্বর পাঠান জয়েই আমাদের নিযুক্ত করেছেন, সন্ধি করতে নয়! যাও! সন্ধি হবে না—হতে পারে না। আমরা যুদ্ধই করবো।

ওসমান। এখনও চিন্তা করে দেখুন—যুবরাজ আপনার মুক্তির এই একমাত্র উপায়—আপনি পরিত্যাগ করছেন।

জগৎসিংহ। আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরের কিছু যায় আসে না। রাজপুতকুলে আমার মত অনেক রাজপুত আছে সে স্থান পূর্ণ করতে।

ওসমান। এখনও বলছি যুবরাজ। এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর নতুবা তোমার অদৃষ্টে অশেষ লাঞ্ছনা ?

জগৎসিংহ। এ ভীতি প্রদর্শন বৃথা ওসমান। এইমাত্র কারাবাসে, শিলা শয্যার প্রার্থনা তোমায় জানিয়েছি।

ওসমান। কিন্তু কারাবাসে শিলা শয্যায় রেখেই কি নবাব তৃপ্ত হবেন ?

জগৎসিংহ। তৃপ্ত না হন, বীরেন্দ্রসিংহের রক্ত স্রোতে—আর একটা রক্তস্রোত মিশে এক বিরাট রক্ত সমুদ্রের সৃষ্টি করবে।

ওসমান। তবুও তুমি সম্মত হবে না। স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করছো, এ যেন স্মরণ থাকে যুবরাজ।

[প্রস্থান করিলেন]

জগৎসিংহ। এই কারাগারে বন্দীত্বের চেয়ে মৃত্যু আমার যথেষ্ট ভাল। দুদ্ধর্ষ রাজপুতবীর জগৎসিংহ আজ জীবিত অবস্থায় বিধর্ম্মীর কারাগারে বন্দী অথচ ধ্বংসের মহাগর্জ্জনে, সমুদ্র গর্জ্জে ওঠে না। বিশ্বনাশী প্রলয় বজ্রনাদের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আকাশ, ফেটে চৌচির হয়ে যায় না। জঘন্য কৃমি পূর্ণ নরকের ঘন অন্ধকারে, বিশাল পৃথিবী ঢেকে যায় না। উঃ ঈশ্বর! ঈশ্বর! একি অনিয়ম! একি অত্যাচার তোমার দয়াময়।

[প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ কক্ষ।

বিলাসিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছে কতলুখাঁ আসিয়া উপবেশন করিলেন।

বিলাসিনীগণ।　　গীত।

সিরাজী পিয়ালা ভরা
　　অধর সুধা
চুম্বনে নাও প্রিয়
　　মিটায়ে ক্ষুধা
মিটায়ে রসের ক্ষুধা আবেশে বিভে
খুলিও না প্রিয়তম বাঁধা বাহু ডোর
এ মধুর রাতি যবে হ'য়ে যাবে ভো
[illegible]

কতলুখাঁ। এই সরাপ লেআও!

সুসজ্জিতা বিমলা মদ্য পূর্ণ গ্লাস ও বোতল লইয়া প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। এনেছি নবাব।

কতলুখাঁ। বাঃ—বাঃ! এই তো চাই। ঢাল ঢাল। পিয়ালা ভরে দাও। আজ আমার জন্মদিনের আনন্দ সার্থক হোক্।

বিমলা। [কতলুখাঁকে মদ্য প্রদান করিয়া কটাক্ষ করিলেন] নবাব!

কতলুখাঁ। বিমলা সুন্দরী! কতলুখাঁর পাষাণ হৃদয়, তোমার কটাক্ষে বিদ্ধ হয়েছে! প্রাণময়ী! দাও। দাও। আরো সরাপ দাও।

মদ্যপান করিলেন।

কতলুখাঁ। নাচ। গাও। আনন্দের ফোয়ারা ছোটাও।

বিমলা। নবাবের আনন্দেই আমাদের আনন্দ! আমাদের সবই তো নবাবকে দিয়েছি। এখন আমাদের নৃত্যগীতে নবাবের সন্তুষ্টি হলেই আমরা ধন্যা! [কতলুখাঁকে মদ্য প্রদান করিলেন]

কতলুখাঁ। [মদ্যপান করিয়া] বাহবা! এই তো চাই! নাও সুন্দরী তোমাদের অপূর্ব্ব নৃত্যের ছন্দে আমায় পাগল করে তোল।

নর্ত্তকীগণ সহ বিমলা নৃত্য করিতে লাগিলেন ও ক্ষণপরে বিমলা বস্ত্রাভ্যান্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কতলুখাঁ। চমৎকার! চমৎকার, তোমার বিদ্যুৎ দাম কটাক্ষ! আর চমৎকার তোমার লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী। আমি তোমায় খাস বেগম করবো সুন্দরী বিমলা বুকে এস। কতলুখাঁর তৃষিত বক্ষ শীতল কর! ধরা দাও—ধরা দাও আলিঙ্গনে [ধরিতে অগ্রসর হইলেন]

বিমলা নৃত্য করিতে করিতে সরিয়া গেলেন।

কতলুখাঁ। কই! কোথায়? কোথায় তুমি প্রিয়তমে—

বিমলা বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া কতলুখাঁর বক্ষে ছুরীকাঘাত করিল।

বিমলা। দাসী—চরণে—

কতলুখাঁ। [আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন] উঃ—পিশাচী! শয়তানী।

বিমলা। হা—হা—হা! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! নবাব! আমি পিশাচী নই! শয়তানী নই! আমি বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা—

জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। কই! কোথায় বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা। একি! উড়িষ্যার নবাব, আজ ভূমিশয্যায়।

কতলুখাঁ। মরণ শয্যায়! উঃ জগৎসিংহ!

জগৎসিংহ। নবাব! আজ বাংলার একটা বিভীষিকা ধ্বংস হ'য়েছে।

কতলুখাঁ। কতলুখাঁর গর্ব্বের প্রসাদ চূর্ণ হয়েছে। উঃ! বিরাট পর্ব্বতের আজ সলিল-সমাধি হয়েছে—

আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। না—না, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, ধ্রুবতারা আজ কক্ষচ্যুত হয়েছে।

বিমলা। ধুমকেতু খসে পড়েছে।

জগৎসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ। শত্রু-নিপাত হয়েছে।

কতলুখাঁ। জগৎসিংহ। আমি মরি আমি শত্রু, রাগদ্বেষ ত্যাগ, ও!

আয়েষা। বাবা—বাবা! তোমার এ দুর্দ্দশা কে করলে?

কতলুখাঁ। খোদা! জগৎ—প্রার্থনা—স্বীকার—ওঃ—

জগৎসিংহ। কি স্বীকার?

কতলুখাঁ। বালক সব—যুদ্ধ—ওঃ—বড়-পিপাসা—

আয়েষা। জল দিচ্ছি বাবা। [কতলুখাঁর মুখে জল দিলেন]

কতলুখাঁ। [অতি কষ্টে জলপান করতঃ] জগৎ যুদ্ধে কাজ নাই সন্ধি—

জগৎসিংহ। সন্ধি—অসম্ভব!

কতলুখাঁ। অস্বীকার?

জগৎসিংহ। পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করলে,—আমি পিতাকে সন্ধির জন্য অনুরোধ করবো—নতুবা নয়!

কতলুখাঁ। আর—উড়িষ্যা—আমার পুত্র সোলেমান। বেগম মন্ত্রী খাজা ইশা—

জগৎসিংহ। যদি, সর্ত্ত অনুযায়ী সন্ধি হয়, তাহ'লে আপনার পুত্র—সোলেমান, মন্ত্রী খাজা ইশার তত্ত্বাবধানে তা'র মায়ের কাছেই থাকবে—তারা উড়িষ্যা চ্যুত হবে না নবাব!

কতলুখাঁ। খোদা—আপনার মঙ্গল—আপনি মুক্ত—ওঃ—আয়েষা—বড় পিপাসা—

আয়েষা। বাবা! বাবা! [জল প্রদান করিলেন।

কতলুখাঁ। জগত—কাছে এস, বীর বীরেন্দ্র কন্যা—পিতৃহীনা—আমি পাপিষ্ঠ—উঃ—বড় পিপাসা—

আয়েষা। কথা বোল' না বাবা। এই যে জল দিচ্ছি। [জল দিলেন]

কতলুখাঁ। তিলোত্তমা—সাধ্বী—উঃ—দারুণ জ্বালা—তুমি তাকে দেখ'।

জগৎ। কি? কি বললে, নবাব?

জগৎ। এই ক—কন্যার—মত—বা—পবিত্রা—তুমি—আঃ—বড়—তৃ—তৃষ্ণা—আয়েষা—যা—ই—যে—থা—আঃ—[মৃত্যু]

আয়েষা। [বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন] বাবা! বাবা—

জগৎসিংহ। নবাব—নবাব।

বিমলা। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ। হা! হা! হা! এইবার আমি চাই মুক্তি!

অভিরাম স্বামী ও বঙ্গবীরগণ প্রবেশ করিলেন।

অভিরাম ও বঙ্গবীরগণ। গীত।

মুক্তি চাই। মুক্তি চাই!
মুক্তি চাহিরে জননী!
শাণিত-কৃপাণে আজি জনে জনে
কাটিব অরাতি শির।
ছিঁড়ে ফেলে মা'র কঠিন-বাঁধন,
ভেঙে ফেলে মা'র কারা-নিকেতন,
মুছাব' মায়ের করুণ-নয়ন,
আমরা বাঙালী বীর।

বিমলা। বাবা!

অভিরাম। মা! মা! আজ আমরা ক্ষেপে উঠেছি মা! বাঙ্গালার শত শত আনন্দ দুলাল আজ মায়ের, মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে—আজ তা'রা তা'দের স্বর্গাদপী গরিয়সী জননী জন্মভূমিকে, চিনেছে!

জগৎসিংহ। কিন্তু বাঙ্‌লার একটা উজ্জ্বল রবি, বীরেন্দ্রসিংহ, আজ চির অস্তাচলে চলে গেছে রাজগুরু।

অভিরাম। আবার নব প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কোটী কোটী দীপ্যমান সূর্য্য বাঙ্‌লার আকাশে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোটী-কোটী বাঙ্‌লার উজ্জ্বল ভাস্কর আমার এই বাঙ্গালী ভায়েরা স্বাধীনতা-হীন তার নাগ-পাশ চূর্ণ করেছে। শুধু বাকী আছে, যুবরাজ, বিদেশী বিধর্ম্মীর স্থাপিত প্রস্তর দুর্গটা রেনু-রেনু করে মহাশূন্যে উড়িয়ে দিতে। বিধর্ম্মীকে সুবর্ণরেখার পরপারে রেখে আসতে! তাই আজ বাঙালীর সম্মিলিত অভিযান।

জগৎসিংহ। সে প্রতিজ্ঞা আমারও ছিল। কিন্তু যাকে সুবর্ণরেখার পরপারে রেখে আসবেন, ঐ দেখুন সেই পাঠানের পরিচালক আজ জীবন

সমুদ্রের পরপারে চলে গেছে। মোগল্ পাঠানের দ্বন্দ্ব অবসান করে, বঙ্গমাতার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে, আজ পাঠানের নবাব রক্ত ঢেলেছে—বাংলার বুকে।

মৃত বসন্তকে স্কন্ধে লইয়া ধরমসিংহ প্রবেশ করিলেন।

ধরমসিংহ। আর ধরমসিংহ দিয়েছে—মায়ের পায়ে রক্ত পুষ্পের অঞ্জলি, মোগল পাঠানের শ্যেন দৃষ্টি হতে বাঙলা মায়ের রক্ষা কল্লে—এই দেখ।

বসন্তকে দেখাইলেন।

জগৎসিংহ। একি ধরমসিংহ। কে এই মৃত বালক।

ধরমসিংহ। কে—হা—হা—হা—আমার সব—আমার ছায়া—কায়া অন্তর। আমার রক্ত—রক্ত। হা—হা—হা!

জগৎসিংহ। একি ধরমসিংহ তুমি কি উন্মাদ।

নন্দ প্রবেশ করিল।

নন্দ। পাগল! পাগল হয়ে নিজের ছেলেকে।—ওঃ—হো-হো খোকন। খোকন।

ধরমসিংহ। কই। কোথায় তোর খোকন বল নন্দ কোথায় গেল আমার বসন্ত?

নন্দ। চলে গেছে বাবু। পাখী পিঞ্জরা ভেঙে উড়ে গেছে ওই আকাশে—

ধরমসিংহ। দূর পাগল। দেখতে পাচ্ছিস না-খোকন তার মায়ের কোলে শুয়ে কেমন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে জাগিয়ে তোল্ নন্দ। তোর খোকনের যে খাবার সময় হয়েছে রে! তারে ডাক্‌বি না? আহা। না খেয়ে বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে! ডাক্! তারে ডাক্ নন্দ! ডাকবি না? তবে দাঁড়া আমিই ডাকি। আমি ডাক্‌লে সে নিশ্চয় জাগবে? বসন্ত। বসন্ত! ওঠ বাবা! ওঠ! আর ঘুমাস্‌নি—

অভিরাম। কাকে ডাকছো? ও ঘুম কি আর ভাঙবে। ওকি আর ফিরে আসবে ভাই, ও যে চলে গেছে—চলে গেছে—

ধরমসিংহ। চলে গেছে! কোথায়? তবে-তবে কি আমার খোকন ফিরে আসবে না? না—না—সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। আমি যদি ডাকি, সেকি থাকতে পারে? দেখ্‌বে—দেখ্‌বে তোমরা? ডাকবো আমার খোকনকে। খোকন! খোকন! বসন। আয় বাবা আয়। আমার বুকে ফিরে আয়।

অভিরাম। ডাক্‌তে তুমি পারছো না ভাই। তুমি প্রাণ ভরে ডাকো, ওই নদীর ওপার হতে ছুটে আসবে সে দেখা দেবে—তোমার বুকে ভগবানের মূর্ত্তিতে।

ধরমসিংহ। দেখা দেবে তো! কথা বলবে তো। আমাকে কাঁদিয়ে ফাঁকি দিয়ে আবার চলে যাবে না তো—বাতাসের মত মিলিয়ে যাবে না তো।

অভিরাম। না।

ধরমসিংহ। তবে যাই ওই নদীর তীরে,—কেমন? আমি তাকে ডেকে আনি—কেমন? ওরে বসন্! বসন্! খোকন! খোকন! আয় বাবা—আয়—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন।

নন্দ। বাবু! বাবু! তোমরা সবাই ধর। হয়তো জলে ডুবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা ক'রে—আমার বাবু খোকনের জ্বালা ভুলবে! না! না! তা' আমি হ'তে দেব না। একদিন ওই বাবুই আমায় ফাঁসি-কাঠ থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল। তোমরা না যাও, আমি যাব। আমার বাবুকে আমি বাঁচাব'!

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। এইবার মোগল-পাঠানের সন্ধির বিনিময়ে আমায় মুক্তি দাও নবাব-নন্দিনী! আর ওঠ, তুমি মৃত দেহ পরিত্যাগ করে।

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। আমিও বলছি, মৃত দেহের ওপর বৃথা অশ্রুপাতে মৃতের আত্মাকে কষ্ট দিও না আয়েষা।

আয়েষা। ওসমান! বাবা আমার নেই—

জগৎসিংহ। এইবার আমাকে মুক্তি দাও, সেনাপতি। আমি যাই পিতৃ সমীপে, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

ওসমান। উত্তম! কিন্তু শপথ করুন, সন্ধির প্রস্তাব ক'রে ফিরে আসা মাত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন যুবরাজ, ধরপুর অরণ্যের প্রবেশ পথে।

জগৎসিংহ। কেন সেনাপতি।

ওসমান। সে, তখন জ্ঞাত হবেন যুবরাজ।

জগৎসিংহ। বেশ, তাই হবে। রাজগুরু। আমি শপথ করছি। মা, বিমলাকে ফিরে পেয়েছি, কিন্তু মায়ের দুর্গ গড়-মান্দারণ!

অভিরাম। মুক্ত!—পুনরধিকৃত। বাঙলার, বিজয়গর্ব্ব ধুলি-মলিন হয় না, রাজপুতবীর সে গৌরব নির্ম্মল,—ক্লেদহীন, পবিত্র। আয় বিমলা! স্বাধীনতা সংগ্রামে আজ বাঙালী কতদূর পবিত্রতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে দেখবি আয়।

ওসমান। এসো। তবে সেই পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে, একপ্রাণে, সমবেত কণ্ঠে খোদার কাছে প্রার্থনা করি, বাঙলার বিজয় গৌরব যেন চিরদিন এমনি ভাবেই অক্ষুন্ন থাকে। এস হিন্দু, এস মুসলমান! এস ভাই সব! এক সঙ্গে এস, মুসলমানের-কবর-স্থানে —আর হিন্দুর-শ্মশানে, নবাবের কাফেন—আর বসন্তের চিতা সাজাতে—

[সকলে কতলুখাঁ ও বসন্তকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

হানা-বাড়ী।

কথা বলিতে বলিতে জগৎসিংহ ও ওসমান প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। এই গভীর-বনে, তুমি আমায় এ কোথায় নিয়ে এলে সেনাপতি! এ'যে দেখছি জনপ্রাণী শূন্য একটা হানা-বাড়ী!

ওসমান। হ্যাঁ; রাজপুত্র! এই হানা-বাড়ী পাঠানদের গুপ্ত-আবাস।

জগৎসিংহ। এখানে আমায় কেন নিয়ে এসেছো সেনাপতি?

ওসমান। সে কথা, অন্যের সমক্ষে প্রকাশ করতে পারিনি, যে কথা শুধু তুমি আমি ছাড়া, বিশ্বের আর কেউ জানবে না আজ সেই কথা বলতে, এই নিভৃত স্থানে তোমায় নিয়ে এসেছি যুবরাজ।

জগৎসিংহ। কি সে কথা?

ওসমান। বিশেষ গুরুতর কথা যুবরাজ! অতি গোপনীয়!

জগৎসিংহ। এমন কি সে গুপ্তকথা, যার জন্য বেছে নিয়েছ এই বিজন শালবনের নির্জ্জন অট্টালিকা?

ওসমান হা! হা! হা কেন? কি বুঝবে তুমি যুবরাজ—কেন? এই বুকের মধ্যে, যে দাবানলের জ্বালা অহোরাত্র অনুভব করছি, সে জ্বালা নির্ব্বাণের স্থান এর চেয়ে সুন্দর আর কোথায় পাব যুবরাজ? রাজ পুত্র! আজ তোমার আমার মধ্যে মীমাংসার প্রয়োজন, এই দুনিয়ায় আয়েষার প্রণয়াস্পদ—তুমি না আমি?

জগৎসিংহ। সে মীমাংসা, আয়েষার সম্মুখেই তো হতে পারতো।

ওসমান। না! না! পৃথিবীর কা'রো সম্মুখে নয়! এ মীমাংসা চরম মীমাংসা, শুধু তোমার আমার মধ্যে!

জগৎসিংহ। তা'র জন্য, এই ভগ্ন অট্টালিকা-প্রাঙ্গন কেন? কেনই বা ওই দৃশ্য, যা' প্রবেশ পথে এই মাত্র দেখে এলাম!

ওসমান। কি দৃশ্য দেখে এলে রাজপুত্র?

জগৎসিংহ। প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথে এইমাত্র দেখে এলাম—এক পার্শ্বে সমাধি খাত প্রস্তুত, অথচ শবদেহ নেই। আর এক পার্শ্বে সজ্জিত চিতা, অথচ মৃত দেহ নাই। এ'সকলের তাৎপর্য্য কি, ওসমান?

ওসমান। এ সকল আমারই আজ্ঞা ক্রমে হয়েছে যুবরাজ। আজ যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তুমি নিজ হস্তে ওই কবর মধ্যে আমার মৃতদেহ সমাধিস্থ করবে! আর যদি তোমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়, তবে আমি গোপনে ব্রাহ্মণ সাহায্যে তোমার দেহ ভস্মীভূত করবো। চতুর্থ ব্যক্তি জানবে না।

জগৎসিংহ। এ'র অর্থ?

ওসমান। অর্থ অতীব প্রাঞ্জল! শুনুন যুবরাজ।—আমরা পাঠান। অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হ'লে উচিতানুচিত বিবেচনা করিনা! সেই অন্তর দাহ তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত করতে কৃত সঙ্কল্প হই! যুবরাজ!—এই দুনিয়ার মধ্যে আয়েষার প্রেমাকাঙ্খী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না—হতে পারে না!—এক জনকে এইখানেই প্রাণত্যাগ করতে হবে।

জগৎসিংহ। প্রাণত্যাগ কে করবে সেনাপতি?

ওসমান। যে আয়েষার অযোগ্য—সেই।

জগৎসিংহ। কে অযোগ্য কেমন করে মীমাংসা হবে?

ওসমান। উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগীতায়। যুবরাজ—তুমি সশস্ত্র আছ। আমি তোমায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করছি! তোমার আমার

বীরত্বের প্রতিযোগীতায় স্থির হোক, আয়েষার প্রণয় লাভের যোগ্য ব্যক্তি কে।

জগৎসিংহ। কিন্তু সে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করবে কে সেনাপতি ?

ওসমান। এই তরবারী। এস। যুবরাজ। যুদ্ধ দাও। বিলম্ব আমার অসহ্য। যে কণ্টক আমার পথের বাধা, সে কণ্টক আমি অপসারিত করবো! আর, যদি সাধ্য হয় আমাকে বধকরে তোমার পথ-মুক্ত কর।

জগৎসিংহ। নতুবা ?

ওসমান। নতুবা আমি তোমাকে ভীরু, কাপুরুষ বলে অভিহিত করবো।

জগৎসিংহ। তোমার যদি সেই রূপই বিবেচনা হয় তাহলে উপায় নেই।

ওসমান। তথাপি যুদ্ধ দেবে না ?

জগৎসিংহ। না। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ অসম্ভব।

ওসমান। অসম্ভব! আমি তাহ'লে, বিনাযুদ্ধেও তোমায় হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবো না। এই দেখ। আমি তোমাকে আঘাত করছি— যদি পার আত্মরক্ষা কর। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলেন।]

জগৎসিংহ। [অসি নিষ্কাষণে বাধা দিয়া] ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও। পাঠান সেনাপতি! তব পাশে পরাভব করিনু স্বীকার!

ওসমান। চমৎকার! চমৎকার!

রাজপুত পরাভব করিছে স্বীকার,
যুবরাজ। নব-কীর্ত্তি করিলে প্রচার,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রাণ ভয়ে-ভীত রাজপুত।

জগৎসিংহ। সেনাপতি!

শত্রু-সনে রণে ভীত নহে রাজপুত।

অরাতি বিনাশে—
সতত উন্মুক্ত তার উলঙ্গ কৃপাণ।
রাজপুতে রণভেরী দামামা শুনিয়া
উল্লাসে মাতিয়া ওঠে রণাঙ্গণ মাঝে।
কিন্তু যেবা রাজপুত জীবন রক্ষক,
যেই জন উপকৃত করে রাজপুতে—
সেনাপতি ! সেই জন নহেক' অরাতি
সেই জন রাজপুত সোদর প্রতীম,
সেই জন নহে শত্রু—মিত্র চিরদিন।
তাই বলি—কর ক্ষমা মোরে।
তব সনে—যুদ্ধে লিপ্ত করো না আমারে।

ওসমান। না। না। ক্ষমা নেই,—দয়া নেই,—নাহিক মমতা,
শুধু রণ সাধ থাক হৃদয়ে জাগিয়া;
যতদিন তুমি রবে জীবিত ধরায়
আয়েষার প্রেম লাভ—
তত দিন—হবে না সম্ভব।—
অসহ্য। অসহ্য। এই মর্ম্মদাহ মোর,
প্রজ্জলিত বহ্নি-শিখা করিতে নির্ব্বাণ,
শুধু প্রয়োজন তব হৃদয় শোণিত।

জগৎসিংহ। স্থির হও ! স্থির হও ওসমান—।
হোয় না চঞ্চল !
জেন' স্থির মিত্রবর, শপথ আমার—
নহি আমি আয়েষার প্রেম অভিলাষী।

ওসমান। কিন্তু—বেহেস্তের ফুটন্ত কুসুম সম

রূপবতী আয়েষা যে তব অভিলাষী।
না—না, কোন কথা না চাহি শুনিতে।
দেহ রণ—আকিঞ্চন মিটাও আমার।

জগৎসিংহ। অন্যায় যে আকিঞ্চন
পরিত্যজ্য সবাকার পাশে।
তব সনে যুদ্ধে নাই আকাঙ্ক্ষা আমার।

ওসমান। আরে—আরে হীন রাজপুত কুলগ্লানি।
আকাঙ্খিত মনস্কাম হবে না সফল?
না—না আকিঞ্চন মোর অবশ্য মিটাবো—
বক্ষে তোর বসায়ো শাণিত ছুরিকা।
অনন্ত সলিল গর্ভে যদি বা লুকাস্,
শুখাব সাগর বারি কোটী সূর্য্য তেজে।
শৃগালের সম যদি রহিস্ বিবরে—
টানি' পুচ্ছ ধরি আনিব সম্মুখে।
গোপনে পেচক সম র'লে অন্ধকারে—
শক্তি বলে—দিবালোকে করিব বাহির।
ওরে ভীরু—কোথা যাবি-কোথায় পালাবি,
নিস্তার নাহিক তোর পাঠানের করে।

জগৎসিংহ। বন্ধু! তুমি পাঠানের শক্তি সুমেরু!
হেন' চঞ্চলতা তোমাতে সাজে না ভাই!
সেনাপতি, করে ধরি কহি বার বার—
পুনঃ পুনঃ তব পাশে করি হে মিনতি—
নিজ হস্তে জ্বালিও না প্রলয় আগুন!
লোষ্ট্রাঘাতে জাগায়ো না নিদ্রিত সিংহেরে।

ভস্ম ঢাকা বহ্নি-ভস্ম উড়ালে ফুৎকারে
প্রলয় অনল সৃষ্টি হইবে অচিরে,
সে আগুনে পুড়ে যাবে বিশ্ব চরাচর।
শিশু-সম খেলিও না ভাই—লয়ে অজগরে—
দংশনের জ্বালা তায় লভিবে অসীম।
মিত্রবর! হের'নাই রাজপুত ভয়াল মুরতি,
তাই অজ্ঞানে বালক সম কহ কটুবানী!
কি কহিব' তুমি মোরে—দিয়েছ জীবন,
বন্দী করে ল'য়ে গিয়ে নিজের আবাসে
চিকিৎসায় সুস্থ করি তুলেছ আমায়!
নতুবা এতক্ষণে ও পাপ রসনা,
খণ্ড খণ্ড করিতাম এই অস্ত্রাঘাতে।
এতক্ষণে ওই বক্ষে এই তরবারী
আমুল বসায়ে দিয়ে মিটাতাম সাধ।
নখাঘাতে উপাড়িয়া হৃৎপিণ্ড তব,
এতক্ষণে ফেলিতাম অতল সলিলে।
কিন্তু তবু পারিব না এতখানি হইতে নির্ম্মম,
যত পার'—কহ তুমি কটু ভাষা মোরে—
তব সনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তবু অসম্ভব;
তবু মোরা স্নেহময় বিধাতার দান,
পরস্পরে দু'টি ভাই হিন্দু-মুসলমান।
তাই কহি পুনঃ—
তব সনে—যুদ্ধে লিপ্ত হইব না কভু!

ওসমান। যুদ্ধে ব্রতী—অবশ্য হইবি তুই,—

যেই—যোদ্ধা—রণ ভয়ে সদাই কম্পিত,
যেই—যোদ্ধা অস্ত্র করে লইতে বিমুখ,—
আছে পথ যুদ্ধে বাধ্য করিতে তাহারে,—
মোর পাশে আছে মন্ত্র,
আছে রে কৌশল !
রণ দিতে বাধ্য হবি নরকের কৃমি
এই ভাবে, এই মোর ভীম পদাঘাতে !

[জগৎসিংহকে পদাঘাত করিলেন।

জগৎসিংহ। উঃ!—ভেঙ্গে পড়্, ভেঙ্গে পড়্, বিরাট আকাশ,—
গর্জ্জে ওঠ মহাসিন্ধু প্রলয় কল্লোলে,
রসাতল অন্ধকারে ঢাক্‌রে পৃথিবী,
স্থানচ্যুত হ'রে রবি—শশী, গ্রহ, তারা,
থেমে যা রে সমীরণ অনন্ত প্রবাহ,
দীপ্ত হুতাশন ধ্বক্ ধ্বক্ ওঠ্‌রে জ্বলিয়া
ছারখার ক'রে দে'রে সৃষ্টি বিধাতার !
শোন্ ! —শোন্ তুই ওরে ঘৃণিত কুক্কুর—
পদাঘাতে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে দিলি মোর ;
নিজ হস্তে জ্বালাইলি কালের অনল,
সাধ তোর বহ্নি জ্বালা লভিতে সর্ব্বাঙ্গে ;
ফণি শিরে করিলি রে তীব্র পদাঘাত,
দংশনের বিষ জ্বালা নেরে প্রতিফলে,—
যুদ্ধ দে রে, যুদ্ধ দে রে নিকৃষ্ট-যবন

[আক্রমণ করিলেন।

ওসমান। আয় তবে ঘৃণ্য প্রতিযোগী !

হোক আজ চরম মীমাংসা—
আয়েষার প্রেম লাভে যোগ্য কোন জন ?
আয়—আয় রে—কাফের !

উভয়ের তুমুল যুদ্ধ ও ওসমানের অসি হস্তচ্যুত হইল এবং ওসমান পড়িয়া গেলেন। জগৎসিংহ ওসমানের অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন।

জগৎসিংহ। হা ! হা ! হা ! সেনাপতি !
মিটিয়াছে রণ সাধ তব ?
মনে করো সেই একদিন—আর এই একদিন !
সেই দিন তুমি, শত-শত সেনা ল'য়ে
অতর্কিত আক্রমণে,
বন্দী মোরে করেছিলে গড়-মান্দারণে !
আর আজ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এ'কক সমরে—
বন্দী তুমি সেই বন্দী করে !
আশা করি, এই বার, মিটিয়াছে সাধ !
এইবার পূর্ণ তব অন্তর-বাসনা ?
এইবার, রণ সাধ হ'য়েছে পুরণ ?

ওসমান। না ! না ! যতক্ষণ আছে দেহে প্রাণের স্পন্দন
ততক্ষণ সাধ মোর হবে না পুরণ !

জগৎসিংহ। সে স্পন্দন এখনি থামাতে পারি,
জেনো মম করায়ত্ত তোমার জীবন !
ইচ্ছা মত বধ-কার্য্য করিব সমাপ্ত !

ওসমান। শীঘ্র তা'ই করহ সম্পন্ন,
নতুবা—

জগৎসিংহ। নতুবা ?

ওসমান। শত্রু তব রহিবে জীবিত
তব বধ-অভিলাষে ফিরিতে পশ্চাতে !

জগৎসিংহ। যদি তাই হয় বন্ধু,—কিবা ক্ষতি তায় ?
রাজপুত—শত্রু ভয়ে রহে না লুকায়ে,
পাঠানের শত্রুতায় করে তৃণ-জ্ঞান !
রাজপুত শত্রু যদি হয় মহাকাল
দুরন্ত শমনও যদি হয় রে অরাতি,
শঙ্কিত না হয় তার রাজপুত জাতি ;
তুচ্ছ ! অতি তুচ্ছ পাঠানের শত্রুতা-সাধন।
চলে যা ! চলে যা রে ঘৃণিত-পতঙ্গ
সু-নিশ্চিয় মৃত্যু হ'তে লভি' অব্যাহতি।
শুধু যেন' মনে থাকে, একদিন উপকৃত করিয়া আমারে
প্রতিদানে ফিরে পেলি অমূল্য জীবন।
যা !—যা !—চলে যা !—মুক্ত তুই—

[নত শিরে ওসমান প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। প্রেম ! প্রেম ! ভালবাসা !—
ওরে অন্ধ মোহ, নাহি জানি হায়
মানব অন্তরে, কেন স্থান তোর।
এই ভাবে জীবন আমার ও করেছিস্ ব্যর্থ তুই !
তিলোত্তমা-রূপী মরীচিকা পানে
আমারে টানিয়া ল'য়ে
জাগাইলি বক্ষে মোর মরুভূর-তৃষা ;
ওরে ভালবাসা,
তোর মত কঠিন-ঘাতক—

নাই বুঝি জগৎ সংসারে !
তোর তরে তিলোত্তমা-রূপী যুপ কাষ্ঠে,
আপনারে অকাতরে দিছি বলিদান !
তোরই তরে, পিশাচিনী-তিলোত্তমা পাশে—

অভিরাম স্বামী প্রবেশ করিলেন।

অভিরাম। মিথ্যা ! মিথ্যা যুবরাজ ! তিলোত্তমা,—মর্ত্তে অবতীর্ণা দেবী !

জগৎসিংহ। তুমিও বলছো তিলোত্তমা দেবী।

অভিরাম। দেবী অপেক্ষাও পবিত্রা।

জগৎসিংহ। পবিত্রা !

অভিরাম। হ্যাঁ পবিত্রা !—সতী তিলোত্তমা।

জগৎসিংহ। কিন্তু তা'র জন্ম, অপবিত্রতার গভীর-কলঙ্কে।

অভিরাম। অতীত কে টেনে এনো না যুবরাজ। আমার দৌহিত্রী তিলোত্তমার মাতা লোক চক্ষে যদিও জারজা, তবু সে আমারই ঔরস জাতা।

জগৎসিংহ ! কিন্তু ! সেও এক ঘৃণ্য গুপ্ত প্রণয়ের ফল ! জয়ধর সিংহের অনুচরের পতিবিরহিনী রমণীর গর্ভ-সঞ্জাতা তিলোত্তমার গর্ভ ধারিণী জননী আপনারই ঔরসজাত, সে পাপ গোপন থাকে নি।

অভিরাম। অগ্নি আর পাপ, গোপন থাকে না যুবরাজ। স্বীকার করি অতীতে, যৌবনের অধীর আবেগে, পর-নারী বিহার-দোষে আমার চরিত্র কলঙ্কিত। স্বীকার করি তিলোত্তমার মায়ের কলঙ্কিতার গর্ভে জন্ম। কিন্তু ওই সুকুমারী বালিকা তিলোত্তমা, তো তা'র জন্য দায়ী নয় ! মনে কর যুবরাজ সেই মহাবীর কর্ণের কথা—আমি আমার জন্মের জন্য দায়ী নই আমি আমার কর্ম্মের জন্য দায়ী।

জগৎসিংহ। কিন্তু কলঙ্ক চিরদিনই কলঙ্ক! ওই বিমলার কলঙ্কও তেমনি কোন দিনই মুছবে না।

অভিরাম। তবু ও সেই বিমলা—গড়-মান্দারণ অধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের বিবাহিতা স্ত্রী! যদিও ওই বিমলা অতীতের শশীশেখর ভট্টাচার্য্যের আর বর্ত্তমানের অভিরাম স্বামীর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছে, যদিও ওই বিমলা কুলটা শূদ্রা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে তবুও তার পতি প্রেমের মধ্যে কোনও কপটতা কোন দিন আশ্রয় পায়নি, আজও তার কর্ম্মের মধ্যে কোন কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত হয়নি, যুবরাজ!

জগৎসিংহ। বুঝলুম্ তথাপি—

অভিরাম। তথাপি অতীতকে আমাদের ভুল্‌তে হবে কুমার। জীবনের আচরণ ভুলে গিয়ে, বর্ত্তমানের কার্য্য পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করে, বর্ত্তমান নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। বর্ত্তমানের সাধনা হবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। যে সাধনার বলে, অতীতের চরিত্রহীন শশীশেখর বর্ত্তমানে সর্ব্ব-জনাশ্রিত অভিরাম স্বামী।

জগৎসিংহ। কি সে বর্ত্তমান?

অভিরাম। বর্ত্তমানে তিলোত্তমা মৃত্যু-শয্যায়, কুমার!

জগৎসিংহ। মৃত্যু-শয্যায়?

অভিরাম। হ্যাঁ! তোমারই জন্য! তোমারই অবহেলায় যুবরাজ! তোমার প্রত্যাখ্যানের তাচ্ছিল্যে তিলোত্তমা আজ তিলে তিলে, মরণের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে যুবরাজ। এসো! দেখ্‌বে এস! সেই সোনার প্রতিমা আজ তোমারই জন্য ব্যথার কালিমায় ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে। যুবরাজ। যুবরাজ! তোমাকে না পেলে, বুঝি একটা বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। একটা স্বর্গের পরিজাত কুসুম বুঝি অকালেই বৃন্তচ্যুত হবে। একটা আকাশের ধ্রুবতারা বুঝি ধরণীর বক্ষে খসে পড়বে।

জগৎসিংহ। আর না! আর না! আর শুনতে চাই না। আমাকে মার্জ্জনা করুন! আমি তিলোত্তমাকে তাচ্ছিল্য করে যে অপরাধ করেছি, তার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌বো! আমি তিলোত্তমাকে অবহেলা করে যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো। আমি তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবো তার পানি ভিক্ষা করে।

অভিরাম। তবে এসো যুবরাজ! আমার সঙ্গে!

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর

আশমানি প্রবেশ করিলেন।

আশমানি। মগো—মা! মেয়েটা যে কত ঢঙ্‌ই জানে! কত অসুখ! এখন তখন অবস্থা! হাকিম কবিরাজ কেউ পারলে না রোগ সারাতে আর যখনই যুবরাজ জগৎসিংহ এসে, মিষ্টি আর ছোট্ট করে কানের কাছে একবার বল্লেন, "তিলোত্তমে কথা কও আমি এসেছি!"—ওমা!—অমনি মেয়েটার রোগ ব্যাধি পালাতে পথ পেল না! যে রোগের যে দাওয়াই! আশনাইয়ের লোক যদি রাগ অভিমান করে, তখন মেয়ে মানুষকে এমনি তর রোগেই তিলে-তিলে শুখিয়ে মরতে হয়। যাক!

ভালয় ভালয় রোগ ও সারলো ! আর দু'জনে দু'জনার গলায় মালাও দিতে পারলো ! এখন আমার ওপর আদেশ হ'লো, বর-কনের বাসর সাজাতে হবে। যাই দেখি তিলোত্তমার বাসর-ঘর মনের মত করে সাজাতে পারি কি—না !

গহণার বাক্স লইয়া আয়েষা প্রবেশ করিলেন।

আয়েষা। আর আমিও দেখি আমার ছোট বোনটীকে প্রাণ ভ'রে সাজাতে পারি কি না।

আশমানি। কাকে সাজাবে সাহাজাদী! সেই বিয়ের দিন হ'তে সে সব সময় তার বাপের ঘরে পড়ে, পড়ে কাঁদছে। আহা—হা ! মেয়েটার সে কান্না দেখ্‌লে অতি বড় পাষাণেরও বুক ফেটে যায় গা !

আয়েষা। ওই কান্নারই বন্যা আয়েষার বুকে ও এনেছে এক মহা প্লাবনের সর্ব্বধ্বংসী বিরাট তাণ্ডব।—কিন্তু তবু আমি ছুটে এসেছি সেই ধরপুরের দুর্গ হ'তে শুধু মনের সাধ মিটিয়ে দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমাকে সাজিয়ে সেই ধ্বংসের পথে আরো অগ্রসর হতে !

আশমানি। তবে তুমি দাঁড়াও! আমি দেখি কোথায় তিলোত্তমা !

[প্রস্থান করিলেন।

আয়েষা। সত্যই তো! এ জীবনে আমার কিসের প্রয়োজন ! আজ সর্ব্বস্ব হারিয়ে দীনা নবাব-নন্দিনী নিতে এসেছে শুধু একটা হিন্দু-রমণীর অন্তরের ভালবাসা! কেন ? কে বুঝবে ? বুঝবে ওসমান, আয়েষা প্রকৃতই মুসলমানের অন্তঃপুরচারিনী নারী! সে যদিও কঠোর হৃদয়া, কিন্তু সে ব্যাভিচারিণী নয়!

তিলোত্তমা প্রবেশ করিলেন।

তিলোত্তমা। কে—বলে নবাবনন্দিনী ব্যাভিচারিনী! নবাব-নন্দিনীর হৃদয়ে বয়ে যাচ্ছে পুণ্য-পূত প্রেমের মন্দাকিনী।

আয়েষা। এসেছ! এসেছ দুর্গেশনন্দিনী!—আজ তোমার সৌভাগ্যের প্রথম সূচনায় আমি দিতে এসেছি বোন, একটা সামান্য অবদান। বল ভাগ্যবতী তুমি আমার সে আশা পূর্ণ করবে?

তিলোত্তমা। ভাগ্যবতী নয়। পিতৃহীনা তিলোত্তমা বড় হতভাগিনী দিদি!

আয়েষা। পিতৃহীনা আয়েষাও তাই ছুটে এসেছে ভগ্নির কাছে ভগ্নির দাবী নিয়ে তিলোত্তমা! আজ আমি তোমায় মনের মত করে সাজাবো!

তিলোত্তমা। বেশ—তাই যদি তোমার অভিলাষ তবে তাই কর! কিন্তু আমায় সাজাতে—তোমার এত আগ্রহ কেন দিদি?

আয়েষা তিলোত্তমাকে এক একখানি করিয়া গহনা পরাইয়া দিতে দিতে কহিলেন।

আয়েষা। কেন? আজ তোমার এই সাজ সজ্জা—সার্থক হয়ে উঠবে যে? মনে রেখো। এই অলঙ্কারের চেয়ে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার আজ তুমি লাভ করলে। সে রত্ন যেন হেলায় কোনদিন হারিও না বোন।

তিলোত্তমা। সে রত্ন তো আমার একার নয় দিদি। এসো সে রত্নের অংশ তুমিও নেবে এসো!

আয়েষা। [নিজ মস্তকের একটি ফুল লইয়া] দুর্গেশ-নন্দিনী! চেয়ে দেখ! কত সুন্দর এ'র প্রতিটি-স্তবক! কত মধুরতা দিয়ে গড়েছেন খোদা এই কোমল পুষ্প!· [ফুলটি ফেলিয়া দিল ও তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে কুড়াইয়া] দেখ'! দেখ তিলোত্তমা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুষ্পের সৌন্দর্য্য, কত ম্লান হইয়া গেল! একটুখানি আঘাতে ঝরে গেল' এর পাপড়ীর-দল! নারীও এই ফুলের মত কোমলা! একটুখানি আঘাত, সে সহ্য করতে পারেনা!—যাকে নারী প্রীতির চক্ষে দেখে তার দেওয়া এতটুকু অপমানে

নারী হয় বিশ্বের বুকে একটী অবহেলিত ঝরা ফুল! অবহেলার ব্যথার চেয়ে মৃত্যু যে অনেক সুখের বোন!

ওসমান প্রবেশ করিলেন।

ওসমান। অনধিকার প্রবেশের জন্য আমায় মার্জ্জনা ক'রো দুর্গেশ-নন্দিনী। এস আয়েষা! উড়িষ্যা যাত্রার সঙ্কল্প ক'রে আমি তোমায় নিতে এসেছি। দুর্গদ্বারে তোমার তাঞ্জাম অপেক্ষা করেছে।

আয়েষা। কিন্তু আমি উড়িষ্যায় তো যাবো না—ওসমান।

ওসমান। যাবে না!—তবে কি এতদিনেও তোমার অন্তরের দুর্ব্বলতা দুরীভূত হয়নি! জগৎসিংহ বিবাহিত, তিনি নবাবনন্দিণীর অভিলাষী নন। এ জেনেও তুমি মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে চলেছো আয়েষা।

আয়েষা। ভালবাসা মরীচিকার পশ্চাতে ছোটা নয়—সে জীবন মরুভুর বুকে শ্যামল মরুদ্যানের স্নিগ্ধ জলাশয় ওসমান।

ওসমান। অথচ আমি পাইনি এক ফোঁটাও জল!—শুধু পেয়েছি, মরুভুমির শূণ্য তৃষিত রিক্ত ব্যর্থতা।

আয়েষা। তাহ'লে, সে প্রকৃত ভালবাসা নয়—সে রূপজ মোহ! মানুষ ভালবেসে নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণতায় ভরে ওঠে—প্রতিদান চায় না, ওসমান।

ওসমান। অথচ তুমি প্রতিদান পাওয়ার আকুল আগ্রহে এই গড়-মান্দারণ পর্য্যন্ত ছুটে এসেছো। চলে এস আয়েষা। আজ হতে বিশ্ববাসী জানুক আয়েষার মোহ কেটে গেছে,—সে আজ হ'তে হবে ওসমানের হৃদয়েশ্বরী!

আয়েষা। স্মরণ রেখ এ পাঠানের দুর্গ নয়—এ বাংলার দুর্গ। সতীত্ব বাংলার মেয়েদের একান্ত সম্পদ! এখানের ভ্রাতা তার ভগ্নীর মর্য্যাদা জানে।

তিলোত্তমা। যুবরাজ তোমার ভাই! আজ এ কি শোনাচ্ছ নবাব-নন্দিনী ?

ওসমান। এস আয়েষা আমরা যাই উড়িষ্যার দুর্গে।

আয়েষা। না। আমি যাব তাজর্খার আশ্রয়ে।

ওসমান। তাজর্খা! তাজর্খা জীবিত! অথচ আমি তাকে—

আয়েষা। হ্যাঁ করিমের সেবায় সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে আমি তারই আশ্রয়ে চল্লুম। তবে আসি দুর্গেশ-নন্দিনী! মনে রেখ তোমার মুসলমানি ভগ্নির কথা।

তিলোত্তমা! অন্তরে যার আসন তারে স্মরণ করতে তো হয় না—সে সব সময় সমস্ত মনটা ভ'রেই থাকে। তুমি যে আমার দিদি।

আয়েষা। দিদি নয় তিলোত্তমা, ননদী! যাবার সময় একটা কথা তোমায় শুনিয়ে যাই ওসমান। যে ভুলের ফসল, জীবন ক্ষেত্রে ফলেছিল অক্লান্ত চেষ্টায় সে ফসলের বৃক্ষ উপড়ে ফেলে আমি নূতন বীজ বপন করেছি জীবনের ক্ষেত্রে। আমার জীবন উদ্যানে তাই ফলেছে আজ আমার ফসলতার মধুর ফল আমার হিন্দু ভাই জগৎসিংহ। [প্রস্থান করিলেন। জগৎসিংহ প্রবেশ করিলেন।

জগৎসিংহ। ভাই জগৎসিংহ! কে! কে! নবাবনন্দিনী!

ওসমান। চলে গেছে, তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে, আমি চলেছি যুবরাজ আমার সাধের উড়িষ্যায়! আমাকে বিদায় দাও!

[প্রস্থান করিলেন।

জগৎসিংহ। তিলোত্তমা! আমায় অন্তর হতে ক্ষমা করতে পেরেছো তিলোত্তমা ? বোধ হয় পারনি, নয়? কিন্তু কেন? তোমাকে যে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত কি আজও হয়নি তিলোত্তমা। ও কি! আজ এই আনন্দের দিনে তোমার চোখে অশ্রু কেন?

তিলোত্তমা। নারীর যে অশ্রুই সম্বল যুবরাজ! আমার এ সুখ,

এ সৌভাগ্য ক'দিনের ? আবার হয়তো যুদ্ধের আহ্বানে তুমি সব ভুলে যুদ্ধের উল্লাসে মেতে উঠ্‌বে। তোমরা পুরুষেরা বড় নিষ্ঠুর।

জগৎসিংহ। বেশ, আসি আমার অসি, তোমার সম্মুখে রক্ষা করলাম। প্রতিজ্ঞা করছি—অকারণে এ জীবনে কোন দিন অসি স্পর্শ করবো না।

(অস্ত্র তিলোত্তমার সম্মুখে রাখিলেন।

তিলোত্তমা। [তিলোত্তমা অস্ত্র তুলিয়া] এই নাও তোমার অসি তুমি বীর। তুমি যে প্রয়োজন না হ'লে যুদ্ধ করবে না সে আমি জানি। কিন্তু আর একটা শপথ কর যুবরাজ, তোমার দাসী এই তিলোত্তমাকে পরিত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় কোথাও যাবে না।

বিমলা প্রবেশ করিলেন।

বিমলা। কিন্তু আমি যাবো তিলোত্তমা তোকে ছেড়ে।

তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ। কোথায় ?

বিমলা। মনে কর যুবরাজ তোমার সে দিনের অনুরোধ। আমি সেই অনুরোধ রাখ্‌তে আজ পতি-পথ অবলম্বন করবো। পতির মূর্ত্তি অন্তরে ধ্যান করতে করতে। আমি নির্ব্বানের পথে যাত্রা করবো।

জগৎসিংহ। ক্ষমা কর জননী আমার সেই হীন আচরণের জন্য। আমি জানি বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা আদর্শা পতিব্রতা।

বিমলা। সে বিমলার সৌভাগ্য।—কিন্তু তবু আমায় যেতে হবে। এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম শুধু তিলোত্তমাকে তোমার হতে তুলে দিতে। এই নাও যুবরাজ। আমার স্বামীর গচ্ছিত রত্ন তিলোত্তমাকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। আর স্বামীর নিজস্ব গৌরব এই গড়-মান্দারণের শুভাশুভ ও তুলে দিলাম তোমারই হাতে। সেই সঙ্গে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের হাতে তুলে দিয়ে গেলুম আমার স্বামীর প্রতি রক্ত বিন্দুদিয়ে গড়া-বড় সাধের এই "বাংলার-দুর্গ"

যবনিকা

জগদ্ধাত্রী প্রেস ৫।২ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন হইতে শ্রীখগেন্দ্র নাথ চন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত ও সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী হইতে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর দ্বারা প্রকাশিত।